পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 194 Friday, 14 June, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৯৪ সংখ্যা ✱ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শুক্রবার, ১৪ জুন, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

উত্তরে এখন দুর্যোগ চলবে! দক্ষিণের হাওয়া বদল নিয়ে এল না ভাল খবর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। অথচ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই। প্রাক বর্ষার বৃষ্টির অল্পবিস্তর দেখা মিললেও বর্ষাকাল কবে শুরু হবে তা এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না। আবহাওয়া দফতর আবার এটাও জানিয়ে দিয়েছে, আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের দুই থেকে তিন ডিগ্রি উপরে থাকবে দক্ষিণবঙ্গে এবং বৃষ্টি হলেও স্বাভাবিকের তুলনায় কম হবে। গত কয়েকদিন থেকেই উত্তরবঙ্গ সহ দার্জিলিং ও সিকিমে অনবরত বৃষ্টি চলছে। তিস্তার পাশাপাশি জল বাড়ছে অন্য নদীগুলিতেও। বৃহস্পতিবার রাতেও সিকিম সহ দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টি হয়। হাওয়া অফিস বলছে, উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই প্রবল বৃষ্টি ও দুর্যোগ চলবে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে উল্টো চিত্রই ধরা পড়বে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরে বর্ষা এলেও এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সাফ জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে তারা এও জানিয়েছে, আগামী শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ও হতে পারে। মঙ্গলবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি চলতে পারে বলে আভাস মিলেছে। বৃষ্টি শুরু হলেও গরম ও আর্দ্রতা কমার ইঙ্গিত নেই এখনই। সাময়িকভাবে সামান্য স্বস্তি আসতে পারে কেবল। আগামী কাল, শুক্রবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাপপ্রবাহেরও ইঙ্গিত আছে। সূত্রের খবর, পূর্বপশ্চিম অক্ষরেখা বিহার থেকে উত্তরপূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিকে প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গে তিস্তার জল বাড়ায় সেবক, লালটংবস্তি, গজলডোবার মিলনপল্লি, টাকমারির বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যেই জলে ডুবেছে বেশ কিছু এলাকা। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উপর তিস্তার জল চলে এসেছে। তিস্তার চরে বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে বেশ কিছু বাড়ি। বাসিন্দাদের ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

কাশ্মীরে জঙ্গি মোকাবিলায় পূর্ণশক্তি প্রয়োগের নির্দেশ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃ জম্মু-কাশ্মীরে নতুন করে জঙ্গি হামলা মোকাবিলায় সর্বশক্তিতে নেমে পড়ার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী ভূস্বর্গের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সেই আলোচনায়

উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং পদস্থ অফিসাররা। প্রসঙ্গত, আগামী ২১ জুন, আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে শ্রীনগর যাচ্ছেন মোদি। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সহ প্রায় ৬ হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। ডাল লেকের ধারে শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন কমপ্লেক্সে দশম আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালন করবেন মোদি। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গি মোকাবিলা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সবিস্তারে জানান আধিকারিকরা। নিরাপত্তা বাহিনীর কৌশল এবং অভিযান নিয়ে হালহকিকত তাঁকে বলা হয়। আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী জঙ্গি হামলা রুখতে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। এই কাজে পুলিশ, সেনা, গোয়েন্দা বাহিনীকে পুরোদমে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন মোদি। বুধবারই কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা নিয়ে মোদির নীরবতায় সরব হয়েছিল কংগ্রেস। দল ছাড়াও সাংসদ রাহুল গান্ধি এক বার্তায় বলেছিলেন, পুণ্যার্থীদের পরিবারের কান্না কি শুনতে পাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী? তার পরদিনই রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন তিনি। পর্যালোচনা বৈঠক ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সঙ্গেও ফোনে খোঁজখবর নেন। মোদির এই পরিস্থিতি পর্যালোচনার কারণ হল রবিবার থেকে এ পর্যন্ত উপত্যকায় একের পর এক জঙ্গি হামলা ঘটে চলেছে। রিয়াসি, কাঠুয়া এবং ডোডায় জঙ্গিদের হামলা হয়েছে। রবিবার রিয়াসিতে তীর্থযাত্রীদের বাসে অতর্কিতে জঙ্গিরা গুলি চালানোয় ১০ জন নিহত হন। মঙ্গলবার কাঠুয়া জেলায় হিরানগরের সাইদা সুখাল গ্রামে জঙ্গিদের গুলিতে এক সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হন। নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে ২ জঙ্গিকেও নিকেশ করা গিয়েছে। ভাদেরওয়াতে একটি নিরাপত্তা বাহিনী ছাউনিতে জঙ্গিরা গুলি চালায় এমনকী গতকাল রাতেও গান্দোহতে সংঘর্ষে এক পুলিশ জখম হন।

কৃষক দেখিয়ে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে অ্যাকাউন্টে

ঋতুপর্ণা ছাড়াও ইডি-র নজরে আরও ৫০ সুবিধাভোগী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ বাতিল রেশন কার্ডের তথ্য চেয়ে ফের খাদ্য দফতরে চিঠি দিল ইডি। এই নিয়ে তৃতীয়বার চিঠি দিল ইডি। প্রথম দুটি চিঠির উত্তর না দেওয়ায় তৃতীয় চিঠি। ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কত রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে তা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে দুর্নীতি হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে তলব করে নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। তবে ইডি-র দাবি, ঋতুপর্ণা ছাড়াও আরও ৫০ জন সুবিধাভোগীর কাছে গিয়েছে রেশন দুর্নীতির টাকা। তদন্তে ইডি-র নজরে রয়েছে সেই ৫০ জন। তদন্তকারীদের বক্তব্য, ভুয়ো কৃষক দেখিয়ে তাঁদের কাছেও পৌঁছেছে দুর্নীতির টাকা। প্রত্যেকেই বাকিবুর রহমান ও জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বলে তদন্তকারীদের বক্তব্য। প্রসঙ্গত, এর আগে দুবার চিঠি পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু চিঠি পাঠানোর পর দীর্ঘ সময়

তদন্তকারীদের উত্তরের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। খাদ্য দফতর থেকে দুবারই চিঠির কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই চলতি সপ্তাহেই তৃতীয় চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই চিঠিরও কোনও উত্তর যদি না পান, তাহলে তদন্তকারীরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন বলে সূত্রের খবর। রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে তদন্তকারীদের হাতে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে। প্রচুর বাতিল রেশন কার্ড কিংবা ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমেও রেশন তোলা হয়েছে। খাতায় কলমে সেই সংক্রান্ত হিসাব তদন্তকারীরা পেয়েছেন বলে সূত্রের খবর। সে বিষয়ে খাদ্য দফতরের কী বক্তব্য, সেটাই জানতে চান তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তের ইডি-র নজরে রয়েছে 'বালু'-র হস্তাক্ষরও। এসএসকেএম থেকে পাওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিঠির হাতের লেখার পরীক্ষা করাতে চাইছি ইডি। ইডি-র বক্তব্য, এসএসকেএম হাসপাতালে বালু চিকিৎসাধীন থাকাকালীন শাহজাহান, শঙ্কর আঢ্যের নাম লেখা একটি চিঠি মেয়েকে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাতে টাকা দেওয়া-নেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ ছিল। তদন্তকারীরা রেশন দুর্নীতি মামলার জাল গোটাতে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে চাইছে।

নিটের দুর্নীতি নিয়ে কলকাতায় বিক্ষোভ, বিকাশ ভবন অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ নিট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই নিয়ে তোলপাড় দেশে। বৃহস্পতিবারই আবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এসেছে, যে ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের ফের পরীক্ষায় বসতে হবে। নিট বিতর্কের আঁচ পড়েছে শহর কলকাতাতেও। পরীক্ষায় দুর্নীতি এবং স্নাতকে ভর্তির নির্দেশিকা প্রকাশে অনিশ্চয়তা নিয়ে বিকাশ ভবন অভিযান করা হয়। তাতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ওই এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন অভিযান করে এআইডিএসও। করুণাময়ী মোড় থেকে বিকাশ ভবন যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তবে মাঝপথেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে তোলা হয় প্রিজন ভ্যানেও। তাদের অভিযোগ, পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হতে দিচ্ছে না। আসল দোষীদের না ধরে আন্দোলনকারীদের আটক করা হচ্ছে। নিট ইউজি ২০২৪ পরীক্ষায় অনিয়ম এবং ফলপ্রকাশে অস্বচ্ছতার

অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা নিট পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ১৫০০-র বেশি পরীক্ষার্থীকে 'সময় নষ্ট' হওয়ার কারণে গ্রেস মার্কস দিয়েছিল বলে দাবি। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যাবতীয় অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন। নিট নিয়ে যে যে অভিযোগ তার প্রেক্ষিতে ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য, নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও প্রমাণ নেই। এনটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত নয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই কেন্দ্র আদালতকে জানিয়ে দেয়, ১৫৬৩ জনকে যে বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে, তা বাতিল করা হচ্ছে। ডাক্তারিতে ভর্তির পরীক্ষায় পড়ুয়ারা ইচ্ছে করলে আগামী ২৩ জুন ফের বসতে পারে। যার ফলপ্রকাশ হবে ৩০ জুন। কাউন্সেলিং শুরু হবে ৬ জুলাই। নিট পরীক্ষার ইতিহাসে এই প্রথম ৬৭ জন পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ মান ৭২০-র মধ্যে ৭২০ পেয়েছেন। আর তা নিয়েই বিতর্ক, সন্দেহ এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু তাই নয়, প্রথম স্থানাধিকারী ৬৭ জনের মধ্যে ৬ পরীক্ষার্থীর একই কেন্দ্রে সিট পড়েছিল। যা নিয়েও উঠেছে নানান প্রশ্ন। নিটের নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি হল সঠিক উত্তরের জন্য ৪ এবং ভুল উত্তরে মাইনাস ১। কিন্তু, এ বছরের ফল নিয়ে নানান অনুমান মাথাচাড়া দিয়েছে।

'আমি বিরোধী দলনেতা, আমাকে ১ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজভবনে ঢুকতে পারলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিলেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু, বললেন, "৭৭ সালে এমার্জেন্সির সময়ও এই জিনিস হয়নি। রাজ্যপালের অনুমতি সাপেক্ষে ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজভবনে এসেছিলাম। অথচ দুপুর ৩টে থেকে রাজভবনের তিনদিকের রাস্তা

আটকে রেখেছে। ৭৭ সালে এমার্জেন্সির সময়ও এই জিনিস হয়নি। আমি বিরোধী দলনেতা। আমাকে এক ঘণ্টা আটকে রাখা হল।" সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, "আমি ওনার মতো ভাঙচুরের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। তা না হলে আমরাও জোর করে ঢোকার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু সেটা করিনি। আইনি পথেই ব্যবস্থা নেব। আদালতে যাব। আজ পুলিশ আমাকে রাজভবনে ঢুকতে দিল না, এমন ব্যবস্থা করব, ওরাই স্যালুট করে রাজভবনে নিয়ে যাবে।" শুভেন্দুর অভিযোগ, ভোট মিটলেও রাজ্যের জেলায় জেলায় সন্ত্রাসের ঘটনা বন্ধ হয়নি। বরং একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। সাত হাজার জনের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রেশন বন্ধ করেছে ১২ হাজার জনের। শুভেন্দুর কথায়, "আমরাও ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের ভোট পেয়েছি। এভাবে পুলিশ দিয়ে আমাদের আটকানো যাবে না। এই লড়াই আরও তীব্রতর করা হবে।" রাজভবনে ঢুকতে না দেওয়া নিয়ে পুলিশের অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগের মধ্যেই এদিন ঘরছাড়া কর্মীদের নিয়ে রাজভবনে পৌঁছেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও শুভেন্দুর এই অভিযানকে নাটক আখ্যা দিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "বাংলায় ভরাডুবির পর নজর ঘোরাতেই কিছু লোককে খাইয়ে দাইয়ে রেখে ঘরছাড়ার নাটক করছে বিজেপি।" একই সঙ্গে কুণালের কটাক্ষ, "বাংলায় বিজেপির প্রকৃত ঘরছাড়া তো দিলীপ ঘোষ। তাঁকে নিয়ে গেলেন না কেন! আর কার কাছে যাচ্ছে? রাজ্যপাল! যার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উঠেছিল, সেটা তো বাংলার মানুষ ভুলে যায়নি।"

আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর, বারাসত আদালত স্বস্তি দিল সোহমকে

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ১৩ জুনঃ রেস্তোরাঁর মালিককে মারধরের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালেই বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আদালত সূত্রের খবর, ২,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এই জামিন পেয়েছেন সোহম। বৃহস্পতিবার সকালে সোহমের বারাসত আদালতে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়, যে তিনি গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন কিনা। সোহম নিজে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, তিনি এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করবেন না। বিষয়টি বিচারাধীন তাই এখনই কিছু বলতে চান না। রেস্তোরাঁর মালিক তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টে হওয়ার কথা শুক্রবার। তার আগেই বারাসত আদালতে স্বস্তি পেলেন সোহম চক্রবর্তী। রেস্তোরাঁর মালিকের দাবি, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোককে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সোহমের লোকজনই ভয় দেখাচ্ছেন তাদের বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে পুলিশও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলেও সরব হয়েছেন রেস্তোরাঁর মালিকের আইনজীবী। অবশেষে তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এই ঘটনায় একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। রেস্তোরাঁ মালিক অভিযোগ করেছিলেন, কোনও কথা না শুনেই সোহম তাঁকে প্রথমে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেন। মারধরও করা হয়। এমনকী কলার চেপে ধরে রেস্তোরাঁ তুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। মারধরের অভিযোগ স্বীকার করে সোহম দাবি করেছিলেন, বচসা চলাকালীন হোটেল মালিক তাঁর নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কটূক্তি করেন। এতেই রেগে যান তিনি। যদিও পরে তিনি এই বিষয়ে ক্ষমাও চেয়ে নেন। তবে তাতে লাভ হয়নি। এদিকে এদিন বারাসত আদালতে জামিন চাইতে গিয়েও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন সোহম। আদালতে জামিনের আবেদন করার পর তাঁকে বহুক্ষণ সরকারি আইনজীবীর ঘরে দেখা যায়। একটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কেন তিনি আদালত কক্ষে না বসে, সরকারি আইনজীবীর ঘরে সময় কাটাবেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন তুলতে থাকে বিরোধীরাও। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হতে পারে বুঝতে পেরে বেলা ১২টা নাগাদ ওই কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। এর পর গাড়ি করে চলে যান অজ্ঞাত ঠিকানায়।

বাতিল ১৫৬৩ পরীক্ষার্থীর মার্কশিট, ২৩ জুন ফের পরীক্ষা নিট-এর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুনঃ নিট পরীক্ষা নিয়ে বিতর্ক চরমে। পরীক্ষার ফলাফলে কারচুপি হয়েছে বলে হাজার হাজার অভিযোগ উঠেছে। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এর মাঝেই কেন্দ্রের বড় সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় টেস্টিং এজেন্সির তরফে জানানো হল, ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থী, যারা নিট পরীক্ষায় 'গ্রেস মার্কস' পেয়েছিলেন, তাদের স্কোরকার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই চরম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মার্কশিটে গ্রেস মার্কস নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। নিট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হতেই এদিন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হল, ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। কমিটির তরফে ওই ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীর স্কোরকার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনটিএ-র তরফে সুপ্রিম কোর্টে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে পরীক্ষার্থীদের স্কোরকার্ড বাতিল করা হচ্ছে, তাদের ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। আগামী ২৩ জুন এই পরীক্ষা হবে। এবং ৩০ জুন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। নিট নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়, নিট-ইউজি ২০২৪-র কাউন্সেলিংয়ের প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে না। পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাউন্সেলিং হবে। যদি এই প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরি করা হয়, তবে এর বিস্তৃত প্রভাব পড়বে। প্রসঙ্গত, বসে। ১৪ জুন নিট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার কথা থাকলেও, গত ৪ জুন, লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনই নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। রেজাল্ট বের হতেই দেখা যায়, ৬৭ জন পরীক্ষার্থী ৭২০ তে ৭২০ পেয়েছে। এর মধ্যে ৬ পরীক্ষার্থীই আবাক হরিয়ানার ফরিদাবাদের একই সেন্টারের। এরপরই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি প্রশ্ন ওঠে

গত ৫ মে নিট পরীক্ষা হয়। দেশ জুড়ে ৪৭৫০ সেন্টারে মোট ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থীরা ডাক্তারির পরীক্ষায় গ্রেস মার্কস নিয়েও। নিটের ফলাফল নিয়ে দেশের ৭টি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়।

৭ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর ফের বিপাকে বিমল গুরুং

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ ফের বিপাকে বিমল গুরুং। মদন তামাং হত্যা মামলায় বিমল গুরুং-এর নাম অভিযুক্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত। এর আগে ওই খুনের মামলায় এর বিমল গুরুং-এর নাম বাদ দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করেছিল নিম্ন আদালত। আজ হাইকোর্টে সেই নির্দেশ খারিজ হয়ে গেল। বিমল গুরুং-এর নাম বাদ যাওয়ার পর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ

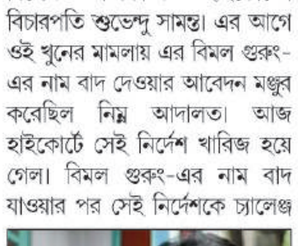

করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই এবং মদন তামাং-এর স্ত্রী ভারতী তামাং। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই আইনি লড়াই। ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাত বছর ধরে আইনি জটিলতার পর কলকাতা হাইকোর্ট বিমলের নাম অন্তর্ভুক্ত করে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিল। এর আগে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালত বিমলের স্ত্রী আশা এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা সহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিলেও বিমলকে এই মামলা থেকে খালাস করে দেয়। ২০১৩ সালে ভারতী তামাং-এর আবেদনে এই মামলার শুনানি দার্জিলিং থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ২০১০ সালের ২১ মে খুন হন মদন তামাং। দার্জিলিং-এর ক্লাব সাইট রোডে ওই ঘটনা ঘটে। প্রথমে তদন্তে নামে সিআইডি। পরে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই।

'মানুষ মমতাকে মেনে নিয়েছেন', বলেই ফেললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ নবান্ন থেকে মানিকতলা উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থী নির্বাচন কেন প্রশাসনিক ভবনে? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজনীতির কারবারিদের একাংশ। কিন্তু সেই প্রশ্নেই মাথা ঘামাতে রাজি নন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, সিদ্ধান্ত যাই হোক মুখ্যমন্ত্রীকে মেনে নিয়েছেন রাজ্যের মানুষ। এ দিন কার্যত আক্ষেপের সুরে শুভেন্দু বলেন, "উনি এইসব করার পরও ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছি আমরা। রাজ্যের বড় অংশের লোক এটা মেনে নিয়েছেন। এটা আজ নতুন নয়।" ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিরোধী দলনেতা হয়ত বোঝাতে চেয়েছেন প্রার্থী ঘোষণা প্রশাসনিক ভবন থেকে হোক বা দলীয় কার্যালয় থেকে এই সব জিনিস সাধারণ মানুষের বিচার্য বিষয় নয়। আখেরে ভোট তৃণমূল পায় এবং জয়ীও হয়। এই কথা বলতে গিয়ে বিজেপি নেতা তুলে ধরেছেন অতীতের প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, "আমি যখন মৌসম নূরকে নিয়ে এসেছিলাম দেখা করাতে। বললেন আমি এখানেই যোগদান করিয়ে নিচ্ছি। আমি দেখা করাতে নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম সুব্রত বক্সীকে বলবেন তৃণমূল ভবনে জয়েন করাতে।" শুভেন্দু জানালেন, "সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এখানেই জয়েন করিয়ে দিচ্ছি।" বিজেপি নেতা বললেন, "নিচে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, গনি খান চৌধুরীর পরিবারের একজন যোগদান করলেন। এটা মেনে নিয়েই অনেকে ভোট দেন।" শুভেন্দু এদিন বলেন, "প্রচুর জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে। হুমকি আসছে বাহিনী গেলে মৃত্যু মিছিল হবে। বাহিনী রাজ্যে থাকতেই ৮ থেকে ১০টা অভিযোগ এসেছে। আমাদের দেওয়া ইমেলেও হাজার অভিযোগ হয়েছে। আড়াই

হাজার মানুষ যাঁরা ঘরছাড়া তাঁদের পাশে নিজে দাঁড়িয়েছি। আর কোর্ট ২১ জুন পর্যন্ত বাহিনী থাকার নির্দেশ দিয়েছে।" বিজেপি নেতার কথায়, তাঁরা চাইছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানে থাকুন। প্রতিটি অভিযোগের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যাঁরা বাড়ির বাইরে আছেন তাঁরা যেন ঘরে ফিরতে পারেন সেই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এখানেই শেষ নয়। এরপরই বিরোধী দলনেতার সংযোজন, "এবারের কায়দা অন্যরকম। একুশ সালে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এবারে মৃত্যু কম। আহত প্রচুর। বাজার দোকান বন্ধ রাখা হয়েছে। আইএসএফ ও বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের কর্মীদের দোকান বন্ধ করা হয়েছে। এবারে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চলছে। ইলেকট্রিক লাইন কাটা হচ্ছে। টালিগঞ্জ যাদবপুরে টোটো অটো চালাতে দিচ্ছে না। রেশন দেওয়া হচ্ছে না। দোকান খুলতে দেওয়া হচ্ছে না। ভাঙড়ে কোয়াক ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ হয়েছে।" লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির খারাপ ফল হওয়ার পর থেকেই মুখ খুলেছেন বঙ্গ বিজেপির বাঘা-বাঘা নেতৃত্ব। দিলীপ ঘোষ, জগন্নাথ সরকার তো বটেই, খোদ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও বলতে শোনা গিয়েছে, সব সিদ্ধান্ত তিনি নেন না, কিন্তু রাজ্য সভাপতি হওয়ায় দায় তাঁকেই নিতেই হবে। রাজনৈতিক কারবারিদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন আকার ইঙ্গিতে এই সকল রাজ্য নেতারা কি বিজেপির ফলাফল খারাপের পিছনে আঙুল তুলছেন শুভেন্দু অধিকারীর দিকে? এ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শুভেন্দু। বললেন, "আমাকে যেখানে প্রচার করতে যেতে বলা হয় সেখানে যাই। সংগঠিত করার কাজ আমার নয়। কেবলমাত্র আমার জেলাতে পার্টির সংগঠনের নেতারা রাজ্যের নির্দেশিকাও যেমন পালন করেন, আমার পরামর্শও মেনে চলেন। এর বাইরে সাংগঠনিক ব্যাপারে আমি কোনও দিন হস্তক্ষেপ করি না।" এখানেই শেষ নয়, তিনি এও বলেন, "আমি শৃঙ্খলা পরায়ণ লোক। তৃণমূলে থাকাকালীন ভাইপো-মুকুল রায় আমার পিছনে লেগে থাকত। আমি বলিনি। এখন দলের অনেকে পোস্ট করেন। ভাল হলে নিজের ক্রেডিট নেন। খারাপ হলে আমার ঘাড়ে চাপান। আমি কখনও দলের অভ্যন্তরের বিষয় বাইরে বলিনি।" এরপরই প্রশ্ন উঠছে তবে কি নাম না করে দলেরই একাংশের দিকে আঙুল তুললেন বিজেপি নেতা?

দেশের সুরক্ষাই হবে অগ্রাধিকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মন্তব্য রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্ব বুঝে নিলেন রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাউথ ব্লকে এসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাজনাথ সিং। সাউথ ব্লকে এসে পৌঁছলে রাজনাথ সিংকে অভিবাদন জানান চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান ও তিন বাহিনীর প্রধান।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই রাজনাথ সিং বলেছেন, দেশের সুরক্ষাই হবে তাঁর কাছে অগ্রাধিকার। রাজনাথ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাকে আবারও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের অগ্রাধিকার একই হবে, দেশের সুরক্ষা। আমরা একটি শক্তিশালী এবং 'আত্মনির্ভর' ভারত গড়ে তুলতে চাই। আমরা প্রতিরক্ষা উপাদনে আত্মনির্ভর হতে চাই। আমরা ২১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি করেছি, আগামী ৫ বছরে এই সংখ্যাকে ৫০ হাজার কোটিতে নিয়ে যাওয়া আমাদের টার্গেট। আমরা তিন বাহিনীর জন্য গর্বিত।

নিট ইউজি-তে কোনও দুর্নীতি হয়নিঃধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃপেপার ফাঁসের অভিযোগকে ঘিরে বিতর্কে মেডিক্যালের স্নাতকে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট (নিট ইউজি)। কিন্তু, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধান জানিয়ে দিলেন, নিট ইউজি পরীক্ষায় কোনও দুর্নীতি হয়নি।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বৃহস্পতিবার বলেছেন, কোনও দুর্নীতি হয়নি। নিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলছে এবং এই ইস্যুটি প্রায় ১,৫০০ পরীক্ষার্থীর বিষয়ে। সরকার আদালতে জবাব দিতে প্রস্তুত। এই সুনির্দিষ্ট বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাবিদদের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকার এটিকে আদালতের সামনে উপস্থাপন করবে...এনটিএ দেশে ৩টি বড় পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালনা করে, যা নিট, জেইই এবং সিইউইটি। আমরা দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে বৃহস্পতিবারই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এরপর তিনি আশ্বস্ত করে বলেছেন, আমি পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের আশ্বস্ত করতে চাই, ভারত সরকার এবং এনটিএ তাঁদের ন্যায়বিচার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী সফলভাবে নিট পরীক্ষা দিয়েছে। কোনও পেপার ফাঁস হয়নি, তেমন কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

কুয়েতের বহুতলে আগুনে মৃত্যু বেড়ে ৫০, দেহ ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃকুয়েতের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫০। নিহতদের মধ্যে ৪২ জন ভারতীয় নাগরিক। এই ৪২ জনের দেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ভারত। বুধবার রাতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর কুয়েতের বিদেশমন্ত্রী আলি আল-ইয়াহিয়ার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেন। ইতিমধ্যেই আহতদের চিকিৎসার বিষয়টি দেখভাল করতে এবং নিহতদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে কুয়েতে পৌঁছে গিয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং।স্থানীয় সময় অনুযায়ী, গত বুধবার ভোরের দিকে কুয়েতের রাজধানী শহরের দক্ষিণে মাঙ্গাফ এলাকার একটি বহুতল আবাসনে আগুন লাগে। জানা যায়, ওই আবাসনে মূলত থাকেন শ্রমিকেরা, যাঁদের অধিকাংশই ভারতীয়। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৯। নিহত শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েক জন রয়েছেন, যাঁরা মিশর, নেপাল, পাকিস্তান এবং ফিলিপিন্সের বাসিন্দা। আবার ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই কেরল, তামিলনাড়ু এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্যের বাসিন্দা।

কাশ্মীরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত ১৫

শ্রীনগর, ১৩ জুন ঃফের প্রাণ গেল উপত্যকায়। তবে এবার আর জঙ্গি হামলায় নয়। একটি বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। গুরুতর জখম ১৫ জন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বারামুল্লার রাফিয়াবাদের পাজালপুরা মুন্ডজি রোডে।জানা গেছে, একটি বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ

নিট ইউজি-র কাউন্সেলিং চলবে, ফের জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ নিট ইউজি-র কাউন্সেলিং চলবে, ফের জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কাউন্সেলিং চলবে, আমরা তা বন্ধ করব না। ভয়ের কিছু নেই বলেও মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিশ পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট,

এরই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সরকার/এনটিএ-র পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়, 'গ্রেস মার্ক' দেওয়া হয়েছে এমন ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।সুপ্রিম কোর্টে এনটিএ আরও জানিয়েছে, ওই কমিটি ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীর স্কোরকার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই পরীক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ২৩ জুন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ৩০ জুনের আগে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। আইনজীবী শ্বেতাঙ্ক বলেছেন আমরা নিট পরীক্ষার ইস্যু নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি এবং আমাদের মূল ইস্যু ছিল এনটিএ দ্বারা পেপার ফাঁস এবং অন্যান্য অসদাচরণের বিষয়ে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ২৩ জুন পুনরায় পরীক্ষা করা হবে।

বছরের শুরুতেই ডেঙ্গু নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন

মালদা,১৩জুনঃ- বছরের শুরুতেই ডেঙ্গু নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন। ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গুর সংখ্যা। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসন দফায় দফায় বৈঠক করেছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেও শুরু হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। কিন্তু তারপরেও কিছুতেই ডেঙ্গু দমন সম্ভব হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত মালদা জেলায় এই বছর ১৪২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বাড়ানো হয়েছে ডেঙ্গুর টেস্ট। মালদহ জেলায় শুধু ডেঙ্গু নয় ইতিমধ্যে এই বছর ম্যালেরিয়ার জ্বরের ও প্রভাব ব্যাপক পড়েছে। মূলত পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। তাই ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া জ্বর মোকাবিলায়। ইতিমধ্যে তৎপরতার সঙ্গে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জেলা প্রশাসন। মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত জেলায় ১৪২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। জেলার মূলত ইংরেজবাজার ও কালিয়াচক ১,২,৩ ব্লক এ ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এ সমস্ত এলাকা গুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। পাশাপাশি ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌর কর্মীরাই ২৯টা পৌরসভা এলাকায় সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন পৌর কর্মীরা পৌর নাগরিকদের বাড়িতে গিয়ে। ডেঙ্গু বিষয় বেশ কিছু নাগরিকদের সচেতন করছে বাড়িতে যাতে জল জমা না থাকতে পারে পাশাপাশি বাড়িতে কারো জ্বর থাকলে পারে তাকে যাতে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সেই সব বিষয়ে নাগরিকদেরকে সচেতন করছেন পৌরকর্মীরা। ওয়ার্ডগুলিতে জোর কদমে চলছে সাফাই অভিযান। যদিও ইংরেজবাজার শহরের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আবর্জনা স্তূপে ভরে গিয়েছে। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। পৌর নাগরিকদের দাবি ওয়ার্ডগুলির পরিস্কারের পাশাপাশি দ্রুত গতিতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলিতেও আবর্জনা গুলি পরিষ্কার করা হোক। ডেঙ্গু আক্রান্ত ইতিমধ্যে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন রোগীর চিকিৎসা চলছে।ওয়ার্ডেই পাশাপাশি ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধ করতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে সচেতন করা হচ্ছে কারণ পরিসংখ্যান বলছে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যেই এই জ্বরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যে জেলার কমিশনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে থেকে আসছেন জেলায় তাদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালদহ টাউন স্টেশনে ভীন রাজ্য ফেরত পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রয়োজনে তাদের মেডিকেল ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্নভাবে মানুষকে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া নিয়ে সচেতন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

কমান্ডার হত্যার জবাবে ইসরায়েলে ব্যাপক রকেট হামলা হিজবুল্লাহর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।গতকাল বুধবার সকালে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহ ২০০টির বেশি রকেট ছোড়ে। আগের দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ-পূর্ব লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর একজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত হন। এর জবাবে হিজবুল্লাহ গত বুধবার ইসরায়েলে ব্যাপক রকেট হামলা চালায়।খবরে বলা হয়, ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলে গতকাল অন্যতম বড় রকেট হামলা চালায় হিজবুল্লাহ। গাজা যুদ্ধের জেরে ইরানপন্থী গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ছে। উভয় পক্ষই বলছে, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গতকাল নিশ্চিত করেছে, তারা হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কমান্ডার তালেব আবদুল্লাহসহ গোষ্ঠীটির চার যোদ্ধাকে হত্যা করেছে।ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আরও বলেছে, লেবাননের ভূখণ্ড থেকে কমপক্ষে ২১৫টি রকেট ছোড়া হয়েছে। এই রকেট হামলার জেরে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে সতর্ক-সংকেত (সাইরেন) বাজানো হয়।ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, হিজবুল্লাহর ছো।। অনেকগুলো রকেট তারা প্রতিহত করেছে। তবে বেশ কিছু রকেট ভূমিতে পড়েছে, যার ফলে আগুন ধরে যায়। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।পাল্টা হিসেবে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানের দক্ষিণ লেবাননের একটি এলাকা হামলা চালানোর ফুটেজ দেখা গেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বলছে, দক্ষিণ লেবাননের এই এলাকা থেকেই রকেট ছোড়া হয়েছে।

তৃণমূল নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যু,উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায়

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ এক তৃণমূল নেতাকে মাদক মেশানো পানীয় খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায়। নিহত ওই তৃণমূল নেতার নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। জীবনতলার ৭ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ২১৮ নম্বর বুথে তৃণমূলের সম্পাদক ছিলেন। বুধবারের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।নিহত নেতার বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা । পরিবারের দাবি, গত, বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বন্ধুদের ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। রাতে খবর আসে, বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পাশে পড়েছিল বাইক। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তৃণমূল নেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, প্রতিবেশী পাপ্পু মণ্ডলের কাছ টাকা ধার নেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কারণেই গতকাল তাঁকে ডেকে নিয়ে মদ খাইয়ে খুন করা হয় বলে পরিবারের সন্দেহ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ। মৃত তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। তিনি বলেন, পুলিশ সমস্ত ঘটনার তদন্ত করছে, অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এই খুনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছে, তাঁদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে দেওয়া হয় তেমনটাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত করছে ।

রক্ষাকবচ পেলেন ডিএ আন্দোলনের নেতা, তবে তদন্ত চলবে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আন্দোলনের নামে এক অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলা আধিকারিককে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে। পাল্টা হিসেবে পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা রুজুর অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভাস্করবাবু। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, রাজ্যকে মামলার কেস ডায়েরি ও মেডিক্যাল রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে। আগামী ১৮ জুলাই ওই মামলার পরবর্তী শুনানি।কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনে নামা সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর নেতা ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরের এক মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন। ভাস্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিক্ষোভ আন্দোলনে যাওয়ার সময়ে স্থানীয় বাসিন্দা এক অন্ত ঃসত্ত্বাকে

তিনি শ্লীলতাহানি করেন, ঠেলে ফেলে দেন এবং তার ফলে ওই মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায়।ওই মহিলা তখন পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছিলেন। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ভাস্করের বিরুদ্ধে মামলা করা রুজু হয়েছে। সেই মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে তিনি হাইকোর্টে মামলা করেন। এ দিন ভাস্কর ঘোষের আইনজীবী অরিন্দম জানা আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল গত ১৬ মে একটি ধর্না কর্মসূচিতে পাণ্ডবেশ্বরের আইসিডিএস অফিসের কাছে অংশ নেন। সেখানে আইসিডিএসের কর্মীরা ছিলেন। বেলা ১১টা নাগাদ ডেপুটেশন দেওয়ার সময়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা।পাণ্ডবেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সেখানে ভাস্কর ছিলেন বলে থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগেও উল্লেখ করা হয়েছে। আবার, অভিযোগকারিণী বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ভাস্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ভাস্করের আইনজীবীর প্রশ্ন, তাঁর মক্কেল যদি ওই আন্দোলনে থাকেন, তা হলে তিনি ওই মহিলাকে কী ভাবে আহত করলেন?ভাস্করের আইনজীবীর দাবি, আসলে বকেয়া ডিএ নিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করায় ভাস্করকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। তবে আদালতে রাজ্য সরকারের বক্তব্য, ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং তার তদন্ত হওয়া জরুরি।

রেস্তরাঁয় চড়কাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন রচনা ,তীব্র নিন্দে করে বললেন, 'যেটা হয়েছে ভালো হয়নি...'

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃসম্প্রতি সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনেন নিউটাউনের এক রেস্তোরাঁর মালিক। তাঁকে এবং তবে কর্মীদের গায়ে.হাত তোলা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। প্রকাশ্যে এনেছেন সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও। তবে অভিনেতার দাবি সেই সিসিটিভি ফুটেজ নাকি অর্ধেক সত্য সামনে এনেছে। তাই ইতিমধ্যেই দুই তরফে থানায় FIR দায়ের করা হয়েছে। দেব, মদন মিত্র সহ অনেকেই প্রতিক্রিয়া. দিয়েছেন এই বিষয়ে। এবার মুখ খুললেন হুগলির নবনির্বাচিত সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ আলাদা। চিন্তাভাবনা আলাদা। কে নিজেক জীবন কেমনভাবে সকলের সামনে তুলে ধরবে, তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি আমার মতো, সোহম সোহমের মতো। এই ঘটনাটিকে কেউই সমর্থন করে না। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে

ঠিক কী ধরনের পরিস্থিতি হয়েছিল, তা সোহম জানে। আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই বলতে পারব না। কিন্তু যা হয়েছে, তা ভালো হয়নি। কীসের আঙ্গিকে এই ঘটনা ঘটল, তা একমাত্র সোহমই বলতে পারবে।শুটিং করার সময় গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে রেস্তরাঁ মালিককে চড় মারার অভিযোগ উঠেছে বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। যদিও পরে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন। তবে টেকনো সিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আক্রান্ত রেস্তরাঁ মালিক। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। বুধবার মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেন রেস্তরাঁ মালিক। বিচারপতি অমৃতা সিনহা অনুমতি দেন। সোহমের এমন আচরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও অভিনেতা দেব। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধি বলে নয়। কোনও মানুষেরই এমন করা উচিত নয়। এবং সোহমের মতো একজন বুদ্ধিমান বলেই ভাবতাম, সোহম আমার ভালো বন্ধু, কিন্তু বন্ধু বলে ওর যে সবটা ভালো, তা কিন্তু নয়। যেদিন এই ঘটনটার কথা শুনেছিলাম, সেদিনই সোহমকে ফোন করেছিলাম। ওকে নিজের মতো করে বলেছি। আজকেও সংবাদমাধ্যমের কাছে বলছি। যেটা হয়েছে, সেটা উচিত হয়নি। ঘাটালের সাংসদ-অভিনেতার এহেন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন মদন মিত্র। দেব ' করছেন বলেই দাবি করেন কামারহাটির বিধায়ক। এই ইস্যুতেই এবার মুখ খুললেন রচনাও।

অরুণাচল প্রদেশঃটানা তৃতীয় মেয়াদে ১১ মন্ত্রী সহ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ পেমা খান্ডুর

ইটানগর, ১৩ জুন ঃ ১১ জন মন্ত্রীকে নিয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন পেমা খান্ডু। এছাড়া উপমুখ্যমন্ত্রী পদে দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নিয়েছেন চাওনা মেইন। রাজধানী ইটানগরে অবস্থিত দর্জি খান্ডু কনভেনশন সেন্টারে বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় এক মহিলা সহ সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কে টি পার্নায়েক।রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, তিন মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে অসমের ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মণিপুরের নংথমবাম বীরেন সিংহ, সিকিমের প্রেমসিং তামাং, রাজ্যের নির্বাচনী প্রভারী তথা অসমের পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংহল, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বিউরাম ওয়াহেগে সহ বেশ কয়েকজন প্রদেশস্তরের শীর্ষ নেতা। এছাড়া দর্শকাসনে ছিলেন বিজেপির সব বিধায়ক সহ অসংখ্য দলীয় প্রদেশস্তরের নেতা, কার্যকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।প্রসঙ্গত, পেমা খান্ডু অরুণাচল প্রদেশের একাদশ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।আজ ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদে যাঁরা শপথ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাইরাম ওয়েজ, নিয়াতো দুকাম, গ্যাব্রিয়েল ডি ওয়াংচু, ওয়াংকি লোয়াং, পিডি সোনা, মামা নাতুং, দাসাংলু পুল, বালো রাজা, কেনতো জিনি, ওজিং তেইসিং প্রমুখ।এদিকে ইতিহাস তৈরি করে প্রায় দুই দশক পর ৪৫ নম্বর হায়ুলিয়াং আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মহিলা বিধায়ক দাসাংলু পুল অরুণাচল প্রদেশ সরকারের মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন।

জলের জন্য হাহাকার দিল্লিতে, সঙ্কট মেটাতে প্রচেষ্টারত জলমন্ত্রী অতিশী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ রাজধানী দিল্লিতে জলের সঙ্কট এখনও মেটেনি। জলের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে দেশের রাজধানীতে। দিল্লিবাসীর সমস্যা মেটাতে নিরন্তর প্রচেষ্টারত দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী। জাতীয় রাজধানীতে জলের ঘাটতির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী অতিশী এডিএমএসডিএম ও তহসিলদারদের টিমের সঙ্গে অক্ষরধামের কাছে জল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক পরিদর্শন করেছেন।অতিশী বলেছেন, আমরা এখানে এসেছি, সোনিযা. বিহার থেকে দক্ষিণ দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় মূল জলের পাইপলাইন পরীক্ষা করতে। ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সমস্ত পাইপলাইন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া। আমরা জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজ এবং মুনাক খালে যমুনার জল পেলেই জলের ঘাটতি দূর করা সম্ভব।

মুম্বইয়ে অনলাইনে কেনা আইসক্রিমে মিললো কাটা আঙুল, তদন্তে পুলিশ

মুম্বই, ১৩ জুন ঃ মুম্বইয়ের মালাড এলাকায় অনলাইনে অর্ডার করা আইসক্রিমের ভেতরে মিললো আঙুলের কাটা অংশ। সেটি মানুষের আঙুল বলেই জানা গেছে। একটি কোন (শঙ্কু আকৃতির) আইসক্রিম থেকে সেটি খুঁজে পান এক মহিলা। এরপরই মালাড থানায় পৌঁছান ওই মহিলা।বৃহস্পতিবার জানা গেছে, পুলিশ অনলাইন আইসক্রিম বিক্রেতা সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে সংশ্লিষ্ট আইসক্রিমটিকে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। কাটা আঙুলটি কার এবং কীভাবে আইসক্রিমটির ভিতরে এলো তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

প্রতিশ্রুতি পূরণ করল বিজেপি, জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত দরজা ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত

পুরী, ১৩ জুন ঃ কথা মতো কাজ করে দেখাল বিজেপি। ওড়িশায় সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করল বিজেপি, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত দরজা ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ও পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র, বালেশ্বরের সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গি এবং বিজেপির অন্যান্য নেতারা জগন্নাথ মন্দিরের 'পরিক্রমা' করেন। পরে প্রভু জগন্নাথের পূজার্চনা করেছেন সবাই।ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি বলেছেন, গত বুধবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমরা জগন্নাথ মন্দিরের চারটি দরজা খোলার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রস্তাব পাস হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৬.৩০ মিনিটে, আমি ও আমার বিধায়ক এবং পুরীর সাংসদ (সম্বিত পাত্র) 'মঙ্গলা আরতি'-তে উপস্থিত ছিলাম। জগন্নাথ মন্দিরের উন্নয়ন এবং অন্যান্য কাজের জন্য, আমরা মন্ত্রিসভায় একটি তহবিল প্রস্তাব করেছি। আমরা যখন পরবর্তী রাজ্য বাজেট পেশ করব, আমরা মন্দিরের ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ কোটি টাকার কর্পাস তহবিল বরাদ্দ করব।

প্রবল বৃষ্টিতে ফুঁসছে তিস্তা, বন্ধ দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের রাস্তা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তিস্তা নদী। জল বইছে প্রবল বেগে। গত কয়েকদিন ধরেই সিকিম পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। আর তার জেরে ফুঁসছে তিস্তা। জলস্তর বেড়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। জলের তোড়ে ভাঙছে রাস্তা। বিপদ এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তিস্তাবাজার থেকে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা। নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের। জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।মঙ্গনে-সহ উত্তর সিকিমে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় তিস্তায় জলস্ফীতি ঘটেছে। জলের তলায় চলে গিয়েছে তিস্তা বাজার সংলগ্ন দার্জিলিং-কালিম্পং সড়ক। যার ফলে শিলিগুড়ি এবং কালিম্পংয়ের মধ্যে যান চলাচল অব্যাহত থাকলেও, বন্ধ রয়েছে দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের মধ্যে গাড়ি চলাচল। তবে যেভাবে তিস্তা ফুঁসছে, তাতে যে কোনও সময় ১০ নম্বর জাতীয় স।ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জেলা প্রশাসন। নজর রাখা হচ্ছে ধস প্রবণ এলাকাগুলিতে।তিস্তায় জলস্ফীতিতে সমতলের একাধিক জায়গায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেবক, লালটংবস্তি, গজলডোবার মিলনপল্লি, টাকমারির বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। তিস্তা বাজারে যেমন একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে, তেমনই আরও একটু জল বাড়লে একই পরিণতি হবে বলে আশঙ্কায় সমতলের তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা। নদীর ওপর নজরদারি শুরু করে দিয়েছে সেচ দফতরও।

হামিরপুর-সহ হিমাচলের ৭ জেলায় দাবদাহের সতর্কতা, ১৫ জুন বৃষ্টির পূর্বাভাস

শিমলা, ১৩ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশের ৭টি জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। এই জেলাগুলি হল উনা, কাংড়া, বিলাসপুর, মান্ডি, সোলান, সিরমাউর ও হামিরপুর। ১৩ ও ১৪ জুন এই জেলাগুলিতে জেলায় .তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ জুন কাংড়া, কুল্লু, চাম্বা এবং লাহৌল-স্পিতির উচ্চতর অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাতের কথাও জানানো হয়েছে।শিমলার আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়া বিজ্ঞানী

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪জুন মার্ট ঃশুক্রবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩১ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩১ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৬১শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ৪৯ মিনিট এবং রাত১১টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০২মিনিটে এবং সূর্যঅস্তযাবেঃ৬টা১৯ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও দুশ্চিন্তা মুক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি ও ভাগ্যোদায়ের শুভ সংকেত পেতে পারেন। গৃহে বহুজন সমাগম
বৃষভ রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে।
মিথুন রাশিঃমনোযোগী হোন কারণ কেউ আপনাকে বলির পাঁঠা করতে পারে। চাপ এবং উত্তেজনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে এবং আজ আপনার জন্য কিছু আর্থিক পুরস্কার নিয়ে আস্তে পারে।
কর্কট রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আজ
সিংহ রাশিঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। দিনের পরেরভাগে টাকাপয়সার অবস্থার উন্নতি হবে। কাজের সুযোগ আছে
কন্যা রাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। শুভ দিন।
তুলারাশিঃআজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত।শুভ।
বৃশ্চিক রাশিঃ আজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। সন্তানের সাফল্য শুভ।
ধনু রাশিঃভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। অর্থ ব্যয় হবে।
মকর রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। উচ্চাশা বর্জন করুন।
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্হ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। ব্যবসায় শুভ। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। ব্যবসায় ঝামেলা হবে।
মীন রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। জমি এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য ভালো দিন। মোটের উপর এক লাভজনক দিন, কিন্তু এমন কেউ যাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন বলে ভাবেন সে আপনাকে নীচু আনন্দ দিতে চেষ্টা করবে। শুভ দিন।

শাসকদলের নেতার দেহ উদ্ধার, এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

ক্যানিং, ১৩ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট পরবর্তী হিংসার খবর উঠে আসছিল। প্রতিটি জায়গায় বিরোধীরা আক্রান্ত হয়েছে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হাতে এমনটাই অভিযোগ ছিল। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার চিত্রটা যেন অন্যরকম । এবার ক্যানিংয়ের জীবনতলায় তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল । মৃতের নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল(৪৩)। তিনি ক্যানিংয়ে তৃণমূলের ২১৮ নম্বর বুথের সম্পাদক। নিহত নেতার বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। পরিবারের দাবি, গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বন্ধুদের ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। রাতে খবর আসে, বাড়ি থেকে

১০০ মিটার দূরে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পাশে পড়েছিল বাইক। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তৃণমূল নেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, প্রতিবেশী পাপ্পু মণ্ডলের কাছ টাকা ধার নেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কারণেই গতকাল তাঁকে ডেকে নিয়ে মাদক খাইয়ে খুন করা হয় বলে পরিবারের সন্দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মন্ডল। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ। মৃত তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ মন্ডলের বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা।

তিনি জানান, পুলিশ সমস্ত ঘটনার তদন্ত করছে, অত্যন্ত কর্মঠ ছেলে ছিল রবীন্দ্রনাথ। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এই খুনের সঙ্গে যারা জড়িত আছে তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে পায় পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা এই আবেদন জানাচ্ছি। মৃতদেহের ময়না তদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জেলে অসুস্থ পার্থ, পার্থর চিকিৎসা প্রয়োজন, এসএসকেএমকে চিঠি জেল কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালকে চিঠি দিল প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ । চিঠিতে তারা জানিয়েছে যে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর শারীরিক যা অবস্থা, তাতে তাঁর চিকিৎসা প্রয়োজন । উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, এর আগেও প্রেসিডেন্সি জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ। তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তিও করানো হয়েছে কিছু সময়ের জন্য।বিবিধ শারীরিক অসুবিধা রয়েছে পার্থের। আদালতে আইনজীবী মারফত একাধিক বার শারীরিক সমস্যার কথা জানিয়েছেন তিনি। পার্থের শরীর স্থূল। সেই সংক্রান্ত কিছু সমস্যাও তাঁর রয়েছে। তবে পার্থের পায়ের ব্যথা বহু দিনের। জেলবন্দি হওয়ার আগে থেকেই পায়ের সমস্যায় ভুগতেন তিনি। প্রেসিডেন্সি জেল সূত্রে খবর, এর আগে পার্থের শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ব্যথা বেড়েছিল। এ বারও সেই কারণেই পা ফুলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যথাও বেড়েছে। হাঁটতে-চলতে অসুবিধা হচ্ছে। পাশাপাশি, গত কয়েক দিনেই দহনজ্বালায় পুড়ছে সারা দক্ষিণবঙ্গ। গরম পড়েছে কলকাতাতেও। জেলের মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। তাই গরমের কারণেও পার্থ কাহিল হয়ে পড়েছেন বলে জেল সূত্রে খবর। তাই এ বার পার্থের শারীরিক পরীক্ষার কথা

জানিয়ে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষে চিঠি পাঠাল প্রেসিডেন্সি জেল। ২০২২-এর ২২ জুলাই নাকতলায় পার্থের বাড়িতে হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। সে সময়ও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল।

ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই পার্থের বাড়িতে এসএসকেএমের চিকিৎসকদের যেতে দেখা গিয়েছিল। এর পর পার্থকে গ্রেফতারির পর তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখান থেকে আদালতের নির্দেশে ভুবনেশ্বর এমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পার্থকে। তবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর যে অসুস্থতা রয়েছে, তার জন্য তাঁর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই বলেই তখন জানিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। এর পর জেলে থাকাকালীন একাধিক বার অসুস্থ হয়ে পড়েন পার্থ।

ডোমজুড় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মিছিল

কলকাতা, ১৩ জুনঃ ডোমজুড়ে সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় প্রায় ৪৮ ঘন্টা পার হতে চলল এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি এই ঘটনায় আতঙ্কিত ডোমজুড় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ডোমজুড় থানা ও বাজার অঞ্চলে একটি মিছিলের আয়োজন করা হলো। দ্রুত এই ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা সহ এই মিছিল থেকে প্রশাসনের উদ্দেশ্যে একাধিক দাবি রাখা হয় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির তরফ থেকে। এলাকায় এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হোক এবং ব্যবসায়ীদের সমস্ত রকম নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এমনই দাবি জানানো হয় মিছিল থেকে।

দোকান ভেঙে লুট, ধৃত অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ জুনঃ দোকান ভেঙে টাকা লুটের ঘটনায় অভিযুক্ত গ্রেফতার। উদ্ধার লুটের বেশিরভাগ টাকাও। দোকান ভেঙে টাকা লুটের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল হাওড়ার শিবপুর থানার পুলিশ। গত ১১ই জুন মধ্যরাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী শিবপুর থানা এলাকায় ফোরশোর রোডের কাছে একটি দোকান ভেঙে নগদ ৬০ হাজার টাকা লুট করে চম্পট দেয়। এরপর সকালে শিবপুর থানায় অভিযোগ জানানো হলে তড়িঘড়ি তদন্তে নামে শিবপুর থানার পুলিশ। তারপরই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এবং এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় ৫১ হাজার ৫৩০ টাকা। এই ঘটনাটির সাথে আরও কোন কোন অপরাধী জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখছে শিবপুর থানার পুলিশ।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক প্রহারের ঘটনায় অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ জুনঃ রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক প্রহারের ঘটনায় অবস্থান বিক্ষোভ করলো রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকেরা। বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটা পাঁচ নাগাদ অবস্থান বিক্ষোভ ওঠে। জানা গেছে, জুনিয়র চিকিৎসকরা বেশ কয়েকটি দাবিতে সরব হন। তার মধ্যে হলো পুলিশি সুরক্ষা ব্যবস্থা। তাছাড়াও, হাসপাতালের নিজস্ব নিরাপত্তা এজেন্সি স্থানীয় কর্মীদের নিয়োগ দেওয়াই তারা অনেক ক্ষেত্রেই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা দিতে অপারগ হচ্ছে। সেদিকটাও নজর দেওয়ার দাবি জানান চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, পরিবারের পরিজনের নামে হাসপাতালের ভিতর ভিড় বাড়ায় পরিষেবা ব্যাহত হয়। তাছাড়াও যারা চিকিৎসকদের মারধর করেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের দাবি জানানো হয়। জানা গেছে, হাসপাতালে পুলিশি ক্যাম্পের জোরালো দাবি ওঠে। এদিন ফলপ্রসু আলোচনা হলেও, পুলিশি ক্যাম্পের বিষয়টি এখনও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। এম এস ভিপি পলাশ দাস জানান, এম এস ভিপি পলাশ দাস জানান, জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি সঙ্গত। তবে যেহেতু হাঙ্গামাকারীদের কোন নাম জানা যায় নি। তাই জনতার নামে এফ আই আর করা হয় নি। গোটা বিষয়টি প্রশাসন দেখছে। রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমগ্র বিষয়টি জানানো হয়েছে। উনি সমিতির বৈঠক ডাকলে বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনা হবে। উল্লেখ্য, এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃতার নাম সামিনা বিবি। বছর সাতাশের ওই মহিলার বাড়ি রামপুরহাট থানার সৈপুর গ্রামে।

বুধবার সকালে কর্তব্যরত চিকিৎসককে সামনে হাজির করার দাবিতে মৃতার পাড়ার জনা বিশেক লোক হাসপাতালের এম এস ভিপি পলাশ দাসের অফিস ঘেরাও করে এবং মৃতার দাফনের পর ফের আসার কথা জানিয়ে যায়। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়। এম এস ভিপি পলাশ দাস বলেন, রিপোর্ট সব কিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু খুবই দুখূজনক। তবে, কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। রোগী রাত তিনটা একত্রিশে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসা হয়। পরদিন সকালে চিকিৎসা হয়। দুপুরে চিকিৎসা হয়।

চিকিৎসকদের ভিজিটিং নোট আছে। আরেকটি বিষয় খুবই খারাপ যে জুনিয়র চিকিৎসকদের চড় থাপ্পর মারা হয়। বুধবার বিকেলে জুনিয়র চিকিৎসকরাও একসাথে এমএসভিপি পলাশ দাসের সাথে দেখা করে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানান।

এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লু র কোন ভাইরাস পাওয়া যায়নি ঃ রাজ্য

কলকাতা, ১৩ জুনঃ রাজ্যে পোলট্রির মুরগির শরীরে এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লু র কোন ভাইরাস পাওয়া যায়নি বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম আজ স্বাস্থ্যভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এখনও কোথাও থেকে হাঁস, মুরগির মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। মাংস, ডিম খাওয়ার উপরে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। গোটা ঘটনার উপরে নজর রাখা হচ্ছে এবং এই নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেও তিনি জানান। বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হওয়া দুটি শিশু চিকিৎসার পরে এখন সুস্থ আছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তাদের সংস্পর্শে আসা কোন ব্যাক্তির দেহেও এই ভাইরাসের সন্ধান মেলেনি বলে তার দাবি। এইদিকে প্রানী সম্পদ সচিব বিবেক কুমার জানান এপ্রিল মে মাসে রাজ্যে এক হাজার ৭২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলেও কারোর শরীরেই এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সোর্স পাওয়া যায়নি।

চার কেন্দে ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুনঃ রাজ্যে বিধানসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে চার কেন্দ্রে। শুক্রবার থেকেই শুরু হলো তার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ, চলবে ২১শে জুন পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই কমিশন জানিয়েছে আগামী ১০ই জুলাই হবে এই চার জায়গায় নির্বাচন এবং ১৩ই জুলাই ফলাফল ঘোষণা। পাশাপাশি এই চার কেন্দ্রের জন্য এখনও পর্যন্ত ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সেখানে উপনির্বাচনে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। রায়গঞ্জ ও মানিকতলা কেন্দ্রে থাকবে ১২ কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়া রানাঘাটে ১৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ভোটের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। দেশজুড়ে ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বাংলার চার বিধানসভা কেন্দ্র রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা ও মানিকতলায় ভোট হবে আগামী ১০ জুলাই এবং ফল ঘোষণা হবে ১৪ জুলাই। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ জুন। বিজেপির প্রতীকে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ ও বাগদা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী ও বিশ্বজিৎ দাস। পরে তাঁরা যোগ দিয়েছেন তৃণমূল। এবার লোকসভা ভোটে তিন জনকেই তৃণমূল প্রার্থী করায় নিয়ম মেনে পুরনো দলের বিধায়ক পদ ছাড়তে হয়েছিল তাঁদের। আর মানিকতলা কেন্দ্র শূন্য রয়েছে মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পর থেকে। ওই কেন্দ্র নিয়ে মামলা চলায় সেখানে উপনির্বাচন স্থগিত ছিল। আইনি জটিলতা কাটার পরে এবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। তবে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে মানিকতলা থেকে সাধন পান্ডের স্ত্রী সুপ্তি পান্ডে উপনির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন।

রেলওয়ের উচ্ছেদ নোটিশে আতঙ্কে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ জুনঃ রামপুরহাট পুরসভার চোদ্দ নং ওয়ার্ড তথা রেলপাড় সব্জী বাজারে রেলওয়ে প্রশাসনের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। রেলওয়ে এডমিনিস্ট্রেশনের তরফে জারি করা এই নোটিশে বলা হয়েছে যে চলতি বছরের চোদ্দ জুনের মধ্যে রেলপাড় সবজিবাজার থেকে সমস্ত মালপত্র সরিয়ে নিতে হবে। নচেৎ পনেরো জুন উচ্ছেদের সময় কোনো মালপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়ভার নেবে না রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। গতবছর তেইশে ডিসেম্বরে একইভাবে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। তখনও সাধারণ মানুষ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেই উচ্ছেদ আন্দোলনের মাধ্যমে রুখে দেয়। পিছু হঠতে বাধ্য হয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, রেলপাড়ের এই বাজারে তেলেভাজা খাবারের দোকান, মিস্টির দোকান, সেলুন, মাংসের দোকান, সবজির দোকান, ফলের দোকান আছে। এই দোকান থেকেই তাদের সংসার চলে। কিন্তু এই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই এলাকায় ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এলাকা বাসী থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

কংগ্রেস পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন সহ শহর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই দোকান উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আগেই আন্দোলন শুরু করেছে। কারণ, এই উচ্ছেদ হলে রেলের জায়গায় বসবাসকারি হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে যাবে। তাদের জীবন জীবিকার উপর প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেবে।

রামপুরহাট শহর কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে সাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, রেলওয়ে ভারত সরকারের। সরকার তৈরী করেছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। অথচ মানুষের পেটে লাথি মারতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী হয় এই সরকার, যদি তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিতে চায়, তাহলে এই সরকারের কি দরকার আছে? গতকালকে রেলপাড় বাজারে রেল কতৃপক্ষ যে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে, তাতে প্রমাণিত যে, রেলের জায়গা খালি করে আদানীর হাতে তুলে দিয়ে মোদীজি অমৃত ভারতের নামে আদানি ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। পনেরো জুন সাধারণ মানুষ একইভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে এই উচ্ছেদ রুখে দেবে।

নিট ২০২৪-এর ফলাফল প্রকাশ হতেই অসঙ্গতি নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক

কলকাতা, ১৩ জুন ঃ নিট ২০২৪-এর ফলাফল প্রকাশ হতেই স্বচ্ছতা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে ভুরি ভুরি অভিযোগ। এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে চলতি বছরের নিট পরীক্ষা বাতিল করার দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সারা দেশের পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ থেকেও লক্ষাধিক পড়ুয়া এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু পরিস্থিতি সবখানেই একইভাবে জটিল। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দাবি উঠেছে যে, নিট-এ ৭১৮ বা ৭১৯ নম্বর পাওয়া কার্যত অসম্ভব। কারণ, এই পরীক্ষা হয় মোট ৭২০ নম্বরে। সেখানে এক একটি প্রশ্নের মান থাকে চার। একটি প্রশ্ন ভুল হলে সাধারণভাবেই ওই চার নম্বর কাটা যায়। সেই সঙ্গে আরও এক নম্বর কম পায় পরীক্ষার্থীরা। তাই এই নম্বর পাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব না। এছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে নিট-এ ৬৭ জন পরীক্ষার্থীর ৭২০ নম্বরে ৭২০ পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করার বিষয় নিয়েও। উল্লেখ্য, তাঁদের মধ্যে ছ'জন একই পরীক্ষাকেন্দ্রের। তাই বিষয়টিকে কাকতালীয় হিসেবে মানতে একেবারেই রাজি নন বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী ও তাদের পরিজনেরা। কারণ, এই পরীক্ষার ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথম। গত দু'বছরের নিট- এ প্রথম স্থানে ছিল দুই থেকে কেবল তিন জন। কিন্তু সেখানে এবারে একসঙ্গে এতজনের প্রথম হওয়ার ঘটনায় শুরুতেই খটকা লাগে সকলের।

প্রশ্ন উঠতে শুরু করে সেই থেকেই। এরপরই এই বিষয়ের ওপর এনটিএ-র হলফনামা দাবি করে হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে, এই পরীক্ষার আয়োজক সংগঠন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয় যে, সময় নিয়ে সমস্যার কারণে বহু পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই ৭১৮-৭১৯ নম্বর পায় অনেকে। তাদের তরফে জানানো হয় যে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার কারণেই কাট-অফ মার্কস বেশি এসেছে এবার। সমস্ত অভিযোগই নস্যাৎ করে দেয় এনটিএ। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের দাবি, 'কারচুপি' এবং 'দুর্নীতি'র ফল হিসেবে নিট-এর এই পরিসংখ্যানের পেছনে রয়েছে ষড়যন্ত্র ও বড়সড় দুর্নীতি। আর তা সামনে আনতে না চেয়েই নির্ধারিত সময়ের ১০ দিন আগে অর্থাৎ লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের দিনই নিট-এর ফলাফল প্রকাশ করে দেওয়া হয়। যোগ্য হবু চিকিৎসকদের দাবি, পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। আমরা জবাব চাই।

প্রখ্যাত চিকিৎসক ড. কুণাল সরকার বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আগামী ৫-১০ বছর পর আমাদের পরিবার-পরিজনদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব থাকবে এই চিকিৎসকদের হাতেই। তাই তাঁদের সকলের কথা মাথায় রেখে আমাদের এই লড়াই লড়তে হবে একসঙ্গে। এই বিষয়ে ফিজিশিয়ান তথা শিক্ষক ড. অর্কদীপ বিশ্বাস বলেন, বিগত বছরগুলিতে যেখানে ৬০০ নম্বর পেলেই পড়ুয়ারা ভালো মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেতেন, সেখানে এবারের এই ঘটনায় ৬৫০ নম্বর পেয়েও হয়তো বহু যোগ্য পড়ুয়া ডাক্তারি পড়ার সুযোগই হারিয়ে ফেলবেন।

ইদজ্জোহাকে সামনে রেখে জয়নগরে প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুনঃ আর কয়েকদিন পর সোমবার মুসলিম ধর্মালম্বি মানুষদের খুশির উৎসব ইদুজ্জোহা পালন করা হবে।আর চলছে তাঁরই কেনাকাটা। আর এরই মাঝে ইদের সময় বা আগে পরে এলাকায় কোনো ধরনের অশান্তি না ঘটে তাঁর জন্য জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বৃহস্পতিবার জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন ও জয়নগর থানার উদ্যোগে প্রশাসনিক সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর থানার এস আই উত্তম ঘোষ,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,জয়নগর বিধায়ক প্রতিনিধি তথা সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন মূলত ইদজ্জোহার সময় যাতে কোনো ধরনের প্ররোচনা পা না দেওয়া,এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ করা হয়।এ দিনের সভায় জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন ইমাম,মোয়াজ্জেম সহ বহু মুসলিম ধর্মের মানুষ জন উপস্থিত ছিলেন।

শেওড়াফুলিতে জামাইষষ্ঠীতে খেতে ডেকে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শেওড়াফুলি হুগলি, ১৩ মার্চঃ জামাইষষ্ঠীতে খেতে ডেকে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। শোরগোল স্ত্রীর বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক নিয়ে। কাঠগড়ায় স্ত্রীর প্রেমিক। পুলিশ সূত্রে খবর, হাওড়ার মাকরদহের বাসিন্দা দীপঙ্কর কুন্ডু (৪৪) গত আড়াই বছর ধরে হুগলির বৈদ্যবাটির তেরো নম্বর ওয়ার্ডের মানিক ঘোষের বাগান এলাকায় স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন। কাজ করতেন সিকিউরিটি গার্ডের। বুধবার রাতে বৈদ্যবাটি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংলগ্ন নির্জন এলাকায় দীপঙ্কর কুন্ডুকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই ডেকে আনেন প্রশাসনের লোকজনকে।

খবর পেতেই কাউন্সলির অভিজিৎ গুহ পুলিশে খবর দেন। ছুটে আসে শেওড়াফুলি ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁরাই দীপঙ্করকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দীপঙ্করের। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে। মৃতের বোন মৌমিতা শ্রীমানি ঘটনার পিছনে তাঁর বৌদি অর্থাৎ জ্যোতি কুণ্ডুর হাত দেখছেন। মৌমিতা দেবীর অভিযোগ, ''বৈদ্যবাটিতে প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ বর্হির্ভূত সম্পর্ক ছিল বৌদির। এনিয়ে দাদার সঙ্গে অশান্তি হতো প্রায়শই। গত তিন চারদিন আর বউয়ের কাছে আসেনি দাদা। এরইমধ্যে জামাইষষ্ঠীতে বৈদ্যবাটির বাড়িতে খেতে ডাকে।

সেখানেই বৌদির প্রেমিক তাঁকে কুপিয়ে খুন করে। ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। জ্যোতি কুণ্ডুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। অন্যদিকে মূল অভিযুক্ত রিজু মাঝির খোঁজেও শুরু হয়েছে তল্লাশি।

তাপদহের হাত থেকে মুক্তি দিতে স্কুল অভিমুখে পড়ুয়াদের আনতে কুলার বসানো হলো রায়দীঘির একটি স্কুলে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুনঃ জুন মাসের তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা। আর এই তাপদহের মধ্যেই গরমের ছুটি শেষ করে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পঠন পাঠন।আর এই অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বস্তি দিতে স্কুলে বসানো হলো কুলার। দক্ষিন ২৪ পরগনার সুন্দরবনের রায়দীঘি থানার বকুলতলা এফ পি স্কুলের নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই কুলার লাগানোয় বেশ খুশি পড়ুয়ারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিখিল কুমার সামন্ত বলেন, এই কুলার ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বসানো হয়েছে। এখন প্রকৃতির খাম খেয়ালিভাবে চলছে। আর সেজন্য গরমের ছুটি কী ভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। রাজ্য জুড়ে কোথাও তাপপ্রবাহ, কোথাও চরম আর্দ্রতা। যার জেরে স্কুলে যোগ

দিতে পারছে না বহু শিশু। সে জন্য তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, জুন মাসের বাকি দিন গুলিতে চাইলে স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে তাপ প্রবাহের জন্য স্কুল গুলিকে সময় বদলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের তরফে। আঞ্চলিক আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে স্কুল গুলিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোথায়, কত তাপমাত্রা, তাপ প্রবাহের পরিস্থিতি কেমন,তামাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ কে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি বলেন, স্কুল গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে পঠন পাঠন হবে। আর ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে কুলার লাগিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল অভিমুখে আনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।আর কুলার পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

সুন্দরবনের গ্রামের পুকুরে কুমির দেখে উওেজনা, বন দফতরের উদ্যোগে অবশেষে উদ্ধার কুমির

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জুনঃ এবারে সুন্দরবনে পুকুরে মিললো কুমির। উওেজনা গ্রামে। সুন্দরবন মানেই জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। কার্যত এমনই প্রবাদ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে ভ্রমণপিপাসু বাঙালি ঘুরতে যায় কুমির এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন করার জন্য। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষরা জানেন যে, সুন্দরবনে গিয়ে কুমির আর বাঘের দর্শন পাওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। বৃহস্পতিবার সকালে কুমির আতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী থানার মসজিদ বাটি গ্রামে এক ব্যক্তির পুকুরে দৈত্যাকার কুমির দেখতে পায় গ্রাম বাসীরা। এরপর মুহুর্তের মধ্যে এলাকাবাসীরা ওই ব্যক্তির পুকুরে চলে আসে। দৈত্যাকার কুমির গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ার কারণে যেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা, তেমনই কৌতূহলবশত কুমির দেখতে পুকুরের কাছে ভিড় ও জমান প্রায় কয়েকশো মানুষ। স্থানীয় সূত্রেজানা যায় বৃহস্পতিবার সকালে মসজিদ বাটি গ্রামের মঙ্গল মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির পুকুরে হঠাৎই কুমির দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। দৈত্যাকার কুমিরটি কে উদ্ধার করতে এলাকায় আসে মাতলা বন রেঞ্জের বন আধিকারিকেরা। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান পাশেই রয়েছে বিদ্যাধরী নদী আর সেই বিদ্যাধরী নদী থেকেই এই দৈত্যাকার কুমিরটি

এলাকায় ঢুকে পড়েছে।প্রায় ১১ থেকে ১২ ফুট লম্বা এই কুমিরটি বলে জানা গিয়েছে। পুকুরে জাল ফেলে কুমিরটিকে উদ্ধার করে বন দফতরের আধিকারিকেরা। বন দফতর সূত্রে খবর, সুন্দরবনে প্রায় সময় বিভিন্ন নদী থেকে কুমির লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। খাদ্যের সন্ধানে কুমির সম্ভবত এমন করে বলে খবর। এলাকা বাসীরা খবর দিলে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে কুমিরটিকে উদ্ধার করি। কার্যত এই কুমিরটিও সেই রকম খাবারের সন্ধানে হয়তো লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কুমিরটিকে উদ্ধার করে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ঝড়খালি বন বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং কুমির টির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর পুনরায় সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেল। আর গ্রাম থেকে কুমিরটি চলে যাওয়ায় স্বস্তি মিলেছে গ্রামবাসীদের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

বাংলা চলচ্চিত্রে দিকপাল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চরিত্রে করার অফার পেয়েও কিছুতেই সেই ছবি করতে রাজি হচ্ছিলেন না কারণ হিসেবে বলেছিলেন ওই রকম মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার যোগ্যতা তাঁর নেই। এরপর অবশ্য কোনও ক্রমে যখন রাজি করানো গেল, ছবি দেখে দেশবন্ধু-স্ত্রী বাসন্তীদেবী পর্যন্ত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়কে। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। একই মানুষ ইন্টারভিউয়ে প্রথম হয়েও সিনেমার চাপে রেডিয়োয় ঘোষকের চাকরি করলেন না, সেই চাকরি পেয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম কিংবদন্তী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।... অনিল -সৌমিত্রের প্রথম পরিচয় ১৯৫৭ সালে, দু'জনে সেদিন হাজির হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর কলকাতা কেন্দ্রে। চাকরি ঘোষকের পদ কিন্তু মাত্র একটি, আবেদন করেছিলেন অনেকেই, ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন একশো'র বেশি আবেদনকারী। সেখানেই অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হল কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। প্রতীক্ষায় থাকতে-থাকতে দুজনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলাপ,পরে সে আলাপ গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। অনিল চট্টোপাধ্যায় তখন ঘোষকের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন বটে,কিন্তু ততদিনে তিনি সিনেমার সহকারী পরিচালক,নিজের কিছু চরিত্রে অভিনয় করা হয়ে গিয়েছে। রেডিয়োয় ইন্টারভিউয়ের দিন অনিল শুটিং করেছেন 'উল্কা'নামে একটা ছবি হতে পারে! সেখানে তিনি বড় ভূমিকায় অভিনয় করবেন সম্ভাবনা যথেষ্ট জোরালো,ছোট কিছু চরিত্রের কাজ হাতে চলে এসেছে, তবে রেডিয়োর চাকরিটা যদি হয়ে যায় তাহলে হয়তো আর ছবিতে নয় হবে না! কিন্তু হয়েছিল ঠিক এর উল্টো, সিনেমার চাপে অনিল চট্টোপাধ্যায় সেদিন রেডিয়োয় ঘোষকের চাকরিটা করেন নি আর সেই চাকরি পেলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ইন্টারভিউ দেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন প্রথম স্থান,সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হলেন দ্বিতীয়। অনিলের সিনেমায় আসা কম নাটকীয় নয়, সবে মাত্র পঁচিশ দিন হয়েছে অফিস যাওয়া! জার্মান কোলাবরেশনের একটা কোম্পানি। মাস গেলে সাত-আটশো টাকা বেতন। পঞ্চাশের দশকে টাকাটা কম তো নয়ই, বরং বেশ বেশিই। একদিন স্ত্রীকে বললেন, "ধুর, এ সব পোষায় না। ছেড়ে দেব।" সত্যি তিনি চাকরি ছাড়লেন যেমন ভাবে রেডিয়োর ঘোষকের চাকরি করেন নি। আবার রেডিয়োয় চাকরির পরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সিনেমায় অভিনয়ে আসার সিদ্ধান্তের প্রথম সমর্থক ছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। সেই বন্ধুত্বে ক্রমে আরও জোরালো হয়েছে,পরস্পরের বাড়ি যাওয়া থেকে লম্বা সময় অন্তরঙ্গ আড্ডা চলেছে। ১৯৬৪সালে সৌমিত্র-এর পরিবার পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন,সেই যাত্রায় তাদের সাথী হয়েছিলেন সস্ত্রীক অনিল। চলত একসঙ্গে হইহই করে সমুদ্রে স্নান এবং দুই বন্ধু সমুদ্রের তীর ধরে হেঁটে চলে যেতেন অনেক দূর।

শাহজাদপুরে 'ক্ষুদিত পাষাণ'

নিলামে মাত্র তের টাকা দশ আনায় নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারির ইউসুফশাহী পরগনার অন্তর্গত ডিহি শাহজাদপুর কিনে নিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) পূর্ববাংলায় জমিদারি পরিচালনার সময়কালে (১৮৯১- ১৯০১) শাহজাদপুরের কাছারি বাড়িতে বহুবার এসে অনেক দিন করে অবস্থান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় জমিদারি ভাগাভাগি হলে শাহজাদপুরের দখল চলে যায় তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের ভাগে। গিরীন্দ্রের পর এর মালিক হন তাঁর পুত্র এবং অবশেষে দুই পৌত্র, প্রখ্যাত চিত্রকর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব বাংলায় জমিদারি দেখাশোনার দশ বছরের মধ্যে প্রথম সাত বছর তিনি শাহজাদপুরের জমিদার ছিলেন এবং এখানে মাঝে মাঝে বসবাস করেছেন। এই বাড়িটি ছিল তাঁর অন্য দুই কুঠি বাড়ির চেয়ে প্রিয়। কারণ এর ঘরগুলো বিশালাকার, বারান্দাটি সুদীর্ঘ, আর সামনের বিস্তীর্ণ গোলাপবাগান তাঁর মনোহরণের জন্য ছিল উপযুক্ত। এর খোলা ছাদটিও ছিল তাঁর নির্জন রাতে তারা গোনার এক বিশেষ ক্ষেত্র। শিলাইদহ থেকে নদীপথে এখানে এসে পৌঁছাতেন জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জমিদারি দেখাশোনার অবসরে সাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন হতেন তিনি। এই বাড়িতে বসে রচনা করেন বিসর্জন নাটকটি। রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ অবলম্বনে রচিত হয় বিসর্জন। এখানেই পঞ্চভূতের ডায়ারির অনেকটা লেখা হয়। বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য পত্রসাহিত্য ছিন্নপত্রর অনেক চিঠি ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে এখানে থেকেই লিখেছিলেন কবি। পোষ্টমাস্টার গল্পটি এখানকার পোষ্ট অফিসের যুবক পোষ্টমাস্টারকে ভেবেই লেখা হয়। ছুটিগল্পের ফটিক ও ক্ষ্মসমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ীকেও তিনি এখানেই পেয়েছিলেন, যার উল্লেখ আছে ছিন্নপত্র র চিঠিতে। অতিথি নামের অসাধারণ ছোটগল্পটি এখানকারই রৌদ্রছায়া নদীতীর শরবন তরুলতায় মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান তারাপ্রসন্নের কীর্তি ক্ষুধিত পাষাণ। এই শাহজাদপুরেরই ফসল। খুব বিখ্যাত কিছু গানের সূতিকাগার এই বাড়িটি। তাঁর নিজের খুব প্রিয় একটি গান বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে- এই বাড়ির স্নানের ঘরে নাইতে নাইতে একটু একটু করে সৃষ্টি হয়েছিল, যার সুন্দর একটি বর্ণনা কবি ইন্দিরা দেবীর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। হৃদয়ের এ কূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়' গানটিও এ বাড়িতে সৃষ্টি হয়। সোনার তরী কাব্যের বেশ কিছু বিখ্যাত কবিতা, চিত্রা ও চৈতালী কাব্যের কয়েকটি কবিতাও কবি রচনা করেন এখানে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। শাস্ত্রে রয়েছে মাতৃভক্তি এবং শক্তি বন্দনা। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ঠাকুর সবাইকে সেবার মন্ত্র দেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন।

শতবর্ষ অতিক্রান্ত কল্পবিজ্ঞান ভাবনায় রচিত 'আবোল তাবোল'এর কবি সুকুমার রায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

কবি সুকুমার রায়কে নিয়ে যাঁরা চর্চা করে থাকেন তাঁদের প্রথম জিজ্ঞাসা থাকে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কেন সাহিত্য জগতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে পড়াশুনা আরও গভীরভাবে করলে ভারতবর্ষ একজন বিজ্ঞানীকে পেত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবুও তিনি বিজ্ঞান সাধনাকে ত্যাগ করে সাহিত্য সাধনার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'আবোল তাবোল' ছড়ার কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে। তখন কবি সুকুমার রায় ইহজগতে নেই। তিনি ইহজগত ত্যাগ করার আগেই 'আবোল তাবোল' গ্রন্থটি প্রকাশ করার সব রকমের ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজ হাতে যেমন ছড়া লিখেছেন আবার ছড়ার ভাবকে কেন্দ্র করে ছবিও অঙ্কিত করে গিয়েছিলেন। কতবার যে তিনি ছবি পাল্টে সঠিক ছবি তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন সেটা না বলাই ভালো। রাত জেগে তিনি একের পর এক আবোল তাবোল-এর ছবি ছড়ার ছবি তৈরি করেছেন। মনোপূত না হলে সেই ছবি পাল্টে আবার নতুন ছবি তৈরি করেছেন। আবোল তাবোল বইটি প্রকাশ করতে তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। 'আবোল তাবোল' বইটির ভূমিকাতে লেখা রয়েছে 'কৈফিয়ৎ' । এটাই তাঁর বইয়ের ভূমিকা। তিনি কেন 'আবোল তাবোল' ছড়ার গ্রন্থ রচনা করতে গেলে তা নিয়ে পাঠকদের কাছে 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন, '' যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট,যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং, সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।' কবি সুকুমার রায় তাঁর 'কৈফিয়ৎ' লেখাতেই বলে নিয়েছেন যে তিনি আজগুবি, উদ্ভট এবং অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতেই এই সব কবিতা রচনা করেছেন। যা মানুষ কল্পনা করতে পারে না সেই সব অসম্ভব উদ্ভট এবং আজগুবিগুলি অবাস্তব হলেও তাকে কাব্যের জগতে ছাপার অক্ষরে বাস্তবে পরিণত করা হয়েছে। কাব্যে বাস্তব বলেই কিছু নেই। বলতে গেলে সবই কল্পনা। সেই সব আজগুবি উদ্ভট এবং অসম্ভব কল্পনাকে কাব্যের মধ্যে নির্মাণ করে সবাইকে উপহার দেওয়াই হচ্ছে কবি সুকুমার রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাতে সফল হয়েছেন। আর হয়েছেন বলে আজকে বইটির শতবর্ষ পালন করা হচ্ছে। বহু সমালোচকেরা বলেছেন, যে কবি সুকুমার রায় ছোটদের কবি। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে সুকুমার রায় যেসব কবিতা রচনা করেছেন যা যেমন একদিকে ছোটদের এবং পাশাপাশি বয়স্কদের উৎসাহ দিয়েছেন। আসলে কবি সুকুমার যে সব ছড়ার কবিতা যা লিখেছেন তা কিন্তু সবই সকলের জন্য রচিত। সেই কারণে কবি সুকুমার রায়কে আমরা সর্বজনীন কবি বলে স্বীকার করে নিতেই পারি। তিনি 'খেয়াল রস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'খেয়াল রস' বলে বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোনও রস

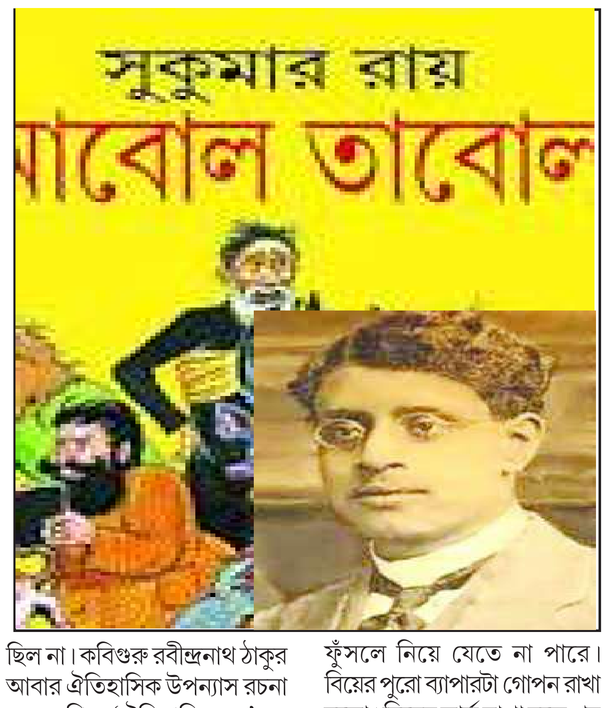

ছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে 'ঐতিহাসিক রস' এর সন্ধান পেয়েছিলেন। কবি সুকুমার রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁনারা সৃষ্টিশীল কবি। সৃষ্টি করাতেই এঁনারা আনন্দ অনুভব করে থাকেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের 'ঐতিহাসিক রস' এবং কবি সুকুমার রায়ের 'খেয়াল রস' করাটা আজগুবি, উদ্ভট এবং অসম্ভব হলে তা কিন্তু কাব্যের সঙ্গে মানিয়েছে। ফলে সবার মনের মধ্যে একটি গভীর দাগ এখনও কেটে থাকে। 'আবোল তাবোল' খেয়াল রসের বইটি পড়েনি বাংলায় এমন লোকের সংখ্য খুবই কমই আছে। শুধু বাংলার বাংলার বাইরে যেসব স্থানে বাঙালি সমাজ গড়ে ওঠেছে তারা সবাই'আবোল তাবোল' বইটি পড়েছে। কবি সুকুমার রায়কে সর্বজনীন কবি বলে স্বীকার করে নেওয়ার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি সবার জন্য কবিতা লিখেছেন। যদিও তাঁর লক্ষ্য ছিল শিশুদের আনন্দদান করা। তবুই বলতে হয় যে তিনি সব শ্রেণির পাঠকদের জন্য ছড়াগুলি রচনা করে গিয়েছেন। 'সৎপাত্র' ছড়াটির মধ্যে সমাজচিত্র ধরা পড়ে। এখনও বহু বাড়ি রয়েছে তাদের ঘরের অবিবাহিত মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজে বেড়ায়। কবি সুকুমার রায় শুরুটা করেছেন যে 'শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে- তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে?' গঙ্গারামকে পাত্র পেলে? জানতে চাও সে কেমন ছেলে?' পোস্তায় গিয়ে কেন মেয়ের বিয়ের সংবাদ পেল পাড়ার লোকেরা? তার কারণ তখন পাত্রের পরিচয় আগে থেকেই গোপন করে রাখা হতো। কেন তা রাখা হয়? যাতে কান ভাঙচি দিতে না পারে বা পাত্রকে ফুঁসলে নিয়ে যেতে না পারে। বিয়ের পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখা হতো। বিয়ের কার্ড ছাপা হলে পর তা প্রকাশ পেতো কোথায় কার সঙ্গে মেয়ের বিযের ঠিক হয়েছে। এই সব রকম সব সামাজিক ব্যধি এখনও বহাল রয়েছে। গঙ্গারাম পাত্র কিরকম তা বলতে শুরু করে দিল-' উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে। .. মনুষ তো নয় ভাইগুলো তার- একটা পাগল একটা গোঁয়ার; আরেকটি সে তৈরি ছেলে, জাল করে নোট গেছে জেলে। কনিষ্ঠটি তবলা বাজায় যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।" এটাই হল গঙ্গারামের পারিবারিক বিবরণ। এরপরে গঙ্গারামের বিবরণ কবি দিয়েছেন-' গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে। কিন্তু তারা উচ্চ ঘর, কংসরাজের বংশধর! শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রমের কী যেন হয় গঙ্গারামের।- যাহোক, এবার পাত্র পেলে, এমনকী আর মন্দ ছেলে?' এই কবিতার খেয়াল রসকে আস্বাদন করার অনুভূতি শিশুদের থাকবে না নিশ্চয়। তবুও শিশু থেকে শুরু করে পরিবারের সবাই এই ছড়াটিকে অবহেলা করেনি। বরং সবাই উপভোগ করেছে।

বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কি তৈরি হয়েছিল 'আবোল তাবোল'? তা কখনই নয়। বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়েই 'আবোল তাবোল-এর সৃষ্টি বলা যেতে পারে। 'খুড়োর কল' সেই রকম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কবিতা। 'কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো- সবাই শুনে সাবাশ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।' কল্প বিজ্ঞান ছড়া যে কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে তা একশো বছর পড়েও মালুম হয়। 'ছায়াবাজি' নিয়ে যে আজগুবি ছড়াটা লিখেছেন তা বলতে গেলে এককথায় অনবদ্য। 'আজগুবি নয় আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা- ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা। ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি? রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি।' ...' গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে, বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওযুধ খেলে।' গাছ গাছলি থেকেই রোগের ওযুধ তৈরি হয়। তার খেয়ে মানুষে রোগ নিরাময় করে থাকে। কিন্তু গাছের ছায়া খেলেও নাকি রোগ সেরে যায় বলে দিব্যি লিখে বসলেন কবি সুকুমার রায়। 'চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পার, ˝শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।' বিজ্ঞানের সঙ্গে রসিকতা করতে পারতেন কবি সুকুমার রায়। সেই সাহস তাঁর ছিল। 'বিজ্ঞান শিক্ষা' ছড়ায় তিনি লিখছেন-' আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে, দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজ ঘিরে।' 'নোটবই' নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন সুকুমার। 'তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়? নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়? কার নাম দুন্দভি, কাকে বলে আরণি? বলবে কী, তোমারাও নোটবই পড়নি।' তীব্র কষাঘাত করেছেন যারা শুধু নোট বই পড়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করে। 'নোটবই' হচ্ছে সহজ পাঠ্য পুস্তক। ভারি ভারি পাঠ্য পুস্তক পড়ার চেয়ে 'নোট বই' পড়ে পাশ করার ছাত্রের সংখ্যা বেশি দেখতে পাওয়া যায় সেই দিকে খেয়াল রেখেছেন কবি। সেই কারণে 'নোটবই'কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রকাশ করলেন।

.য় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল রসায়ন এবং পদার্থ বিদ্যা। বিজ্ঞানের এই দুটো বিষয় নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ভর্তি হন ১৯০৬ সালে। সেখান থেকে দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞানের দুটো বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে বিলেতে চলে গিয়েছিলেন মুদ্রণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। তাঁর কবিতায় হাসির খোরাক থাকলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞানকে একেবারে ভুলে যাননি। তাঁর হাসির কবিতা বহু স্থানে বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে। তিনি বিজ্ঞানকে তাঁর কবিতায় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যেভাবে কবিতা পাঠকদের মনে খুশির জোয়ার এনে দিতে সক্ষম হন, সেই সময়ে আর কাউকে এতো দক্ষতার সঙ্গে হাসির কবিতা রচনায় বিজ্ঞানকে নিয়ে মাতামাতি করতে দেখা যায়নি। বিজ্ঞানকে উপযুক্তভাবে হাসির কবিতায় স্থান দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'আবাল তাবোল' কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতায় তিনি 'খিচুড়ি' নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন। সেখানে তিনি আজকের বিজ্ঞানের যুগে যে ক্লোনিং শব্দটি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সুকুমার রায়ের 'খিচুড়ি' কবিতায। 'হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না), হয়ে গেল ''হাঁসজারু' কেমন তা জানি না। বক কহে কচ্ছপে-'বাহবা কি ফুর্তি ! অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।'' একেবারে বর্তমান ক্লোনিং যুগের চিত্র এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এক প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রাণীর মলিন ঘটিয়ে এক অদ্ভূত প্রাণী তৈরি করছেন। এই ধরনের প্রাণী করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সেই কথাকে মনে রেখে অতীতে একজন বাঙালি কবি কল্পনার মধ্যে দিয়ে বর্তমান ক্লোনিং চিত্রের রূপকে কবিতার অংশ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। পৌরণিক কাহিনীতে গণেশের মাথায় হাতি মূর্তি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর আধুনিক যুগে কবি সুকুমার রায় তাঁর 'খিচুড়ি' কবিতায় ক্লোনিং চিত্রটিকে আনয়ন করলেন। এতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। সুকুমার রায় এবং তাঁর পিতা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বাংলার শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধি করেছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই শিশু সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত । এমনকী সত্যজিৎ রায়ও শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর ফেলুদা গোয়েন্দা চরিত্রটি জনপ্রিয় চরিত্র। তিনি আবার শিশুদের নিয়ে বেশ কয়েকটি সিনেমাও করেছেন। লিখেছেন শিশুদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পও। সেখানে তিনি প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রটি অঙ্কন করেন দক্ষতার সঙ্গে। 'খুড়োর কল' কবিতায় আবার পদার্থ বিদ্যার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি একটি খুড়ার কল তৈরি করেছেন যেখানে সামনের দিকে মণ্ডা মিঠাই ঝুলছে এবং লোকেরা সেই জিবে জল আনা খাবার দিকে চেয়ে হাঁচছে দ্রুত গতিতে। আজব কল্পনা দিয়ে তৈরি করা এই যন্ত্রটি। 'কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো- সবাই শুনে সাবাস বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো। ...হেসে খেলে দুদশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে, খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে।" এই রকম কল বানিয়েছেন চণ্ডীদাসের খুড়ো দ্রুত চলার জন্য।

কবি সুকুমার রায় আজব জগৎ নিয়ে সারা জীবন চর্চা করে গিয়েছেন এবং তার প্রভাব কবিতায় এসে পড়েছে। তাঁর কল্পনায় যেসব আজব জগতের চিত্র ধরা পড়েছে তাকে চিত্রায়িত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কবি সুকুমায় রায় যেভাবে ননসেন্স চিন্তাধারাকে তাঁরকবিতায় স্থান দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এত বছর পরেও বাংলায় আর কোনও দক্ষ কবির পক্ষে এই রকম কবিতা রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এখনও কবি সুকুমার রায় সেরা ননসেন্স কবি রূপে পরিচিত। গোঁফ রাখা এক সময়ে বহু বাঙালি পরিবারের কর্তাদের সম্মানের বা মর্যাদার বিষয় ছিল। গোঁফ রাখাটা পদমর্যাদা হিসাবে পরিচিতি লাভ করতো। সেই 'গোঁফচুরি' নিয়ে একটি রঙ্গ কবিতা লিখে ফেললেন কবি। ''হেড অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত, তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত?.. ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি- বাবু হাঁকেন, ''ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি''! গোঁফ হারান! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি? গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।'' কবি সুকুমার প্রায় সময়ে ননসেন্স কবিতার প্রতি আকর্ষন অনুভব করতেন। সেই কারণে তিনি যখনই লিখতে বসতেন তখন যা মানব কল্পনার বাইরে থাকতো তা নিয়ে হাসির কবিতা রচনা করে যেতেন। 'হাতুড়ে' কবিতার তার একটি নিদর্শন। এই কবিতায় তিনি ডাক্তারি চিকিৎসাকে নিয়ে হাসির কবিতা রচনা করেছেন। 'একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ-কাটা ঝেঁড়া ভাঙা চেরা চটপট মেরামৎ। ...কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাটকা, হাতুড়ির একঘায়ে একবারে আটকা।" সেই সময়ে বহু হাতুড়ে ডাক্তার দেখতে পাওয়া যেত। যাদের ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছিল না।

শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতী'র চিত্র শিক্ষক বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর

বিশেষ প্রতিবেদক

বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর। বিনোদবিহারী মুখার্জিকে মনে আছে আপনাদের? যাকে নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের 'দি ইনার আই' তথ্যচিত্রটি নির্মান করেন ১৯৭২ সালে। শান্তিনিকেতনে আড়াই বছরের শিক্ষাপর্বে নন্দলাল বসু ব্যতীত এই একটি শিল্পী যিনি সত্যজিতের তরুণ মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন। হয়তো সে শ্রদ্ধাশীল মনন থেকেই এ তথ্যচিত্রের নিবেদন। জন্ম থেকেই প্রায়ান্ধ বিনোদবিহারী এই জীবনচিত্র তৈরির পনেরো বছর আগেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তবু তার শিল্প-সৃষ্টি অব্যাহত থাকেনি। তাঁর কথায় ; 'ব্লাইন্ডনেস ইজ আ নিউ ফিলিং , আ নিউ এক্সপিরিয়েন্স , আ নিউ স্টেট অফ বিয়িং'। মজার ব্যাপার হল এ তথ্যচিত্রে তাঁর হ্যান্ডিক্যাপ অবস্থাটিকে সত্যজিতের ঋজু ধারাভাষ্যে এবং অন্ধত্বে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা বিনোদবিহারীর হাতের সঞ্চালন ও নানান অনুভূতির মাধ্যমে কেমন অবলীলায় গৌণ করে তোলেন। যেমন আঁকার টেবিলে কাগজ পেতে দু'হাত দিয়ে তার মাপজোখ করে নেওয়া, তারপর ফ্লো মাস্টার কলমে সুদক্ষ স্ট্রোকস, এ একের পর এক বলিষ্ঠ স্কেচ। এসব দৃশ্য সত্যিই অনির্বচনীয়। একইসঙ্গে ফুটে ওঠে তাঁর একাকীত্বের যাপন ; 'খোয়াই-এর নির্জন তালগাছটির মতন। ; সত্যজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিনোদবিহারী বলেছেন, ' খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যাস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয় ওতেই পাবে। বলতে পারো ; ওটাই আমি।'

এমনই এক অসাধারণ মুহূর্ত আসে যখন সত্যজিৎ রায় বিনোদবিহারীর পূর্ণ অন্ধত্বের কথা ধারাভাষ্যে বলেন অন্যদিকে ক্যামেরায় জুম আউট করে ফ্রীজ তুলে ধরেন তাঁর কালো চশমাটিকে কোনোরকম করুণা নয়, সহানুভূতি নয় অথবা ভাবাবেগে আপ্লুত না করে শিল্পীর জীবনযাত্রার নতুন উপলব্ধির কথা তার শিল্পসত্তার কথা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতেই সত্যজিত রায়ের মতো ইনডিভিজুয়ালদের পক্ষেই সম্ভব।

'দি ইনার আই' ; নেপথ্যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে যে রাগ

বাজানো হয় তা প্রভাতী আশার রাগিনী 'আশাবরী'।

এই তথ্যচিত্রকালীন সমসাময়িক শান্তিনিকেতনের আরেক যে শিল্পীর নাম নেন তিনি হলেন তাঁর শিক্ষাগুরু নন্দলাল বসু। এখন কথা হল এসময় নন্দনাল বসুর ছাত্র তথা খ্যাতনামা শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ পরবর্তীতে যিনি শান্তিনিকেতনেই কর্মরত তাছাড়াও সোমনাথ হোড় প্রমুখেরাও রয়েছেন সেসব নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তথ্যচিত্রে সেকথা কতখানি প্রাসঙ্গিক তা নয় এমনকি উচিত অনুচিতের প্রশ্নও না। তবু এসব স্রষ্টাদের বাদ দিয়েও তো আর্ট ও স্কালপচারের একটা ইনকমপ্লিট স্টেটমেন্ট প্রশ্নাতীত ভাবে থেকেই যায়। রামকিঙ্কর বেইজের প্রান্তিক জীবনের শিল্প-ভাস্কর্যের বাইরে শিল্পচর্চা ও শিল্পভাবনার যে গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার একটা চিত্রিত মূল্যায়ন সর্বসমক্ষে আসাও আবশ্যক।

এখন এই ব্লাঙ্ক স্পেসটিকে রঙ দিয়ে ভরে দেওয়ার জন্যই ঋত্বিক ঘটকের অবতারণা। যে তথ্যেচিত্রের মধ্যে দিয়েই তাঁর প্রথম রঙিন ফ্রেমের কাজ শুরু ও শেষ। সাল ১৯৭৫। প্রায় ভগ্নস্বাস্থ্য (তথ্যচিত্র দেখলেই বোঝা যায় শারীরিকভাবে তিনি কতখানি ভেঙে গেছেন)। মোহন বিশ্বাসের আর্থিক সহায়তায় শান্তিনিকেতনে আসেন 'রামকিঙ্কর আ পার্সোনালিটি স্টাডি' তথ্যচিত্রের কাজে। যদিও রামকিঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কিছুটা ব্যক্তিগত স্তরে। শান্তিনিকেতনে প্রধান অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর রামকিঙ্করদার সঙ্গে আড্ডা, বেড়ানো এমনকি পুলিশের তাড়া খাওয়া পর্যন্ত। সেকথা সাক্ষাৎকারেও পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে তথ্যচিত্র তিনি নিজের হাতে শেষ করতে পারেননি। তার আগেই গত হলেন। পরবর্তীতে পুত্র ঋতবান ঘটকের তত্ত্বাবধানে তথ্যচিত্রের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এখানেও নেপথ্যে যে রাগ সরোদে বাজানো হল তা ; আশাবরী। এবং অন্ধকার ফ্রেমে প্রকৃতির মাঝখানে বসে দুই মহান স্রষ্টার সেই সারস্বত কথোপকথন আকর্ণশির কেঁপে ওঠে, আজও। ভাসতে থাকে একটি কথা ; 'ইট'স ভেরি ডিফিকাল্ট টু বী অ্যান আর্টিস্ট বাট মোর সো, টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান আর্টিস্ট।' একজন শিল্পী ও তার শিল্পসত্তার কতটুকু আমরা আত্মস্থ করতে পারি!

এখানে ঋত্বিক যে প্রশ্ন শিল্পীকে করেছিলেন ; কিঙ্কর দা, শিল্প করতে এলেন কেন? উত্তরে, ; ভাত হজম হচ্ছিল না তাই। পেটের ভাত শুধু নয়। ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে গো। হয়তো, যার কোনো হেতু নেই তবু করা, সেই হচ্ছে শিল্প। এর কোনো শেষ নেই, এখানেই শেষ আর এখানেই মৃত্যু।

বিনোদবিহারীর মিউরালস, পেইন্টিংস নিয়ে গল্প, আলোচনা ও যাপন আমি আগেও লিখেছি। তাছাড়া ঋত্বিকের রামকিঙ্কর তথ্যচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনাসহ একটি লেখা দেওয়া হয়েছে। এখানে আর বাড়িয়ে লিখছি না। প্রসঙ্গত, 'দি ইনার আই' এর তথ্যঋণ বিজিত ঘোষের ; সত্যজিৎ-প্রতিভা। বিশ্ব ভারতীয় চিত্র শিক্ষক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন বিনোদ বিহারী এবং রামকিঙ্কর। এই দুইজনই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পচ্ছনেদর ছিলেন। রামকিঙ্কর লোকশিল্পীর চিত্র অঙ্কিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। আর বিনোদবিহারী গ্রাম বাংলাচর চিত্রকে মনের গভীর রেখা দিয়ে প্রকাশ করতেন।

গরিব হলেই কি মিথ্যাবাদী ?

বিশেষ প্রতিবেদক

সেদিন শুটিং শুরু করার আগে সব আর্টিস্টরা মেক-আপ নিচ্ছেন উ হঠাৎ এক কান্ড । তিন নম্বর মেক-আপ রুম থেকে সুরেশবাবুর গলার আওয়াজ ভেসে এল উ প্রচন্ড চটে গিয়ে ড্রেসারকে বলছেন, স্কুইডিয়ট উ ভেবেছো কি ? অন্যের ব্যবহার করার জিনিস আমাকে পরাবে ? এত স্পর্ধা তোমার ? ড্রেসার ছেলেটির নাম ছিল পচা উ বাড়ি চেতলায় উ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে উ অত্যন্ত মার্জিত ও বিনীত স্বভাবের ছেলে ছিল পচা। মিনমিন করে পচা বলল, না সুরেশদা বিশ্বাস করুন -----চেঁচিয়ে উঠে সুরেশবাবু বললেন, ড্যাম ইওর বিশ্বাস উ আমি কি বোকা নাকি ? বুঝতে পারি না ? ছোটলোক স্টুপিড আবার মুখে মুখে তর্ক করছে।

এই বলে সুরেশবাবু মেক-আপ রুম থেকে বেরিয়ে এসে পচার দেওয়া ধুতি ও পাঞ্জাবি সজোরে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন উ মেক-আপ রুমের বারান্দা পেরিয়ে সেগুলো গিয়ে পড়ল বাইরের গন্ধরাজ গাছের তলায়। সুরেশবাবু আবার মেক-আপ রুমে ঢুকে গেলেন। পচা বাইরে বেরিয়ে এসে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ফুঁপিয়ে উঠল। এরই মাঝে প্রবেশ করলেন ছবিদা। ছবি বিশ্বাস। পচাকে অমন করতে দেখে থমকে গেলেন।কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বললেন, কি হয়েছে পচা ? কোনও খারাপ খবর ? সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে পচা ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলল। কিছুসময় পর বলল, দেখুন না ছবিদা। আমি নিজের হাতে আপনার আর সুরেশবাবুর নতুন ধুতি আর গেঞ্জি রং করে শুকিয়ে আপনাদের যার যার ঘরে রেখে এসেছি আর উনি আমাকে ইডিয়ট, ছোটলোক,স্টুপিড কি না কি বললেন। আমি কাজ ছেড়ে চলে যাব।

- দাঁড়া উ মুহূর্তেই গলার আওয়াজ বদলে গেল ছবিদার। চেহারাও পাল্টে গেল। হনহন করে হেঁটে পৌঁছে গেলেন তিন নম্বর মেক-আপ রুমের কাছে। গম্ভীর গলায় ডাকলেন - সুরেশ। ভূত দেখার মত সুরেশবাবু তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে কাছে এগিয়ে এলেন।- ছবিদা। আপনি ? - হ্যাঁ আমি।তার আগে বলো, গরীব হলেই সে মানুষ মিথ্যাবাদী হবে, এ কথা শিখলে কোথায়? - না মানে আমি

- চোপ।একদম চোপ।এমন বজ্রগম্ভীর আওয়াজ, এমন উত্তেজিত চেহারা - সকলে চমকে উঠলেন। বাইরের গন্ধরাজ গাছটার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, যাও। কুড়িয়ে নিয়ে এসো। নিজের হাতে কুড়াবে আর নিজের হাতে পরবে। মাই অর্ডার। সুরেশবাবু মাথা নীচু করে সেই দিকে এগোলেন। এই হলেন ছবিদা। ছবি বিশ্বাস। থিয়েটার আর চলচ্চিত্র দু'হাতে কাজে লাগিয়েছে ছবি বিশ্বাসের অসাধারণ অভিনয়ের ক্ষমতাকে। বাষট্টি বছর বয়সে দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন আচমকা থেমে না গেলে এই অভিনয়ভূমি আরও উন্নত, সমৃদ্ধ হত।

১৯৬২-র ১১ জুন অ্যাম্বাসাডরে চেপে যাচ্ছিলেন জাগুলিয়ার বাড়ি। সকালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এসে বললেন, যাবি সঙ্গে? রেডিয়োতে রিহার্সাল আছে বলে ভানুবাবু গেলেন না। ভবানীপুরে অসিত সেনের সঙ্গে দেখা। ছবি বিশ্বাস নয়, স্টিয়ারিংয়ে তাঁর ড্রাইভার। শ্যামবাজারে নিজে চালকের আসনে বসেছিলেন। মধ্যমগ্রামের কাছে গঙ্গানগরে ওল্ড যশোর রোডে উলটো দিক থেকে আসা ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি... আর জি কর হাসপাতালের বাইরে ভিড়, দূরে একটা ট্যাক্সি। তার চালক বলেছিলেন, ''আজ ছবি বিশ্বাস মারা গেছেন, আজ আর গাড়ি চালাব না, গ্যারেজে যাচ্ছি।''

ছবি বিশ্বাস শুধু মাত্র অভিনেতা ছিলেন না তা ন, তাঁর দাপট ছিল টালিগঞ্জে। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতো বুঝতে পারা যায়। তথ্য তরুণ মজুমদারের লেখা বহ 'সিনেমাপাড়া দিয়ে'।

পয়াগ গ্রামে বিস্ফোরণের দু'দিন পর গ্রামে এল ফরেন্সিক টিম

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১৩ জুন ঃ বিস্ফোরণের পর কোলাঘাটের পয়াগ গ্রামে এল ৩ সদস্যের ফরেন্সিক দল। বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। গত রবিবার রাত দশটা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের পয়াগ গ্রামে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। রবিবারের বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল, পয়াগ-সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম কেঁপে ওঠে। এই ঘটনায়,মূল অভিযুক্ত আনন্দ মাইতিকে কোলাঘাট থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার কোলাঘাট থানার পুলিশ সহ ৩ সদস্যের ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক প্রতিনিধি দল। যদিও এই বিষয়ে ফরেন্সিক দলের আধিকারিক জানান, নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে, তারপরই বিস্ফোরণের সঠিক কারণ জানা যাবে। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্ত এ গ্রামের একাংশ। জানা গেছে, আনন্দ মাইতি নামে এক ব্যক্তির বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঝলসে যায় আশপাশের আরও বেশ কয়েকটি বাড়ি। সেই বিস্ফোরণের ঘটনার পর তদন্তে এল ফরেন্সিক টিম।

একটানা প্রবল ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভয়ংকর রূপ ধারণ করল তিস্তা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ গত বছরের চার অক্টোবরের সেই ভয়ংকর স্মৃতি আবারও তাড়া করছে তিস্তা এলাকার বাসিন্দাদের। গত কয়েকদিন ধরে উত্তর সিকিমে একটানা প্রবল ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভয়ংকর রূপ ধারণ করল তিস্তা নদী। সকাল থেকেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে তিস্তা আর এতেই ক্রমশ আতঙ্ক বাড়ছে এলাকায়। অন্যদিকে তিস্তা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে তিস্তা বাজার, মল্লি, রম্বি গেইলখোলা, ২৯ মাইল সহ বিভিন্ন এলাকা। স্থানীয় এলাকাবাসীরা বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত গত বছরই সেই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়েছিল ওই এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি ঘর। এরপরই রাজ্য সরকারের তরফে শুধু মিলেছে সামান্য কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ। তবে আবারো তিস্তা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়েছে। অন্যদিকে তিস্তা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ওই এলাকা প্লাবিত হওয়ার কারণে বন্ধ রয়েছে কালিম্পং এবং দার্জিলিংগামী সড়ক। অন্যদিকে, পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে ডুয়ার্সের পাহাড়ি বিভিন্ন নদীগুলো। মূর্তি, কুর্তি, নেওরা, মাল সহ বিভিন্ন নদীতে জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। এই সময় নদী সংলগ্ন এলাকায় যাতে কেউ না যায় সেজন্য প্রশাসনের তরফেও জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যান্য নদীগুলোর মতো মূর্তি নদীও ফুলেফেঁপে উঠেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মূর্তি নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। এই সময় মূর্তি নদীর সেতুর কাজও চলছে। নদীতে নেমে শ্রমিকরা যাতে সেতুর কাজ না করে সেই জন্য তাঁদের নদী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূর্তি নদীর পাশে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন এলাকার পর্যটকেরাও যায়। বর্ষার এই মরশুমে মূর্তি নদীর পাশে যাতে পর্যটক সহ কেউ না যায় সেই জন্য সকলকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন থেকেই জল জমার সমস্যা রয়েছে। বৃষ্টি শুরু হতে না হতেই এলাকায় জল জমার খবর আসতে শুরু করেছে। সেই সমস্যার সমাধান করতে যেই হাইড্রেনের কাজ শুরু করা হয়েছে তা যাতে দ্রুততার সাথে শেষ করা যায়। সেই বিষয়ে তদরূপী করতে এদিন এলাকায় আসেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং মেয়র পারিষদ মানিক দে।

বিপুল পরিমাণ দেশি মদ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ এলাকায় রমরমা চলছিল বেআইনি মদের কারবার। বিকেল হলেই দুটি বাড়িতেই ভিড় জমাচ্ছিল মাদকাসক্তরা। নষ্ট হচ্ছিল এলাকার পরিবেশ। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অভিযোগ আসছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের কাছে। অবশেষে অভিযান। বুধবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাউথ কলোনি বাজার এলাকার দুটি বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশি মদ উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম হরি রায় এবং মালতী রায়। সাউথ কলোনি বাজার এলাকাতেই দুজনের বাড়ি। ধৃত হরি রায় সাউথ কলোনি বাজারে তার বাড়িতে রমরমা মদের আসর বসাতো। প্রচুর পরিমাণ দেশি মদ বাড়িতে মজুদ রেখেই তা বিক্রি করতো। অপরদিকে ধৃত মালতী রায়ের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। ধৃত মালতী রায়ও বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে দেশি মদ মজুদ রেখে রমরমা মদের কারবার চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকেই খবর পেয়েই দুটি বাড়িতে অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বুধবার রাতের অভিযানে ধৃত হরি রায় এবং মালতী রায়কে মদ বিক্রির সময় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত দুজনকেই এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে কোনোভাবেই এলাকাতে মদের বেআইনি কারবার চলতে দেওয়া হবে না, এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ধস নামায় বিপাকে পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১৩ জুন ঃ আবার বিপর্যয় নেমে এল সিকিমে। এক নাগারে বৃষ্টির জেরে সেখানে ধস নেমে কার্যত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ সিকিম। মজুয়া গ্রামে পর পর একাধিক বাড়ি ধসে গিয়েছে বলে খবর মিলছে। ফুঁসছে তিস্তা। প্রবল বেগে জল বইছে। ভাঙছে পাড়ও। গত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে সিকিমের পাহাড়ে। ফুঁসছে তিস্তা নদী। প্রতি মুহূর্তের জলস্তর বেড়ে চলেছে। জলের তোড়ে রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। বিপদ এড়াতে ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

তিস্তাবাজার থেকে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা। তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের নিরাপদ যাওয়ার সরে যেতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হচ্ছে জলপাইগুড়ি তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। প্রবল বৃষ্টির জন্য রানিখোলা নদী ফুলেফেঁপে উঠে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে। একাধিক বাড়িতে নদীর জল ঢুকেছে। গাড়িও ভেসে গিয়েছে।প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। প্রবল বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে। ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হবে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সিকিমের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র মেঙ্গলি, ইয়াংগাং, নামচি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হ।পা বান ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত হয় দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। পকিয়ং মহকুমার লাটুক ঠেক থেকে রোলেপ রাস্তা মঙ্গন মহকুমার ফিডং সাংটক রাস্তা ধসে অবরুদ্ধ।

একাধিক দাবিতে শিলিগুড়ি কলেজে স্মারকলিপি পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ একাধিক দাবিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে শিলিগুড়ি কলেজে স্মারকলিপি প্রদান। লোকসভা ভোটের জন্য প্রায় আড়াই মাস ধরে শিলিগুড়ি কলেজকে অধিগ্রহণ করেছিল ইলেকশন কমিশন। কলেজে বানানো হয়েছিল DC RC রুম। যে কারণে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল পঠন-পাঠন। তবে চলতি মাসের ১০ তারিখ কলেজ খুলেও পঠন-পাঠন বন্ধ! কলেজ পড়ুয়াদের মিলছে না সঠিক পরিষেবা। কার্যত বেহাল পরিস্থিতি বর্তমানে শিলিগুড়ি কলেজ। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কলেজ পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার সেই সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক দাবি তুলে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। পাশাপাশি হাতে প্লেকার্ট নিয়ে কলেজের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন তারা। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ এর কাছে স্মারকলিপি তুলে ধরে। এদিন শিলিগুড়ি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্ট ওম চক্রবর্ত্তী বলেন, দু মাস ধরে কলেজ বন্ধ ছিল। কলেজ খুলেছে চারদিন হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়নি। কারণ ক্লাসের সমস্ত ব্রেঞ্চ বাইরে। বয়েজ হোস্টেলের ছাত্ররা দু মাস ধরে ভাড়া বাড়িতে রয়েছে। তারা এখনো কলেজে ঢুকতে পারেনি। কলেজের মধ্যে নোংরা আবর্জনা ভরে রয়েছে। কলেজের পঠন-পাঠন বন্ধ থাকার দরুন ইউনিভার্সিটি থেকে নোটিশ এসেছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন ক্লাস করানোর জন্য তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাফিলতিতে সেই ক্লাস হয়নি। আমাদের দাবি আগামীকাল থেকে পুনরায় কলেজ মেরামতি করে ছাত্র- ছাত্রীদের পড়াশোনা উত্তর চালু করা হোক। অন্যদিকে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলেন, ইলেকশন কমিশনের ৯ তারিখ পর্যন্ত একটা রিকুইজিশন ছিল। সেটা সম্পূর্ণ হওয়ার পরই ১০ তারিখ কলেজ শুরু হয়। ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও। কলেজ থেকে যে সমস্ত ব্রেঞ্চ বার করা হয়েছে পাশাপাশি কিছু জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সমস্ত জিনিস রিপেয়ার করে। ব্রেঞ্চ গুলোকে কলেজের ভেতরে ঢুকানোর জন্য ফোনে এবং চিঠি মারফত একাধিকবার ইলেকশন কমিশন ডিএম এবং এসডিও কেউ জানানো হয়েছে। তবে তাদের তরফ থেকে কোনরকম সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তবে দ্রুত পূর্ববস্থায় না সরিয়ে দিলে বিপদের মুখে পড়তে হবে আমাদের। ইউনিভার্সিটি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার নোটিস হয়ে গেছে।

হাটে মোবাইল চুরি তারপরেই একাউন্ট থেকে গায়েব মোটা টাকা, মাথায় হাত ব্যবসায়ীর

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান , ১৩ জুন ঃ হাটে মোবাইল চুরি তারপরেই একাউন্ট থেকে গায়েব মোটা টাকা। মাথায় হাত ব্যবসায়ীর। চলতি মাসের ২ তারিখ পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুককোন্দার সন্দীপন পাল নামের রাইস মিলের মালিক বনকাটির ১১ মাইলে সবজির হাটে যান সবজি কিনতে। সেখানেই দেখেন তার মোবাইল চুরি গেছে। ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কারেন্ট ও সেভিং একাউন্ট বইয়ের নথিও ছিল সেই ফোনে। আবার ওই ফোনে থাকা সিম কার্ডটিও ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক একাউন্টের সাথে লিংক করা। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পরেও মোবাইলের কোন খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে .বাড়ি ফেরেন। সেই দিনই কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই দিন বিকেলে বাড়িতে থাকা আর একটি ফোনের সাথেও একই ইমেইল সংযোগ থাকায় চুরি যাওয়া ফোনটি থেকে অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপ ইন্সটল করতেই বাড়িতে থাকা ফোনেও ওই অ্যাপটি ইন্সটল হয়ে যায়। তারপরেই চুরি দেওয়া ফোনটি থেকে শুরু হয় দফায় দফায় টাকা অন্য একাউন্টে ট্রান্সফার হতে থাকে। তার ফোনে ইন্সটল হয়ে যাওয়ার ওই অ্যাপটি খুলে বুঝতে পারেন তার একাউন্ট থেকে দফায় দফায় টাকা কেটে অন্য একাউন্টে চলে যাচ্ছে। এই ঘটনার পর থেকেই চরম চিন্তায় ওই ব্যবসায়ী। চলতি মাসের ৩ তারিখ দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে ওই সিম কার্ডের অফিসে পুরনো সিম কার্ডটি বন্ধ করে নতুন সিম কার্ড চালু করেন। তারপরেও কোন কাজ হয়নি। ৫ তারিখ পর্যন্ত ওই রাষ্ট্রাযত্ত ব্যাংকে থাকা তাঁর কারেন্ট এবং সেভিং একাউন্ট থেকে প্রায় ৮৬ হাজার টাকা এইভাবেই চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ব্যবসায়ী সন্দীপন পাল বলেন, ব্যাপক চিন্তার মধ্যে আছি। কাঁকসা থানার পর দুর্গাপুর সাইবার থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। উনারা আশ্বাস দিয়েছেন টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার।

ডুয়ার্সের চা বাগানে খাঁচা বন্দি চিতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ ডুয়ার্সের চা বাগানে ফের খাঁচা বন্দি চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার সাতসকালে ডুয়ার্সের লক্ষীপাড়া চা বাগানে বন দফতরের পাতা খাঁচায় বন্দি হয় একটি চিতাবাঘ। বেশ কিছুদিন আগে চা বাগানে চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এমনকি লক্ষীপাড়া চা বাগানে চিতা বাঘের হামলায় জখম হয়েছিল চা শ্রমিক। এরপর বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বন দফতরের কাছে খাঁচা পাতার জন্য আবেদন জানানো হয়। প্রায় মাস খানেক আগে লক্ষীপাড়া চা বাগানের বি বি ৬ এক্সটেনশনে খাঁচা পাতে বন দফতর। এদিন সাত সকালে শ্রমিকরা লক্ষ্য করে ওই খাঁচায় বন্দি হয়েছে চিতাবাঘ। এরপর খবর দেওয়া হয় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বন দফতর সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘটি একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতা। শারীরিক পরীক্ষার পর সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত তিন মৎস্যজীবী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুন ঃ দুস্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত তিন মৎস্যজীবী। এক মৎস্যজীবীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে মালদার মানিকচক এলাকায়। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে ঝাড়খন্ডের সীমানা গঙ্গাচর এলাকায় নারায়ণপুর চড় এলাকা থেকে তিনজন মৎস্যজীবী নৌকা করে গঙ্গায় মাছ ধরতে যায়। সেই সময় ঝাড়খন্ডের বেশ কিছু দুস্কৃতীরা তাদের কাছে তোলা দাবি করে বলে অভিযোগ। তোলা দিতে অস্বীকার করলে প্রথমে তাদের জাল কেড়ে নেয়। এরপর দুস্কৃতীরা তিনজন মৎস্যজীবীকে মারধর শুরু করে। সেই সময় দুইজন মৎস্যজীবী পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেও একজন মৎস্যজীবীকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত মৎস্যজীবীরা।

জামাইষষ্ঠীর দিন নিখোঁজ গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৩ জুন ঃ জামাইষষ্ঠীর দিন ব্যাংকে যাওয়ার পথে নিখোঁজ নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুরের বাসিন্দা এক গৃহবধূ, সন্ধান পেতে নবদ্বীপ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি পরিবারের। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম সুচিত্রা সাহা, বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীনমায়াপুর ৬ নম্বর লেন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায় গতকাল বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ওই গৃহবধূ বাড়ি থেকে বের হন একটি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে, এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান ওই গৃহবধূ। নির্দিষ্ট সময় পরও বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে ওঠেন পরিবারের সদস্যরা, রাতভর খোঁজ চালিয়েও কোনওরকম সন্ধান না পেয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে নবদ্বীপ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।

NOTICE INVITING e-TENDER

Memo no- 1221 Date- 10/06/2024

Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/DASP2/BDO/NIT-98(23-24), TENDER NO.-T-1/2023-24)

The Block Development Officer, **Daspur-II Panchayat Samity** invites tender from qualified bidders For Construction of **Boundary wall work (MDW Fund)**, under **Daspur-II Block**. Details may be accessed and dully respond through **https://www.wbtenders.gov.in on and from 13/06/2024 (Thursday) at 03.00 P.M. to 20/06/2024 (Thursday) at 12.00 Noon.**

Sd/-Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity.
Sonakhali, Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে

বিস্তারিত ই-টেন্ডার নং. ঃ ০৭ডব্লুটিসিএওসিইআর২০২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার উইদ টু প্যাকেট সিস্টেম), তারিখঃ ১০.০৬.২০২৪। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** নৈহাটি (৩৭.৬৪ কিমি) এবং রানাঘাটের (কিমি. ৭৩.১৮) মধ্যে প্রস্তাবিত তৃতীয় লাইন সম্পর্কিত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী রানাঘাট ইয়ার্ডের রিমডেলিং সম্পর্কিত রানাঘাট স্টেশনে সার্ভিস বিল্ডিং যেমন ট্র্যাক মেশিন, জিআরপি অফিস, জি+৩ স্টোরিড স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ, প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ/নির্মাণ, নতুন ফুট ওভারব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণ, পি.ওয়ে লিংকিং, বর্তমান স্ট্রাকচার ভেঙ্গে ফেলা এবং বিবিধ কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ২৯,৮২,৩৯,৬০১.৭৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১৬,৪১,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ০৫.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

CON-26/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

টেণ্ডার

MALIARA GRAM PANCHYAT
VILL- MALIARA,P.O-MALIARA,DIST- BANKURA

Notice Inviting e-Tender E-NIT No- 19/2023-2024 20/2023-2024 21/2023-2024

Pradhan Maliara Gram Panchayat Invites Percentage Rate e-Tender of the Nos Different works of Different Places. All Information is available www.wbtenders.gov.in

sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchyat

Office of the Pradhan, Polgustia Gram Panchayat
under Jagatballavpur Development Block, Dist:-Howrah

has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT NO:-001/ POL/E-TENDER/15TH CFC (TIED)/2024-25, Sl No:01, Dated:- 13/06/2024, 2)NO:- 002/POL/E-TENDER/15 th CFC (Tied)/2024-25 Sl No:-01, Dated:-13/06/2024, 3) NIT NO:-003/POL/E- TENDER/15 th CFC (Tied)/2024-25 Sl No:-01, Dated:-13/06/2024. Bid Submission date:-14/06/2024 to 10:00 AM and End of Bid Submission:- 21/06/2024 at 05.00 PM. Date of Opening of Technical Bid:- 24/06/2024 AT 11.00 AM. The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at http:// wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Polgustia Gram Panchayat
Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/I, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত নিউ অন্ডাল-প্রধানখন্ডা মাল্টি ট্র্যাকিং কাজ সম্পর্কিত ডেপুটি সিই/কন-I/পূর্ব রেলওয়ে/ আসানসোলের অধীনে নিউ অন্ডাল থেকে প্রধানখন্ডা শাখায় মাইনর ব্রিজ, আরওবি, মেজর ব্রিজ, আরওআর, মাল্টিসেলড্ বক্স ব্রিজ, নন স্ট্যান্ডার্ড আরসিসি বক্সের জন্য জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট ড্রইং এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, আরওআর, মাল্টিসেলড্ বক্স ব্রিজ, নন-স্ট্যান্ডার্ড আরসিসি বক্স ইত্যাদির স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং ড্রইং প্রস্তুতকরণ কাজের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এএসএন/I/ ০১ অফ ২০২৪-২৫-তে সংশোধনী নং. ১। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির ই-টেন্ডার নং ০১-ডব্লুটি-ডিসিই-I-এএসএন-ইআর-২৪-২৫-এর পরিবর্তে **০১-ডব্লুটি-ডিসিই-I-এএসএন-ইআর-২৪-২** পড়তে হবে।

CON-29/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Moshiara Gram Panchayat

Vill: & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
NIT No-01/MoshGP/2024-25

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few civil works, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT

Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 494/5 th SFC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_674848, Date: 24.02.2024
Notice Inviting E-Tender No. 514/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_692044, Date: 10.06.2024

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the 2(Two) different works. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from 12.06.2024 at 6.30 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 24.06.2024 at 1.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid (Online) on 25.06.2024 at 3.00 P.M. For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/CGP/38 & 39/NIT01-02/24-25

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of Two (08) no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah.
Details are available in https://wbtenders.gov.in & https:// etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT

Vill- Tilaboni P.O.- Bauridha P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
NIT No- 13/HirGP/2023-24 (2nd Call)

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Hirbandh GP area within 20.06.2024 details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice board of Hirbandh Gram Panchayat, P.O.- Bauridha, Dist.- Bankura.

Pradhan,
Hirbandh Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIQ e-585/2024-25	22/06/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Habra Municipality

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID for Purchase of DI Pipe & Fittings at Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender For	e-bid submission start date	e-bid submission end date	Technical Bid Opening date
	Purchase of Premium SUV Car Tarakeswar Municipality			
1	2024_MAD_693006_1	14.06.24	03.07.24	05.07.24

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

HARI TEXTILE MILLS LIMITED

CIN: L17115WB1974PLC029414
Registered Office: 19, Amratolla Street, Kolkata 700 001
Phone: +91 (033) 2235 1691; **Email:** haritexltd@gmail.com
Website: www.haritextilemillsltd.com

NOTICE OF DISPATCH OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to and in compliance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, if any, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (**"SEBI Listing Regulations"**), Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, (**"SS-2"**) including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated 23 June 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as **"MCA Circulars"**), the special resolution appended below of Hari Textile Mills Limited (**"the Company"**) is proposed for approval of the Members of the Company by means of Postal Ballot or, alternatively, through remote electronic voting (**"e-voting"**) facility offered by the Company in this regard.

Sl. No.	Description of Special Resolution
1	Approval for voluntary delisting of the equity shares of Hari Textile Mills Limited (**"HTML" / "the Company"**) from The Calcutta Stock Exchange Limited (**"CSE" / "Stock Exchange"**) i.e., the only stock exchange were the equity shares of the Company are presently listed.

The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are being sent to the Members of the Company whose names appear on the Register of Members of the Company as on the Cut-off date i.e. Friday, June 7, 2024. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the member as on that date. A person who is not a member as on Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for informational purpose only.

Members are requested to carefully read the instructions printed in the Postal Ballot Notice and return the Postal Ballot Form duly completed in self-addressed, postage pre-paid envelope so as to reach the Scrutinizer not later than the close of working hours at 5:00 P.M. on Saturday, July 13, 2024.

The Company is pleased to provide the Members with the facility to exercise their right to vote on the matter set out in this Postal Ballot Notice by electronic means i.e., through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (**"NSDL"**). Accordingly, the Company is providing an e-voting facility as an alternate, which would enable the Members to cast vote electronically instead of dispatching the postal ballot form. The e-voting period commences on Friday, June 14, 2024 at 9:00 A.M. and ends on Saturday, July 13, 2024 at 5:00 P.M (both days inclusive). E-voting module will be blocked by NSDL after 5:00 P.M. on Saturday, July 13, 2024. Please read carefully and follow the instructions as printed in this Notice for e-voting purpose. Kindly note that while exercising the vote, members holding equity shares of the Company can opt for only one of the two modes of voting i.e., either through postal ballot form or e-voting. If you are opting for e-voting, then do not vote through postal ballot form and vice versa.

The Board of Directors of the Company in its meeting held on June 03, 2024 has appointed CS Santosh Kumar Tibrewalla, Practicing Company Secretary (Peer Review Certificate No. 1346/2021; Membership No. 3811; CP No. 3982) as the scrutinizer for conducting Postal Ballot (including e-voting) process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit the report to the Board of Directors / any person duly authorized by Board after the completion of the scrutiny of Postal Ballot. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, July 16, 2024 at the Registered Office of the Company. The Company shall simultaneously forward the results of Postal Ballot along with Scrutinizers Report to The Calcutta Stock Exchange Limited i.e., the only stock exchange where the equity shares of the Company are presently listed and will also be displayed on the Company's website **www.haritextilemillsltd.com.**

If you have any queries or issues regarding e-voting system, you may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at **www.evotingindia.com**. Postal Ballot Notice is also available on Company's website at **www.haritextilemillsltd.com**.

By the Order of the Board
For Hari Textile Mills Limited
Sd/-
Sanjay Kumar Todi
Whole time Director
DIN: 00029270

Place : Kolkata
Date : June 03, 2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work.

NIT NO. : KMC/IX/079/054/2023-2024
Name of Work : **"Restoration of paver block footpath at 44,45/3 and 37/1 D.H. Road in Ward NO. 079."**
Estimate Amount : **(Incl. GST & CESS) Rs. 1,19,276.01.** Earnest Money : **Rs. 2,500.00.** Period of Completion : **28 Days.** Last date and time of submission of bid : **25/06/2024 - 12:00 NOON.** Tender will be opened on - **27/06/2024 - 12:00 NOON.** The bid forms and other details are available on and from **14/06/2024 (5:00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (CIVIL) / BR.-XIV,KMC intends to invite e-Quotation two bid system for the following works:-
1. **NIT NO. : KMC/XIV/121/003/1st.PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 121.**
2. **NIT NO. : KMC/XIV/127/012/1st.PHASE/24-25 (1st. CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 127.**
3. **NIT NO.: KMC/XIV/128/003/1st.PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 128.**
4. **NIT NO. : KMC/XIV/129/003/1st.PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 129.**
5. **NIT NO. : KMC/XIV/130/003/1st.PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 130.**
6. **NIT NO. : KMC/XIV/131/003/1st.PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 131.**
7. **NIT NO. : KMC/XIV/132/004/1st.PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Mending damages due to potholes, craters, Depression at different Roads/Passages as on s.o.s. basis (1st, PHASE FY 24-25) within Ward No. 132.**
8. **NIT NO. : KMC/XIV/127/011/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Desilting , chokage removal and restoration of damaged portion of drainage system as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 127.**
9. **NIT NO. : KMC/XIV/128/005/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Desilting , chokage removal and restoration of damaged portion of drainage pipes as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 128.**
10. **NIT NO. : KMC/XIV/129/005/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Desilting , chokage removal and restoration of damaged portion of drainage pipes as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 129.**
11. **NIT NO. : KMC/XIV/130/005/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Desilting , chokage removal and restoration of damaged portion of drainage pipes as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 130.**
12. **NIT NO. : KMC/XIV/131/005/1st. PHASE/24-25 (1st CALL). Name of Work : Desilting , chokage removal and restoration of damaged portion of drainage pipes as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 131.**
13. **NIT NO. : KMC/XIV/132/006/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).**Name of Work : **Desilting, chokage removal and restoration of damaged portion of drainage pipes as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 132.** Work Value : **Below Rs. 5,00,000.00 (Max. limit) for Sl. No. (1 to 13).** Earnest Money : **Rs. 10,000.00 to be deposited online (for 1 to 13).**
14. **NIT NO. : KMC/XIV/121/004/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Urgent replacement of broken/missing manhole and catchpit covers as s.o.s. basis (1st. Phase FY 24-25) within Ward No. 121.**
15. **NIT NO. : KMC/XIV/128/004/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Urgent replacement of broken/missing manhole and catchpit covers as s.o.s. basis (1st. Phase FY 24-25) within Ward No. 128.**
16. **NIT NO. : KMC/XIV/129/004/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Urgent replacement of broken/missing manhole and catchpit covers as s.o.s. basis (1st. Phase FY 24-25) within Ward No. 129.**
17. **NIT NO. : KMC/XIV/130/004/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Urgent replacement of broken/missing manhole and catchpit covers as s.o.s. basis (1st. Phase FY 24-25) within Ward No. 130.**
18. **NIT NO. : KMC/XIV/131/004/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Urgent replacement of broken/missing manhole and catchpit covers as s.o.s. basis (1st. Phase FY 24-25) within Ward No. 131.**
19. **NIT NO. : KMC/XIV/132/005/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Urgent replacement of broken/missing manhole and catchpit covers as s.o.s. basis (1st. Phase FY 24-25) within Ward No. 132.**
20. **NIT NO. : KMC/XIV/121/005/1st. PHASE/24-25 (1st CALL).** Name of Work : **Desilting , chokage removal and restoration of damaged portion of drainage pipes as s.o.s. basis (1st Phase FY 24-25) within Ward No. 121.**

Work Value : **Rs. 4,00,000.00 (max. Limit) Sl. No. (14 to 20).** Earnest Money : **Rs. 8,000.00 is to be deposited online. (for Sl. No. (14 to 20). Period of completion 180 Days (for Sl. No. 1 to 20)** Last date of Submission of Bid : **27/06/2024 UP to 12:00 Noon** (for Sl. No. 1 to 20) Tender will be opened on : **29/06/2024 at 12 Noon (for Sl. No. 1 to 20).** The bid forms and other details are available on and from : **18/06/2024 at 5 pm.** (for Sl. No. 1 to 20). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 20).

49/24-25

দক্ষিণেশ্বর আরিয়াদহ বিন্ধ্যবাসিনী পূজা সমিতি পরিচালিত গত ১২ই জুন জামাইষষ্ঠী থেকে আগামী ১৬ই জুন পর্যন্ত বিন্ধ্যবাসিনী মায়ের পূজা ও মেলা চলবে। এই পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি-সুবল সাহা

সাজা হলে ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করবেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৩ জুনঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর ছেলে হান্টার বাইডেনের সাজা কমাবেন না, এ বিষয়ে নতুন করে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। মাদকাসক্তির তথ্য গোপন করে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে দোসীসাব্যস্ত হয়েছেন হান্টার বাইডেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারিন জিন-পিয়েরে বুধবার এ কথা জানান। আগের দিন মঙ্গলবার হান্টার বাইডেনকে দোষীসাব্যস্ত করেন ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের উইলমিংটনের একটি আদালত। হান্টার প্রথম কোনো ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছেলে, যিনি ফৌজদারি অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হয়েছেন। এখন তাঁর বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণার অপেক্ষা। যেসব অভিযোগে হান্টার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তাতে তাঁর সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা কমানো কিংবা তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তাই সাজা হলে ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করবেন বাইডেন? এ প্রশ্ন এখন অনেকের মনে। এ বিষয়ে কারিন জিন-পিয়েরেকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা। জবাবে তিনি শুধু বলেন, 'নতুন করে বলার কিছু নেই। এ বিষয়ে যা বলার প্রেসিডেন্ট (বাইডেন) আগেই বলেছেন।'হান্টারকে দোষীসাব্যস্ত করার আগেই বাইডেন বলেছেন, তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে ছেলেকে ক্ষমা করে দেবেন না। মঙ্গলবার হান্টারকে দোষীসাব্যস্ত করার পরও বাইডেনকে একই অবস্থান প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

ওই দিন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ মামলায় যে রায়ই আসুক, তিনি বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, হান্টারের সাজা কমানো বা তাঁকে ক্ষমা করার বিষয়ে তিনি বাইডেনের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। গত সপ্তাহেই বাইডেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি ছেলেকে ক্ষমা করতে নিজের ক্ষমতা খাটাবেন না। ফেডারেল আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা কমানো বা তাঁকে ক্ষমা করার এখতিয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্টের রয়েছে। তবে অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের আদালতে কেউ সাজা পেলে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না তিনি। ছেলে দোষী সাব্যস্ত হলেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার অঙ্গীকার বাইডেনের গতকাল মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি উড়োজাহাজ এয়ারফোর্স ওয়ানে ভ্রমণের সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে কারিন জিন-পিয়েরে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি তাঁদের ছেলেকে ভালোবাসেন, সমর্থন করেন। এর বেশি আমি আর কিছুই বলতে পারছি না।'কারিন জিন-পিয়েরে জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন আদালত হান্টারকে দোষীসাব্যস্ত করছিলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন তখন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে উইলমিংটন ভ্রমণ করছিলেন।আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় বাইডেনপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৮ সালে উইলমিংটনের আগ্নেয়াস্ত্রের একটি দোকান থেকে তিনি একটি রিভলবার কিনেছিলেন।

হত্যার পরিকল্পনা, ঠাণ্ডা পানীয়ে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হলো গৃহবধূকে

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৩ জুন ঃ গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা। ঘটনা গোমতি জেলার শালগড়ার। বর্তমানে ওই গৃহবধূ গুরুতর আহত অবস্থায় আগরতলায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ, ওই গৃহবধূকে ঠাণ্ডা পানীয়ের সাথে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল হত্যার জন্য। গৃহবধূর নাম রহিমা আখতার। বয়স আনুমানিক ১৮ বছর। ঘটনার পর থেকে স্বামী সহ পরিবারের লোকজন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, শালগড়ার আবুল হুসেনের সাথে প্রায় এক বছর আগে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে হয়েছিল রহিমা আখতারের। বিয়ের পর কয়েকদিন ভালোভাবেই চলছিল দাম্পত্য জীবন। হঠাৎ করে রহিমাকে নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। রহিমাকে আবুল হুসেনের পছন্দ হচ্ছিল না। এ নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। এক সময় আবুল হুসেনের বোন পিঙ্কি আখতার সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন রহিমাকে মারধর করত, অভিযোগ রহিমা বাপের বাড়ির লোকজনের।

তাঁরা বলেন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে রহিমা। বুধবার রাতে রহিমাকে ঠাণ্ডা পানীয়ের সাথে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়। তাতে রহিমা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে তার বাপের বাড়ির লোকজন স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখান থেকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে রহিমার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

দশ দিনের মধ্যে হারাঙ্গাজাওয়ের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান না করলে মহাসড়কের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি

হাফলং (অসম), ১৩ জুনঃ শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নির্মাণকাজের জন্য ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাও এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা আগামী দশ দিনের মধ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে না দিলে জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলে মহাসড়কের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন হারাঙ্গাজাও এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির বাসিন্দারা।

আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করলেও এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যায় মহাসড়কের কাজে বারবার বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে, ডিমা হাসাও জেলার মধ্য দিয়ে চলমান মহাসড়কের কাজ দীর্ঘদিন থেকে ক্ষতিপূরণের গেরোয় আটকে রয়েছে। কিছুদিন পর-পরই ক্ষতিপূরণ না পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ সহ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে কাজে বাধার সৃষ্টি করেন। তার পরও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই সব ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে না নানা টাল বাহানা করে। আজ বৃহস্পতিবার হারাঙ্গাজাও এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাফলং কার্যালয়ে প্রকল্প সঞ্চালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিন্তু প্রকল্প সঞ্চালককে না পেয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, ক্ষতিপূরণের ইস্যু নিয়ে তাঁরা যখনই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাফলং কার্যালয়ে আসেন, তখনই প্রকল্প সঞ্চালকের সঙ্গে তাঁদের কোনও না-কোনও কারণে সাক্ষাৎ হয় না। তিনি কার্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। এই অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা।তাঁরা বলেন, আজ হাফলঙে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে এসে প্রকল্প সঞ্চালকের খোঁজ করেন। তিনি কোথায় জানতে চাইলে কার্যালয়ের কর্মচারীরা কিছুই বলতে পারেননি।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয়েছিল, আগামী এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান করে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এভাবে দশ দিনের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেননি।তাই আজ গ্রামবাসীরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে পুনরায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাফলং কার্যালয়ে এসে প্রকল্প সঞ্চালককে না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে দশ দিনের সময়সীমা বেঁধে হুমকি দিয়ে বলেন, আগামী দশ দিনের মধ্যে যদি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে না দেন, তা-হলে তাঁরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করার পাশাপাশি মহাসড়কের কাজ বন্ধ করে দেবেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মহাসড়কের কাজ অতি নিম্নমানের হচ্ছে।

তাছাড়া সম্প্রতি লাগাতার বৃষ্টির জেরে হারাঙ্গাজাওয়ে জাতীয় সড়কের যে বৃহৎ অংশ জাটিঙ্গা নদীর জলে ভেঙে গিয়েছে, ওই অংশকে মেরামত করে তোলার ক্ষেত্রেও কোনও ব্যবস্থা নেননি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বরং হারাঙ্গাজাওয়ের স্থানীয় পরিষদ সদস্য আমেন্দু হোজাই নিজের উদ্যোগে জাতীয় সড়ক সচল করে তুলেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, তা-হলে এখানে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাজ কী ? গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মহাসড়কের কাজ করতে গিয়ে হারাঙ্গাজাও এলাকার দলাইডিসা, নারায়ণপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের বাসগৃহ, ক্ষেতের জমি নষ্ট হয়ে গেছে। গত দু-বছর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।

তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামী দশ দিনের মধ্যে যদি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে না দেয়, তা-হলে জাতীয় সড়ক অবরোধের পাশাপাশি মহাসড়কের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

চুরি হয়ে যাওয়া সোনার গহনা উদ্ধার করে ফেরত দিলেন জিআরপি এবং এসইআর আরপিএফ দল।

এইচআইভিএইডস প্রতিরোধ ও সচেতনতার লক্ষ্যে এমবিবি কলেজে মিছিল ও আলোচনাসভা

আগরতলা, ১৩ জুন ঃ এমবিবি কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার একটি সচেতনতা মিছিলের আয়োজন করেছে। এইচআইভিএইডস প্রতিরোধ ও সচেতনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে এই মিছিলর আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তথ্যমূলক প্রচারপত্র বিতরণ করে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস করেছেন। মিছিল শেষে কলেজ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র হল এ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এনসি শর্মা, ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডা. সমর্পিতা দত্ত, এমবিবি কলেজের অধ্যক্ষ ড. নির্মল ভদ্র প্রমুখ। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা এইডসের বিস্তার রোধে এবং একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ গঠনে ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এনসি শর্মা শিক্ষার্থীদের যেকোন ধরনের আসক্তি থেকে বিরত থাকাতে এবং প্রয়োজনে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সতর্কতার সাথে কলেজ প্রাঙ্গণ যাতে মাদকাসক্তদেরকবলে চলে না যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান।

কুয়েতের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত বাংলার শ্রমিকের দেহ ফিরবে শুক্রবার

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন কুয়েতের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে এরাজ্যের এক শ্রমিকের। নিহতের নাম দ্বারিকেশ ট্টনায়েক। তিনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা। শুক্রবার দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাঁর দেহ আনা হবে। সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে। বুধবার দক্ষিণ কুয়েতের শহর মাঙ্গাফের একটি সাততলা ভবনে আগুন লাগে।

সেখানে ১৯৬ জন বিদেশি শ্রমিক বসবাস করতেন। আগুনে কমপক্ষে ৪৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ৫০ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৪০ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই কেরল ও তামিলনাড়ুর বাসিন্দা।

নিহতের মধ্যে রয়েছেন মেদিনীপুরের বাসিন্দা দ্বারিকেশ পট্টনায়েকও। শুক্রবার তাঁর দেহ দেশে ফিরবে।

সূত্রের খবর, ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বিদেশি শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব দ্বারা গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম-এর উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৩ জুনঃ যাত্রীদের উন্নতমানের আরাম ও সুবিধার সাথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ১২টি রিটায়ারিং রুমের পুনর্নবীকরণ করেছে। ১২ জুন, ২০২৪ তারিখে অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা নতুন করে পুনর্নবীকরণ করা রিটায়ারিং রুমগুলির উদ্বোধন করা হয়। নবীনীকৃত রিটায়ারিং রুমগুলিতে ১২টি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ রয়েছে, যেখানে সুন্দর-পরিকল্পিতভাবে ডিজাইন করা অভ্যন্তরীণ ভাগ, দেওয়ালে পেইন্টিং সহ সম্পূর্ণরূপে সু-সজ্জিত সংযুক্ত ওয়াশরুম রয়েছে। পুনর্নবীকরণ কাজের অংশ হিসাবে রিটায়ারিং রুমগুলির অভ্যন্তরীণ ভাগে একটি নতুন চেহারা দেওয়ার জন্য একটি ফেসলিফ্ট দেওয়া হয়েছে। মেসার্স ক্যাফে-ডি-উডল্যান্ডকে তিন বছরের জন্য রিটায়ারিং রুমগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ঠিকা প্রদান করা হয়েছে। নবীনীকৃত রিটায়ারিং রুমের জন্য চার্জ ১৫০০- টাকা প্রতিদিন (ট্যাক্স ব্যতীত)।

রিটায়ারিং রুমগুলিতে খাদ্য ও পানীয়-এর বিকল্প, ফোনের মাধ্যমে জরুরিকালীন ডাক্তার, লন্ড্রি পরিষেবা, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, আরও' ওয়াটার ডিস্পেন্সর এবং ট্যাক্সিকার ভাড়া পরিষেবার সাথে ভ্রমণ প্যাকেজ সহ বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রা করা যাত্রীরা এখানে আরামে থাকতে পারেন। যে সমস্ত যাত্রীরা এই রিটায়ারিং রুমে থাকতে চান, তারা ৯১ ৬০০৩৪৯৭১১৭-এ কল করে বা গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর পশ্চিমে পানবাজার ফ্লাইওভারের দিকে উপলব্ধ রিটায়ারিং রুম রিসেপশন কাউন্টার থেকে সহজেই বুক করতে পারেন।

রঙিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত চার

রঙিয়া (অসম), ১৩ জুন ঃ কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত রঙিয়ার মরানজানে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তিনজন। নিহতকে রঙিয়া চিড়াখুন্দি গ্রামের অনন্ত বড়ো (২৬) এবং আহতদের কলমণি গ্রামের বিকাশ বড়ো (২৪), জোনমণি বড়ো (১৮) এবং সঞ্জীব বড়ো (৩০) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। হতাহত সকলেই শ্রমিক, জানিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট রাস্তা পার হচ্ছিল একটি গরু। গরুটিকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা দেয় বিদ্যুৎ বিভাগের জনৈক ঠিকাদারের এএস ২৫ ডিসি ৫৭২৯ নম্বরের একটি বলেরো পিককাপ ভ্যান।

গাড়িটি গুয়াহাটি থেকে রঙিয়ার দিকে দুরন্ত গতিতে যাচ্ছিল। বলেরো পিককাপ ভ্যানের পেছনে ছিলেন ওই তিন শ্রমিক। ডিভাইডারে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কায় তাঁরা গাড়ি থেকে রাস্তায় পড়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গাড়িটি শ্রমিক তিনজনের ওপর দিয়ে পার হয়ে যায়।

এতে রঙিয়া চিড়াখুন্দির অনন্ত বড়ো নামের শ্রমিক মৃত্যু বরণ করেন এবং বাকি তিনজন কলমণির বিকাশ বড়ো, জোনমণি বড়ো এবং সঞ্জীব বড়ো গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের এক জনের অবস্থা অতি সংকটজনক বলে জানা গেছে।

Name Change

I, Shakuntala Devi Kejriwal (old name) W/O Pradeep Kumar Kejriwal, residing at 19B, Binova Bhave Road, Sahapur, P.S.- New Alipore, Kolkata- 700038, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shakuntala Kejriwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/06/2024. Shakuntala Kejriwal (new name) and Shakuntala Devi Kejriwal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, BHAGVATIBEN (পুরাতন নাম) স্বামী MUKESH PRATAPBHAI PRAJAPATI , ঠিকানা - TOWER -A, 19/F, TATA EDEN COURT, NEW TOWN, AA-II, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL ,কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.06.2024 এর Affidavit 44 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BHAGIBEN MUKESHBHAI PRAJAPATI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। BHAGIBEN MUKESHBHAI PRAJAPATI (নতুন নাম) এবং BHAGVATIBEN (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, MUKESHBHAI এবং MUKESH PRAJAPATI (পুরাতন নাম) পিতা PRATAPBHAI HARIBHAI PRAJAPATI , ঠিকানাTOWER - A, 19/F, TATA EDEN COURT, NEW TOWN, AA-II, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.06.2024 এর Affidavit 43 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MUKESH PRATAPBHAI PRAJAPATI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। MUKESH PRATAPBHAI PRAJAPATI (নতুন নাম) এবং MUKESHBHAI এবং MUKESH PRAJAPATI (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, MD RAFIQUE (পুরাতন নাম) পিতা LATE SK BHOKUL, ঠিকানা -29/H/17, LINTON STREET, PO-ENTALLY,PS-BENIAPUKUR, KOLKATA,PIN-700014,WEST BENGAL , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.06.2024 এর Affidavit 43 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SK RAFIQUE (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SK RAFIQUE (নতুন নাম) এবং MD RAFIQUE (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Showna Roy Bepary (পুরাতন নাম) স্বামী Tapash Kumar Roy ঠিকানা 9/10, Madhusudan Das Bye Lane, Howrah-711103 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Showna Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Showna Roy (নতুন নাম) ও Showna Roy Bepary (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি Yadav Sachinkumar Mangalaprasad (পুরাতন নাম) পিতা Mangal Prasad Barsati Yadav ঠিকানা 27, Dharmatalla Road, P.O.- Belur, P.S.- Bally, Howrah-711202 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sachin Kumar Yadav (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sachin Kumar Yadav (নতুন নাম) ও Yadav Sachinkumar Mangalaprasad (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি জয়া, স্বামী - সুবোধ কুমার গাঙ্গুলী ঠিকানা - ওয়ার্ড নং 12, আমানালা 4 নং দফাই, চিরিমিরি, পোঃ - হলদিবারি, থানা - চিরিমিরি, জেলা - কোরিয়া, পিন -- 497451, ছত্তিশগড়, নোটারি পাবলিক আলিপুর কোর্ট, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ Affidavit দ্বারা জয়া গাঙ্গুলী - নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 11 Dated 20.04.2024 জয়া গাঙ্গুলী ও জয়া একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Wahidun Nessa (old name) W/O Mohammad Kasim, residing at 5B, Rajab Ali Lane, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Wahidun Nisha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/06/2024. Wahidun Nisha (new name) and Wahidun Nessa (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Reshma Khatoon (old name) W/O Abdul Rouf, residing at 27/2B, Ekbal Pore Lane, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Reshma Rouf (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/06/2024. Reshma Rouf (new name) and Reshma Khatoon (old name) both are same identical person.

Name Change

I, AZMAT SHAMSHAD (OLD NAME), WIFE OF MOHAMMED SHAMSHAD, RESIDING AT 76, MAFIDUL ISLAM LANE, PO-ENTALLY, PS-BENIAPUKUR, KOLKATA-700014, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZMAT JAHAN(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT AZMAT SHAMSHAD AND AZMAT JAHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TABREJ BEG, SON OF LATE KORESH BEG, RESIDING AT VILL-MUKUNDAPUR, PO-SAGARESWAR, PS-RAMNAGAR, DIST-EAST MEDINIPUR, PIN-721446, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER KONESH BEG SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KORESH BEG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024. THAT KONESH BEG AND KORESH BEG BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK FARID,SON OF SAIKH NABI,RESIDING AT VILL-MUKUNDAPUR, PO-SAGARESWAR, PS-RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR - 721446,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIKH FARID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024.THAT SK FARID AND SAIKH FARID BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I REZOANA, W/O MOHAMMAD AKBAR, R/O B/29/A/H/25, PALM AVENUE, PO BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIZWANA AKBAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT REZOANA AND RIZWANA AKBAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KASMIRA BIBI, W/O HAFIZUL MONDAL, R/O MOLLA PARA,HATPUKURIA, PO BHALEYA, PS CANNING, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743376, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASHMIRA BIBI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT KASMIRA BIBI AND KASHMIRA BIBI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RANJIT ACHARYYA, S/O RADHARAMAN ACHARYA, R/O 84, KABI SATYEN DUTTA ROAD, NIMTA NATUN PALLY, KOLKATA -700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT ACHARYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT RANJIT ACHARYYA AND RANJIT ACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JULINA HEMBRAM, W/O SHYAMAL MURMU, R/O BIJOYSHREE, PO BIJOYSHREE, BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR -733103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JULINA HEMRAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT JULINA HEMBRAM AND JULINA HEMRAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD REJABUL MOLLA, S/O MAHAMMAD MOLLA, R/O KRISHNAMATI, PO KRISHNAMATI, PS. KASHIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REJABUL MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT MD REJABUL MOLLA AND REJABUL MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Khan Shamim Tahir Ali S/o. Tahir Ali Khan R/o. Vill. - Mandaria, P.O. – Jaynagar, P.S.- Ghatal, Dist.- West Medinipur, Pin- 721212 shall henceforth be known as Shamim Khan. I declare that Shamim Khan and Khan Shamim Tahir Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-06-2024.

Name Change

I, Pradosh Kanti Paul S/o. Late Prabhat Chandra Paul R/o. 106, M.B. Road, Shraddhanjali Appt, P.O and P.S- Nimta, Kolkata-700049, West Bengal, India shall henceforth be known as Prodosh Kanti Paul. I declare that Prodosh Kanti Paul and Pradosh Kanti Paul is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-06-2024.

Name Change

I, Mimi Alam Shaikh (old name) D/O Mohammad Badre Alam Shaikh, residing at Jolpara, Atghara Rajarhat Gopalpur(m), P.O.- Rajarhat Gopalpur, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700136, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mimi Mohammad Badre Alam Shaikh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/06/2024. Mimi Mohammad Badre Alam Shaikh (new name) and Mimi Alam Shaikh (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mamta & Mamta Fool Mohd Shaikh (old name) W/O Mohammad Badre Alam Shaikh, residing at Jolpara, Atghara Rajarhat Gopalpur(m), P.O.- Rajarhat Gopalpur, Dist.- North 24 Pgs, Pin-700136, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mamta Mohammad Badre Alam Shaikh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/06/2024. Mamta Mohammad Badre Alam Shaikh (new name) and Mamta & Mamta Fool Mohd Shaikh (old name) all are same identical person.

Name Change

I INAMDAR ATIYA ABDUR RAZAQ & ATIYA INAMDAR, W/O HUMAYUN KABIR, R/O ORBIT ASHWA BL-TR-1, 3RD FLOOR, FL-T1-3C,2/1, HOSSAIN SHAH ROAD, KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIYA A INAMDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT INAMDAR ATIYA ABDUR RAZAQ & ATIYA INAMDAR AND ATIYA A INAMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AIMA HUSSAIN, W/O MOHAMMED SAUD, R/O 1, BOLAI DUTTA STREET, PO CHITTARANJAN AVENUE KOLKATA -700073,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AIMA HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT AIMA HUSSAIN AND AIMA HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABID HUSSAIN, S/O ABDUS SHAKOOR, R/O 1, BOLAI DUTTA STREET, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA -700073, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABID HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT' ABID HUSSAIN AND ABID HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAVITA SONI, W/O RAMESHWAR LAL SONI, D/O SUKHDEV SONI, R/O 1, BHAJAN LAL LOHIA LANE, 4TH FLOOR, PS GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAVITA DEVI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT SAVITA SONI AND SAVITA DEVI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAMESHWAR SONI, S/O TARACHAND SONI, R/O 1, BHAJAN LAL LOHIA LANE, 4TH FLOOR, PS GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESHEAR LAL SONI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT RAMESHWAR SONI AND RAMESHEAR LAL SONI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I FAZRUL KARIM MONDAL, S/O KACHHIMADDIN MANDAL, R/O SARAPPOR, DEWLI, PS CHAKDAHA, NADIA-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAJLUL KARIM MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT FAZRUL KARIM MONDAL AND FAJLUL KARIM MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSO

Name Change

I KASHMIRI BHOWMIK ROY,W/O PRADIPTA ROY, R/O 242/N, B.B SENGUPTA ROAD,BEHALA,PS-PARNASHREE, KOLKATA-700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASHMIRI BHOWMIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024,THAT KASHMIRI BHOWMIK ROY AND KASHMIRI BHOWMIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Maya Majhi (old name) W/O Harka Bahadur Maji, residing at 114D, Matheswartala Lane, Kolkata- 700046, P.S.- Pragati Maidan, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Harka Maya Maji (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/06/2024. Harka Maya Maji (new name) and Maya Majhi (old name) both are same identical person.

Name Change

I MUKESH PRATAPBHAI PRAJAPATI, S/O PRATAPBHAI HARIBHAI PRAJAPATI, R/O TOWER-A,19/F,TATA EDEN COURT,NEW TOWN,AA-II,DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156.DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY DAUGHTER NAME FROM SHRADDHA(OLD NAME) TO SHRADDHA PRAJAPATI(NEW NAME) AND SHE SHALL BE KNOWN AS SHRADDHA PRAJAPATI(NEW NAME) IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO. 41 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA DATE 12/06/2024.SHRADDHA PRAJAPATI(NEW NAME) AND SHRADDHA(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MUKESH PRATAPBHAI PRAJAPATI, S/O PRATAPBHAI HARIBHAI PRAJAPATI, R/O TOWER-A,19/F,TATA EDEN COURT,NEW TOWN,AA-II,DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156.DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY SON NAME FROM DISHANT(OLD NAME) TO DISHANT PRAJAPATI (NEW NAME) AND HE SHALL BE KNOWN AS DISHANT PRAJAPATI (NEW NAME) IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO. 42 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA DATE 12/06/2024. (DISHANT PRAJAPATI(NEW NAME) AND DISHANT (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

পথ ভুলে লোকালয়ে প্রবেশ! বনদপ্তরের হাত ধরে আবার জঙ্গলে উড়ে গেল মদনটাক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুন ঃ পথ ভুলে লোকালয়ে প্রবেশ ! জল দিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে প্রাণ বাঁচালো গ্রামবাসীরা! বিরল প্রজাতির এক পাখি উদ্ধার হল গঙ্গা পাড়ের বাঙ্গীটোলা মহানন্দপুর এলাকায় থেকে। মনে করা হচ্ছে গঙ্গাপাড় থেকে পথ ভুলে পাখিটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। গ্রামবাসীরা পাখিটিকে উদ্ধার করে প্রথমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। পরে বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া পাখিটির নাম গ্রামবাসীদের মতে গরুর পাখি। বনদপ্তরের মতে পাখিটি বিরল প্রজাতির ভিনদেশী কোন পাখি। বাংলায় মূলতঃ মদনটাক নামে পরিচিত। এই ধরনের বহু বিরল পাখি সারা বছর গঙ্গার ধারে আসে। এবং গঙ্গা পাড়ে তারা দল বেঁধে থাকে। মূলতঃ চর এলাকায় এই ধরনের পাখি দেখা গেলেও পথ ভুলে পাখিটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। গঙ্গা তীরবর্তী বাঙ্গীটোলার মহানন্দপুরের মাঝখানে একটি আমবাগানে পাখিটি অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা পাখিটিকে উদ্ধার করে সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। পাখিটিকে প্রথমে দেখতে পাই কানাই সরকার রামপ্রসাদ মিশ্র ও অনিল সরকার। এরাই প্রথমে পাখিটিকে জল দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এরপর বনদপ্তরে ফোন করে বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রামপ্রসাদ মিশ্র ও অনিল সরকার জানিয়েছেন, গঙ্গা পাড়ে বহু বিরল প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখিটি পথ ভুলে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। চোরা চালানকারীদের হাতে পড়লে পাখিটি কেটে খেয়ে নিতো অথবা মাংস বিক্রি করে দিত। আমরা পাখিটিকে সেবাশুশ্রূষা করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছি। বনদপ্তরের কালিয়াচকের রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী বিশ্বাস জানিয়েছেন গঙ্গা পাড়ে বনদপ্তরের ধারাবাহিক প্রচারের ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। খুব ভালো লাগছে গঙ্গা পাড়ের মানুষেরা বিরল প্রজাতির পাখি বা জঙ্গল প্রাণী দেখলে এখন সেবাশুশ্রূষা করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিচ্ছে। মানুষের সচেতনতার জন্য পাখি চোরা চালানো এখনো অনেকটাই কমেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাত্মক দুর্নীতি? ইডির থেকে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১৩ জুন ঃ বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই জাল করে স্বাক্ষী আমানতের টাকা ভেঙে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের মতো গুরুতর অভিযোগ। এই বিষয়ের জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। আদালত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দাবি করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার এবং ফিন্যান্স অফিসার মূলতঃ এই আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ইডির কাছে ইতিমধ্যে এই মামলা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়ে। সেই প্রেক্ষিতেই হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা কেন্দ্রীয় এজেন্সির থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন। আর্থিক তছরুপের এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে সিআইডি। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে আদালতে সিআইডির তরফে জানানো হয়, এই ঘটনায় তারা দুজনকে গ্রেফতার করেছে এবং কিছু টাকাও উদ্ধার করা গেছে। এই তথ্য জানার পর বিচারপতি সিনহার নির্দেশ, সিআইডিকে আরও দ্রুত তদন্ত করতে হবে এই মামলায়। তারা চাইলে যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়তো প্রয়োজনে ইকোনমিক অফেন্স উইঙের সাহায্য নিতে পারবে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, মামলার আগামী শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করতে হবে সিআইডিকে। এই মামলাতেই দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নাম জড়িয়েছে। সেই ব্যাঙ্কগুলিতে দুর্নীতির টাকা রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককেও রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে জল জমে যাওয়া বন্ধ করার জন্য মেট্রো রেলের উদ্যোগ

কলকাতা, ১৩ জুন ঃ মেট্রো রেলওয়ে সবসময় যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এবং সকলের জন্য স্বার্শ-মুক্ত যাত্রা প্রদান করে। মেট্রো চত্বরে যাত্রীদের আরামদায়ক করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণের সময় যখন ২৭.০৫.২০২৪ তারিখে রেমাল নামে একটি ঘূর্ণিঝড় কলকাতায় আঘাত হেনেছিল, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন এবং পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলির মধ্যের টানেলগুলি কিছু সময়ের জন্য বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়েছিল। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জল নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল। স্টেশন এবং টানেল থেকে জল জমে যাওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষেবার স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধার করুন। ২২.০৫.২০২৪ তারিখে প্রবল বৃষ্টির পর, এটি লক্ষ্য করা যায় যে গেট নং - ৩ এর ভিতরে ডায়াফ্রাম প্রাচীর থেকে স্বাভাবিক ক্ষরণের চেয়ে অনেক বেশি জল প্রবেশ করেছে। ২৭.০৫.২০২৪ তারিখে ভারী বৃষ্টিপাতের সময়, এটি আশেপাশের ডি-ওয়ালের সাথে বিশাল জলরাশির সাথে সরাসরি সংযোগ ছিল বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। তদনুসারে, কেএমসি নর্দমার ম্যানহোলে ছোপানো হয়েছিল এবং এটি নিশ্চিত হয়েছিল যে কেএমসি নর্দমা দিয়ে জল আসছে। মেট্রো রেলওয়ে ১০.০৬.২০২৪ তারিখে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আধিকারিকদের সাথে পার্কস্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে জল প্রবেশের উৎস সনাক্ত করতে একটি যৌথ পরিদর্শন করেছে। কেএমসি (নির্বাহী প্রকৌশলী স্তর) এবং মেট্রো রেলের সিভিল এবং স্যুয়ারেজ এবং নিষ্কাশন বিভাগের আধিকারিকদের এই যৌথ পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শতাব্দী পুরানো ইটের নর্দমা পলি হয়ে গেছে এবং তাতে ছিদ্র এবং গর্ত রয়েছে। ম্যানহোলের দেওয়ালে। ইটের নর্দমার দেওয়ালেতে তিনটি গর্ত পাওয়া গেছে যেখান দিয়ে ২৭.০৫.২০২৪ তারিখে স্টেশন এলাকায় জল ঢুকেছিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে মেট্রো রেল এবং কেএমসি কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কাজ করছে। কেএমসি-র প্রকৌশলীরা ইট পরিস্কার করার জন্য ইটের নর্দমাকে ময়লা করার আশ্বাস দিয়েছেন যাতে জল সহজেই এর মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং প্রাচীরটি মেরামত করতে পারে। মেট্রো রেল KMC এর ইট নর্দমার ছিদ্রগর্তগুলি বন্ধ করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যদি প্রয়োজন হয়। নর্দমার এই গর্তগুলি মেরামত করার পরে, নর্দমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্লাস্টার করা হবে। যাইহোক, টানেলের প্রাচীর থেকে ছিদ্র আটকানোর জন্য, মেট্রো রেল এমন জায়গায় গ্রাউটিং শুরু করছে যেখানে ডায়াফ্রাম প্রাচীরে দৃশ্যমান ছিদ্রযুক্ত কংক্রিট পাওয়া যায়। ২৭.০৫.২০২৪ থেকে ১০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত, ডায়াফ্রাম প্রাচীরের ভিতরে ১১১ ব্যাগ সিমেন্ট ইনজেকশন করা হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস স্থানান্তরিত করার দাবি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বর্ধমান কাটোয়া রোড ও লাইন থেকে আনুমানিক কুড়ি ফুট দূরে অবস্থিত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস। বৃহস্পতিবার উপভোক্তারা দাবি করছেন প্রতিনিয়ত তাদের রেজিস্ট্রির কাজে যেতে হয়। কিন্তু রেজিস্ট্রি অফিসে পৌঁছাবার উপযুক্ত কোন রাস্তা নেই। তাই রেললাইন ক্রস করেই প্রতিনিয়ত তাদের রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বয়স্ক মানুষরা নাকাল হচ্ছেন যথেষ্ট পরিমাণে। রেজিস্ট্রি করানোর জন্য বয়স্ক মানুষদের কোলে করে তুলে রেল লাইন পেরিয়ে নিয়ে যেতে হয় রেজিস্ট্রি অফিসে। শারীরিক ধকল ছাড়াও রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে হঠাৎ করে এসে পড়তে পারে মালগাড়ি। এবং ঘটে যেতে পারে বিপত্তি। কিন্তু বাধ্য হয়েই মানুষকে আইনের তোয়াক্কা না করে যেতে হচ্ছে রেজিস্ট্রি অফিসে। বিকল্প রাস্তা যদিও একটি রয়েছে তাও সেটি বর্ধমান কাটোয়া ব্রডগেজ লাইনের ব্রিজের নিচে দিয়ে। অধিকাংশ সময়ে ওই রাস্তা জলমগ্ন থাকে। তাই ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। বৃষ্টি হলে তো আর কথাই হবে না সমস্ত রাস্তাটাই জলমগ্ন হয়ে যায়। আর সেই কারণে বর্ধমান জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের আধিকারিক সহ সমস্ত কর্মীরা কাজের সন্ধিক্ষণে থাকলেও রেজিস্ট্রি অফিসে ঠিকঠাক পৌঁছাতে পারেন না, রেল লাইনের অপর পাড়ে রয়েছে দলিল লেখক অফিস। রেজিস্ট্রি করানোর জন্য বারবারই দলিল লেখক অফিসে আসা যাওয়া করতে হয়। আর সেই কারণেই দলিল লেখক এবং মহুরি, উপভোক্তা সকলেই প্রচন্ড নাকাল হচ্ছেন। তাই সকলে মিলে দাবি করছেন অবিলম্বে এই রেজিস্ট্রি অফিস স্থানান্তরিত করা হোক যাতে করে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়া আসা করতে পারেন।

দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে রেল টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

কলকাতা, ১৩ জুন ঃ প্রতিবারের মতো যথারীতি এবারেও বাঙালি পুজোর মরশুমে বহির্মুখী। আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত জায়গাতেই এই মরশুমে বাঙালির অবাধ বিচরণ। এরমধ্যে যেমন দার্জিলিং, সিমলার মতো পাহাড়ি জায়গা আছে, তেমনি পুরী- দিঘার সমুদ্রের আকর্ষণ-ও যথেষ্ট। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে পুজোর মরশুমে রেল টিকিটের চাহিদা থেকে। আসন্ন দুর্গোৎসব মরশুমের জন্য টিকিট বুক করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিনগুলিতে। সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পুজোর ছুটিতে যাত্রার জন্য বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস, দুরন্ত এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, যোধপুর এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনগুলির চাহিদা তুঙ্গে। বুকিং উইন্ডো খোলার সাথে সাথেই একের পর এক ট্রেনগুলিতে টিকিটের চাহিদা শীর্ষে পৌঁছেছে এবং কিছু কিছু ট্রেনে ওয়েটিং লিস্টের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে যাত্রীরা আনন্দদায়ক, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ যাত্রার জন্য হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো হাই স্পিড/সেমি-হাই-স্পিড ট্রেনের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে যেটি মূলত দার্জিলিংয়ের প্রতি বাঙালির নস্টালজিয়াকেই প্রমান করে। এছাড়াও বিভিন্ন জনপ্রিয় গন্তব্যগুলির মধ্যে পুরী-দিঘা, সিমলা, কাশ্মীর অন্যতম। যাত্রীরা পূর্ব রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, IRCTC পোর্টাল এবং অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট সহ বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের টিকিট বুক করতে পারেন। বিশেষ ট্রেনের সময়সূচি এবং প্রাপ্যতা প্রকাশের জন্য ঘোষণাগুলিতে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপূজার সময় সমস্ত যাত্রীদের জন্য নির্বাচিত এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সঠিক সময়ে পরিকল্পনা করে টিকিট কাটুন এবং একটি সুন্দর যাত্রা উপভোগ করুন।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে, ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে জেলা পুলিশের বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ জুন ঃ আগামী সোমবার মুসলিম সম্প্রদায় অন্যতম উৎসব ইদুজ্জোহা। মুসলিম সম্প্রদায়ের এই উৎসবের মরশুমে

যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য যথেষ্ট তৎপর পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শহর বর্ধমানের লায়ন্স ক্লাবে ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে ঈদ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি, বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস, দমকল বিভাগের আধিকারিকরা এবং ঈদ কমিটির সমস্ত সদস্য। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে ইদুজ্জোহা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই আলোচনায় আলোচ্য বিষয় হলো হল, কোনরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যাতে না হয় এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎসবে শামিল হতে পারেন সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। এছাড়াও নানান বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয় এদিনের এই বৈঠকে সকলকে সামনে রেখে।

মালদায় বাজ পড়ে মৃত্যুর ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জুন ঃ মালদায় বাজ পড়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনাযর পর নড়েচড়ে বসেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঠেকাতে সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো শুরু করলো জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। পাশাপাশি লিফলেট ছাপিয়েও গ্রামীণ এলাকাতেই মূলতঃ সচেতনতামূলক প্রচারে জোর দিয়েছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। ঝড় - বৃষ্টির সময় বজ্রপাত ঠেকাতে সাধারণ মানুষকে কিভাবে সচেতন থাকতে হবে সেই ব্যাপারেও জনসমক্ষে প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরছে প্রশাসন। আগামীতে যাতে কোনোরকম ভাবেই বজ্রপাতে অঘটন না ঘটে, সেই ব্যাপারেও সাধারন মানুষদের সতর্ক থাকারও আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ঝড়ের দাপটে আচমকাই বাজ পড়ে মৃত্যু হয় মালদার বিভিন্ন থানা এলাকার ১১ জনের। আর এই ঘটনার পরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মৃতদের এককালীন ২ লক্ষ টাকা করেও সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু শুধু সহযোগিতায় নয়, মূলতঃ গ্রামীণ এলাকায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ রুখতেই মানুষকেই সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
07/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of Indoor Plants & Ornamental Plants at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.	14.06.2024	22.06.2024
08/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of safety article for worker at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.		
09/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of dry farmyard manure, compost manure, tub at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.		
10/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of winter season seed and seedlings at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.		
11/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of Lawn Mower and Brush Cutter at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.		
12/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply and Planting of different plant/trees at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.		
13/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of Garden Pipe at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.		

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ৬৯_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে নন-স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজের পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২৫,০৭,০৮৭.৬৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬২,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ৭৩_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে এসএসই/ডব্লু/নবদ্বীপধামের শাখায় নবদ্বীপধামে সিঙ্গল স্টোরিড আরপিএফ অফিস নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮৬,৬৬,০৮৪.৪০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৩,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-115/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/পিএমবিজেকে/২৪, তারিখঃ ১২.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ বাণিজ্যিক প্রচার অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটালগ নং.ঃ এইচডব্লুএইচ-পিএমবিজেকে-বিডব্লুএন-১। এসইকিউ নং.ঃ এএ/১। লট নং.ঃ পিএমবিজেকে-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-পিএমবিজেকে-১-২৪-১। কাজের নামঃ** যাত্রীদের কল্যাণ এবং সুস্থতা বৃদ্ধি করতে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে)-এর পরিচালনা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** তিন (০৩) বছর। **রেলওয়ে স্টেশন যেখানে পিএমবিজেকে ফেব্রিকেট করা হবেঃ** বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন। **পিএমবিজেকে আউটলেটের অবস্থানঃ** সার্কুলেটিং এরিয়া-প্ল্যাটফর্ম-১-এর দিকে। **পিএমবিজেকে আউটলেটের সাইজ এবং এরিয়াঃ** ১৩ ফুট x ১০ ফুট - ১৩০ বর্গ ফুট। **পিএমবিজেকে আউটলেটের ডিজাইনঃ** ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন, আহমেদাবাদ কর্তৃক প্রদান করা হবে। **পিএমবিজেকে আউটলেটের ফেব্রিকেশনঃ** ফেব্রিকেটেড পিএমবিজেকে আউটলেট রেলওয়ে প্রদান করবে। **ইএমডিঃ** ৫০,০০০ টাকা। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **পিএমবিজেকে আউটলেট পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স প্রদানঃ** পিএমবিজেকে পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স আইআরইপিএস পোর্টালে ই-অকশনের মাধ্যমে প্রদান করা হবে (এইচ১ ভিত্তিতে-যোগ্য বিডদাতাদের মধ্যে)। **পিএমবিজেকে-র ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতামানঃ** নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী পিএমবিজেকে-র সম্ভাব্য বিডদাতারা পিএমবিজেকে পরিচালনা করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতামান অবশ্যই পূরণ করবেনঃ ব্যক্তিবিশেষ আবেদনকারীর অবশ্যই ডি.ফার্মা/বি.ফার্মা ডিগ্রী থাকতে হবে অথবা তাকে ডি.ফার্মা/বি.ফার্মা ডিগ্রি ধারক নিয়োগ করতে হবে এবং ই-অকশন মডিউলে তা আপলোড করতে হবে অথবা জনৌষধি কেন্দ্রের জন্য কোনও সংস্থা, এনজিও আবেদন করলে তাদের বি.ফার্মা/ডি.ফার্মা ডিগ্রি ধারক নিয়োগ করতে হবে এবং ই-অকশন মডিউলে তা আপলোড করতে হবে। **পলিসি পরিচালিতঃ** (১) পিএমবিজেকে পলিসি-সিসি-১২ অফ ২০২৩ (২) ই-অকশন পলিসি-এফএম-১১ অফ ২০২২ (৩) পিএমবিআই-এর নির্দেশিকা। **যোগাযোগের ঠিকানাঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, পিন- ৭১১১০১।

HWH-117/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পথসভা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার , ১৩ জুন ঃ জম্মু- কাশ্মীরে তীর্থযাত্রীদের ওপর সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পথসভা করলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোচবিহার শাখা। এদিন কোচবিহার ঘাসবাজার মোড়ে তাঁদের এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সুকুমার ভট্টাচার্য্য বলেন, গত ৯ জুন জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা পরিকল্পিতভাবে তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণ করে। যার ফলে এই আক্রমণে দু বছরের শিশু সহ মোট ১০ জন তীর্থযাত্রী মারা যায়। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই আমাদের এই পথসভা। আমাদের দাবি পাকিস্তানকে যেন ভারত সরকার এই ঘটনার যথোপযুক্ত জবাব দেয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় পথসভার পরে উল্লেখিত দাবি রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখে জানান হবে।

'বার্ড ফ্লু নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই', দাবি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ কৌস্তভ নায়েক। তাঁর সঙ্গে এসএসকেএমের নিওনেটলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ বিজন সাহা রয়েছেন। মেডিকেলে এসে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিত সাহা, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং অধ্যাপক চিকিৎসকদের নিয়ে তাঁরা বৈঠক করেন। তার পরেই প্রসূতি বিভাগ, লেবার রুম, এসএনসিইউ এবং ক্যানসার বিভাগ ঘুরে দেখেন। পরে ডাঃ কৌস্তভ নায়েক বলেন, 'এখানকার চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখতে এসেছি। সবাইকে নিয়ে বৈঠকও করছি। সমস্তটা দেখে গিয়ে রিপোর্ট তৈরি করব। তারপরেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' রাজ্যে বার্ড ফ্লুতে একজন আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়াতেই সর্বত্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
06/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Grass Carpeting at Jatragachi Bridge to DLF 2 Bridge in New Town, Kolkata	14.06.2024	22.06.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ আসানসোল ডিভিসনে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার জন্য আরআরইপিএস পোর্টাল ভাইড ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-এসএমইউ-২৪-৯

এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং/ক্যাটেগরিঃ সিএটিজি-এএসএন-জেএসএমই-এসএমইউ-৮৫-২৪-১, কাজের বিবরণঃ ০৫ বছর সময়সীমার জন্য স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) অধীনে হ্যান্ড পাম্প নং. ২ এবং ওয়াটার ট্যাপ নং. ১১,১২ এবং ১৩-এর মধ্যে জসিডি রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটেগরি এ) মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০'x৬' (৬০ বর্গ ফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থা। **ই-অকশনের তারিখ/ সময়ঃ** ২১.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা।

(২) অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-এসএমইউ-২৪-১১

এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং/ক্যাটেগরিঃ সিএটিজি-এএসএন-জেএসএমই-এসএমইউ-৮৭-২৪-১, কাজের বিবরণঃ ০৫ বছর সময়সীমার জন্য স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) অধীনে ওএইচই পোস্ট নং. ৩২২/২৭ এবং ফুট ওভার ব্রিজ কলামের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-এর মিড্‌ল শেডের নীচে জসিডি রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটেগরি এ) মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০'x৬' (৬০ বর্গ ফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থা। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (অ.অ.শ্রে) জন্য সংরক্ষিত। **ই-অকশনের তারিখ/ সময়ঃ** ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো।

প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত ই-অকশন সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডদাতাদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ASN-80/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৬/২০২৪, তারিখঃ ১১.০৬.২০২৪। টেন্ডার নংঃ এসএএনডিটি-কন-০৬-২০২৪-এইচডব্লুএইচ। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ কন্ট্র্যাক্টরস লাইসেন্স আছে এমন অভিজ্ঞ সিগন্যালিং অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন কন্ট্র্যাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে সাঁইথিয়া স্টেশন (সাঁইথিয়া বাইপাস কাজের জন্য) এবং আসানসোল ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন টেলিকম কার্যাবলী (যেমন জসিডি বাইপাস লাইন, সীতারামপুর-ঝাঝা ক্যাপাসিটি অগমেন্টেশন কাজ, সীতারামপুর বাইপাস, মধুপুর বাইপাস, সাঁইথিয়া বাইপাস, ডিজিআর-ডিসিওপি ৫ম লাইন কাজ ইত্যাদি) সম্পর্কিত সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, চালুকরণ এবং ফেলিওর (ব্যর্থতা) সংশোধন কাজ সহ ওএফসি এবং কোয়াড কেবল বেসড্ টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের টেলিকম কাজ এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক এসঅ্যান্ডটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যাবলী। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ১৬,২৫,৩৭,০৬৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ৯,৬২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। প্রস্তাব এবং বায়নামূল্যের বৈধতা টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে **৯০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের সাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য'' এবং ''বায়না মূল্য'' অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। CON-28/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Gobindapur Gram Panchayat
Gobindapur, Jagatballavpur, Howrah
Notice Inviting e-Tender
GGP/NIT/ 101 to 107
Dated: 10/6/2024
Last date: 17/6/2024
Opening date:19/6/2024
Will be available at https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Gobindapur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Deputy Chief Engineer (Elec.)/S&D, KMC invites e-Tender online Item rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/PBPS/AD/M-23/2023-2024
Name of the Work: **Thorough overhauling, repairing and replacement of defective parts and testing of 7.5 Ton capacity Overhead Travelling Crane at CDPS under PBPS (Drg.) S&D;** Estimated Amount: **Quotation;** Earnest Money: **2% of quoted rate;** Period of Completion: **15 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **25.06.2024 up to 3 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 up to 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/469/WD-11/BR-II/Z-I/23-24
Name of the Work: **Annual Maintenance Contract for Fire Hydrant, Fire Fighting and Detector system at Star Theatre Complex under KMC;** Estimated Amount: **Rs.3,60,000.00;** Earnest Money: **Rs.7,200.00;** Period of Completion: **365 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **24.06.2024 at 3 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2024 at 3 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/07
Name of the Work: **Urgent restoration of damaged street lighting system due to cyclonic storm "REMAL" on 26.05.2024 under ward no.56, BR-VII;** Estimate Amount: **Rs.1,48,090.24;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
2. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/05
Name of the Work: **Urgent restoration of damaged street lighting system due to cyclonic storm "REMAL" on 26.05.2024 under ward no.58, BR-VII;** Estimate Amount: **Rs.4,02,515.30;** Earnest Money: **Rs.8,200.00;** Period of Completion: **30 Days;**
3. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/06
Name of the Work: **Operation & maintenance of street lighting system at Gobind Khatik Road, Pulin Khatik Road & its surrounding area in ward no.58, BR-VII;** Estimate Amount: **Rs.4,88,005.00;** Earnest Money: **Rs.9,800.00;** Period of Completion: **30 Days;**
4. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/08
Name of the Work: **Renovation of damaged pillar box at Kustia Masjid Bari Lane, Topsia Road and different places in ward no.66, BR-VII;** Estimate Amount: **Rs.2,64,199.84;** Earnest Money: **Rs.5,300.00;** Period of Completion: **30 Days;**
5. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/15 (1st Call)
Name of the Work: **Operation & maintenance of electrical system at 41 Kalighat Road and 17 D.L Khan Road Comminuty Hall in ward no. 73 & 71 under BR-IX;** Estimate Amount: **Rs.3,34,896.00;** Earnest Money: **Rs.7,000.00;** Period of Completion: **365 Days;**
6. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/04
Name of the Work: **New installation of electrical wiring & electrical appliances at KMCP School 39/1, Gopal Nagar Road, Kolkata-27;** Estimate Amount: **Rs.1,37,449.89;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;** Period of Completion: **10 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **24.06.2024 at 12.30 p.m.** (for Sl. No.1 to 4) & **24.06.2024 at 12 noon** (for Sl. No.5) ; Last date & time of Completion of Bid: **24.06.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. No.6); Bid opening date for Technical Proposals: **25.06.2024 at 12.30 p.m.** (for Sl. No.1 to 4) & **24.06.2024 at 4 p.m.** (for Sl. No.6); Bid opening date for Technical Proposal (online): **24.06.2024 at 4 p.m. online** (for Sl. No.5); The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 at 6 p.m.**(for Sl. No.1 to 4), **14.06.2024 at 4 p.m.**(for Sl. No.5) & **14.06.2024 from 2 p.m.** (for Sl. No.6); The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No.1 to 6). Please keep watching on the above website for further addendum / corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. No.6).

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV/BR-XII, KMC invites tender online two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/09/24-25
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting arrangement at Chowbagha, West Chowbagha, Bantala etc. area in ward no.108, BR-XII;** Estimate Amount: **Rs.4,46,704.00;** Earnest Money: **Rs.9,000.00;** Period of Completion: **365 Days;**
2. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/12/24-25
Name of the Work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown / disaster preparedness of lighting system for above any type of accident and public safety under Borough-XII;** Estimate Amount: **Rs.2,99,909.38;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **214 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **24.06.2024 at 3 p.m.** (for Sl. No.1) & **25.06.2024 up to 3 p.m.** (for Sl. No.2); The bid forms and other details are available on and from **12.06.2024 from 2 p.m.** (for Sl. No.1) & **14.06.2024 from 2 p.m.** (for Sl. No.2); The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No.1 & 2).

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-V/BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: LTG/XIV/5/24-25/131/OM
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting installation in ward no. 131 under Borough-XIV;** Estimate Amount: **Rs.4,95,840.00;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;**
2. NIT No.: LTG/XIV/6/24-25/132/OM
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting installation in ward no. 132 under Borough-XIV;** Estimate Amount: **Rs.4,96,756.00;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of Completion: **365 Days** (for Sl. No.1 & 2); Last Date & Time of submission of Bid: **24.06.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No.1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No.1 & 2); The website: **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No.1 & 2).

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/BR-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/7/W23/IV/ZII/24-25
Name of the Work: **Annual operation & maintenance of street lighting system in ward no. 23 under BR-IV;** Estimate Amount: **Rs.4,99,310.00;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of Completion: **365 Days;** Last Date & Time of submission of Bid (online): **24.06.2024 up to 2 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 at 2 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**.

51/24-25

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

এমবাপেকে কড়া জবাব দেওয়া মেসি ক্যারিয়ার শেষ করতে চান মায়ামিতেই

ফ্লোরিডা, ১৩ জুনঃ দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল নিয়ে কিলিয়ান এমবাপের বিতর্কিত মন্তব্য নতুন কিছু নয়। রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া ফ্রান্সের এই ফরোয়ার্ড ২০২২ সালের মে মাসে বলেছিলেন, ''দক্ষিণ আমেরিকায় ফুটবলের মানে ইউরোপের মতো উন্নত নয়। তাই আপনি যদি গত কয়েকটি বিশ্বকাপের দিকে তাকান, দেখবেন ইউরোপীয়রাই জিতেছে।'' এমবাপের কথাটি নিশ্চয় গায়ে লেগেছিল দক্ষিণ আমেরিকানদের, বিশেষ করে আর্জেন্টাইনদের। আরও স্পষ্ট করে বললে লিওনেল মেসির। ওই বছরই কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে এমবাপ্পের ফ্রান্সকে হারিয়ে দেয় মেসির আর্জেন্টিনা, দলটি ৩৬ বছর পর পায় গৌরবময় সোনালি ট্রফির ছোঁয়া। এবার আরেকটি উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকা যখন সামনে, তখন আরেকটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন এমবাপে। সম্প্রতি তিনি সিএনএনকে বলেছেন, ''বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে ইউরো জেতা কঠিন।'' এমবাপে ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতলেও এখনো ইউরো জিততে পারেননি। শুধু তিনি কেন, ফ্রান্সের বর্তমান প্রজন্মের কারও ইউরো জয়ের অভিজ্ঞতা নেই। দলটি সর্বশেষ মহাদেশীয় শিরোপা জিতেছিল ২০০০ সালে। নিজে যা পারেননি, তা কঠিন লাগারই কথা। এমবাপেরও হয়তো সেটাই মনে হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে বিশ্বকাপ টেনে আনাতেই এমবাপেকে কড়া জবাব দিয়েছেন মেসি। দুই মরসুম পিএসজিতে এমবাপের সঙ্গে খেলা আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মেসি ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''ইউরো অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। কিন্তু সেখানে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে, পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে ও দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকে বাদ দিয়ে খেলা হয়। এতগুলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলকে বাদ দিয়ে খেলার পরেও আপনি বলছেন ইউরো সবচেয়ে কঠিন, তাই না? বিশ্বকাপে সেরা দলগুলোই খেলে। সাধারণত সব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরাই সেখানে থাকে। এ কারণেই সবাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে চায়।'' ২০২২ সালে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলকে 'খাটো' করে এমবাপে যে কথা বলেছিলেন,

সেটাও ভোলেননি মেসি, ''সে এর আগে এটাও বলেছিল দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলো ইউরোপের মতো উচ্চমানের ফুটবল খেলতে পারে না। তাই মানুষ শুধু তাদেরকেই (ইউরোপীয়দের) মূল্য দেয়।'' ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ক্লাব ক্যারিয়ার নিয়েও কথা বলেছেন মেসি। এ মাসেই ৩৭ বছর পূর্ণ করতে চলা আর্জেন্টাইন মহাতারকা জানিয়েছেন, বর্তমান ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে ক্লাব ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান। তবে খুব শিগরগিরিই নয়। মেসির ভাষায়, ''এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটিই (ইন্টার মায়ামি) আমার শেষ ক্লাব হতে চলেছে। তবে আমি দ্রুতই ফুটবল ছাড়ছি না।'' ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের পাট চুকিয়ে গত বছরের জুলাইয়ে মার্কিন মুলুকে পা রাখেন মেসি। যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার ডেভিড বেকহামের মালিকানাধীন ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। তিনি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল-বাণিজ্যে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, ক্লাবও প্রথমবার পেয়েছে বড় কোনো সাফল্য। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দলকে লিগস কাপ শিরোপা জেতাতে বড় অবদান রেখেছেন মেসি। ইউরোপ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ঠিকানা গড়া প্রসঙ্গে মেসি বলেছেন, ''ইউরোপ ছেড়ে এখানে (যুক্তরাষ্ট্রে) আসার পদক্ষেপ নেওয়াটা কঠিন ছিল। তবে বিশ্বকাপ জিতে নেওয়ায় বিষয়টি আমাকে ভিন্নভাবে দেখতে অনেক সাহায্য করেছে।'' ২০ জুন শুরু হতে চলা কোপা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই হবে। ওই দিন উদ্বোধনী ম্যাচেই কানাডার বিপক্ষে খেলবে মেসির আর্জেন্টিনা। ২০২৬ বিশ্বকাপেরও সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। আগামী বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে এর আগে বহুবার প্রশ্নে করা হয়েছিল মেসিকে। কখনো 'না খেলার সম্ভাবনা বেশি', আবার কখনো 'ফিটনেস ঠিক থাকলে দেখা যাক কী হয়' জাতীয় উত্তর দিয়েছিলেন। তবে ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সরাসরি কিছু না বললেও যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের আনন্দিতই হওয়ার কথা, ''আমি সারা জীবন এই কাজ করতে চেয়েছি (আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে চেয়েছি)। এখনো ফুটবল খেলতে ভালোবাসি, অনুশীলন উপভোগ করি। যখন খেলব না, তখন তো মিস করবই। আমি অনেক ভাগ্যবান যে আমার পাশে ভালো সতীর্থ ও বন্ধুদের পেয়েছি। তবে একটু ভয় কাজ করে যে একদিন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে (অবসর নিতে হবে)।''

বাবরদের দেখে লোকসান, সূর্য ৩ হাজার ডলার উসুল করে দিলেন পাক সমর্থকের

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুনঃ দূর দূরান্ত থেকে নিউ ইয়র্কে একাধিক দর্শকরা চলতি বিশ্বকাপে কখনও ভারতের, তো কখনও পাকিস্তানের ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন। এ বার সেই নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলা হবে। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল পাকিস্তানের এক ভক্তর ভিডিয়ো। যিনি ৩ হাজার ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা) বিনিময়ে নিজের ট্র্যাক্টর বিক্রি করেছিলেন। তারপর তিনি নিউ ইয়র্কে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখেছিলেন। বাবর আজমরা ভারতের কাছে হেরে যাওয়ায় ওই পাক ভক্তর মন খারাপ হয়েছিল। তিনি হতাশ হয়েছিলেন। এ বার অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট টিম তাঁর মন ভালো করে দিয়েছে। পাকিস্তানের ওই ভক্ত টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত

ও আমেরিকার ম্যাচ দেখতেও এসেছিলেন। যা দেখার পর মন ভরে গিয়েছে তাঁর। এমনটা নিজেই বলেছেন তিনি। এএনআইকে তিনি বলেন, ''আমি ৩ হাজার ডলারের ট্র্যাক্টর বিক্রি করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে এসেছিলাম। যেটায় আমরা হেরেছিলাম। আমার খুব মন খারাপ ছিল। ভারতের ভক্তরা আমাকে ভালো ভালো মেসেজ করেছিল। আমার তাই মনে হয়েছিল ভারতকে (আমেরিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে) আমার সমর্থন করা দরকার। তাই আমি এসেছিলাম। ৩০০০ ডলারে ট্র্যাক্টর বিক্রি করে দেখতে এসেছিলাম বাবর আজমের ম্যাচ, কিন্তু আজ সূর্য আমার হৃদয় জিতে নিয়েছে। ট্র্যাক্টর বিক্রির পয়সা উসুল হয়ে গিয়েছে।'' গ্রিন আর্মির ওই ভক্তের কথায় পরিস্কার, যা তিনি চেয়েছিলেন বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিদের থেকে, তা পাননি। কিন্তু রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট টিম তাঁকে খুশি দিয়েছে।

কোহলির মার্কশিটে ১, ৪, ০!

রানে ফিরতে বিরাটকে কোন টোটকা সানির?

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুনঃ বিরাট কোহলির কী হয়েছে? কেন রান পাচ্ছেন না তিনি? আইপিএলের সময় থেকেই বিতর্কে ছিলেন। স্ট্রাইকরেট ইস্যু কি বিশ্বকাপেও মাথায় ঘুরছে তাঁর? আপাতত এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ভারতীয় ক্রিকেট। বিশ্বকাপে ভারত পরপর ৩টে ম্যাচ জিতে শেষ ৮এ পৌঁছেছে। কিন্তু টকিং পয়েন্ট সেই বিরাট কোহলি। তিনে ব্যাট করা উচিত কিনা, বিশ্বকাপের আগে থেকেই এ নিয়ে চলছিল চর্চা। একটা মহল বলছিল, বিরাট কোহলির উচিত রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করা। আরসিবির ছন্দকে তাঁরা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরছিলেন। আবার আর একটা দল বলছিল, রোহিত বরং যশস্বীকে সঙ্গে নিয়েই ইনিংস শুরু করুন। বিরাট আসুন তিনে। দুই ওপেনার যদি দ্রুত ফিরে যান, তা হলে বিরাট টিমকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন। ঘটনাচক্রে রোহিতের সঙ্গে ওপেনই করছেন বিরাট। ব্যাটিং অর্ডারেও বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। তা যতই হোক না কেন, বিরাটের ব্যাটে রান কই? উদ্বেগ, আশঙ্কা, সমালোচনার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুনীল গাভাসকর অন্য কথা বলছেন। সানির কথাতে সব সময়ই যুক্তি থাকে। তিনি যেমন নির্দ্বিধায় সমালোচনা করেন, তেমনই চাপে থাকা ক্রিকেটারের পাশেও দাঁড়ান। বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়িয়ে গাভাসকর বলছেন, ''দেশের হয়ে খেলাটাই যে কোনও ক্রিকেটারের কাছে মোটিভেশন। বিরাট এই কাজটা দায়িত্বের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে করে আসছে। ও যে কতটা সফল ক্রিকেটার, তা বলে দিতে হবে না। তাই তিনটে ইনিংস দিয়ে বিরাটকে বিচার করার জায়গা নেই। সামনে সুপার এইট, সেমিফাইনাল, হয়তো ফাইনালও পড়ে রয়েছে ভারতের জন্য। ওর নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে। সেই মতো নিশ্চয়ই প্র্যাক্টিস করছে।'' আত্মবিশ্বাস ফেরানোর জন্য জয়ের থেকে ভালো আর কোনও বিকল্প নেই। এমন কথাই বলছেন দেশের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। ভারতীয় সুপারস্টার বিরাট কোহলি এ বারের টি-২০

বিশ্বকাপে ছন্দে নেই। তাঁর ব্যাটে ভারতের হওয়া তিন ম্যাচেই দেখা গিয়েছে রানের খরা। কোহলিকে নিয়ে অবশ্য চিন্তিত নন গাভাসকর। বিরাট ফর্মে না থাকলেও ভয়ের কারণ নেই বলছেন সানি। অপেক্ষা একটাই, আর তা হল কোহলির ফর্মে ফেরা। সানির কথায়, ''তিনটে ইনিংসে কম রান করার মানে এই নয় যে ও ভালো ব্যাটিং করে না। অনেক সময় বেশ কিছু ভালো ডেলিভারিও আসে। তাই ভয়ের কিছু নেই। ওর ওপর আমাদের ভরসা দেখাতে হবে। শীঘ্রই ও ফর্মে ফিরবে।''

১০ টাকার পেপসি, কোহলি ভাই সেক্সি

বিরুষ্কাকে নিয়ে স্লোগানে মুখরিত নিউ ইয়র্ক

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুনঃ যে বিরাট কোহলি এ বছরের এপ্রিল-মে মাস জুড়ে ২২ গজে ধামাকা দেখিয়েছিলেন, সেই তিনিই নিউ ইয়র্কে এখনও অবধি ব্যর্থ। এ কথা এমনি এমনি বলা হচ্ছে না, বলে দিচ্ছে তাঁর পারফরম্যান্স। এখনও অবধি চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে নিউ ইয়র্কে বিরাটের ব্যাটে এসেছে মাত্র ৫ রান। বুধবার তো তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাকও হয়েছেন। মাঠে কোহলির ব্যাট উজ্জ্বল না হলেও, তিনি কিন্তু সমর্থকদের মনে উজ্জ্বল। তাঁকে এক ঝলক সামনে থেকে দেখার জন্য নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একাধিক অনুরাগী এসেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে শোনা গিয়েছে গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা বিরাটের নামে স্লোগান দিচ্ছেন। পাশাপাশি অনুস্কাকে নিয়েও তাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন। নিউ ইয়র্কের পিচের সঙ্গে বিরাট কোহলি মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু সেখানকার দর্শকরা তাঁকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়ো তার প্রমাণ। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলি বাউন্ডারি লাইনের কাছাকাছি ফিল্ডিং করছিলেন। সেই সময় গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা স্লোগান দিতে থাকেন, '১০ টাকার পেপসি, কোহলি ভাই সেক্সি।' সেখানেই তাঁরা থেমে থাকেননি। এরপরই দর্শকরা বলেন, 'দিওয়ালি হোক বা হোলি, অনুস্কা লাভস কোহলি।' চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি ওপেনিংয়ে নেমে সফল হতে পারছেন না। তাঁর অনুরাগীরা নেটদুনিয়ায় এ বার তা নিয়ে সরব। তাঁদের দাবি কোহলি ফিরুক তিনে। তা হলেই হয়তো তাঁর ব্যাটে রান ফিরবে। এ বার তা হলে ফ্লোরিডায় কানাডার বিরুদ্ধে বিরাটকে কি দেখা যাবে তিন নম্বরে? উত্তর সময়ই বলবে।

নাসাউতে এল বুলডোজার

ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নিউ ইয়র্কের স্টেডিয়াম

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুনঃ এক একটা স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকে একাধিক হাইভোল্টেজ ম্যাচের। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানের মতো মেগা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিউ ইয়র্কের আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এ বার এই অস্থায়ী ভেনু ভাঙতে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে বুলডোজার। সংবাদসংস্থা এএনআই এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছে

নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তবে এই স্টেডিয়ামের অস্বিত্ব এ বার মুছে দেওয়া হবে। মাত্র ৮ ম্যাচেই অবলুপ্তির পথে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম। এ বারের বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় ১০৬ দিন ধরে তৈরি হয়েছিল নিউ ইয়র্কের এই স্টেডিয়াম। আগেই জানা গিয়েছিল, বিশ্বকাপের পরই ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হবে ওই স্টেডিয়াম। এ বার সেই শেষের শুরু হতে চলেছে নাসাউতে। চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ৮টি ম্যাচ সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে জানানো হয়েছে, আগামিকাল থেকে এই স্টেডিয়াম ভাঙার কাজ শুরু হয়ে যাবে। নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি পপ আপ স্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা ছিস ৩৪ হাজার। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের যাবতীয় অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। আর অস্তিত্ব না থাকলেও বরাবর আলোচনায় থেকে যাবে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম। বিশেষ করে এখানকার পিচ। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি।

বিশ্বকাপ থেকে কার্যত ছুটি হয়ে গেল নিউজিল্যান্ডের, শেষ আটে রাসেলরা

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুনঃ ধারাবাহিক টিম হিসেবে গত এক দশক ধরে টানা পারফর্ম করেছে নিউজিল্যান্ড। সেই টিমেরই চরম পতন দেখল ক্রিকেট বিশ্ব। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায় থেকেই কার্যত বিদায় কিউয়িদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের ফলে সব অঙ্কই এখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল কেন উইলিয়ামসনের টিমের কাছে। অন্য দিকে ক্যারিবিয়ান টিম আবার স্বমহিমায়। দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলে চলেছে। প্রত্যাশা মতোই ওয়েস্ট ইন্ডিজ জায়গা করে নিয়েছে শেষ আটে। আগে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তোলে ১৪৯/৯। টপ অর্ডার ব্যাটাররা কেউই কার্যত রান পাননি। ব্র্যান্ডন কিং, জনসন চার্লস, নিকোলাস পুরান, রস্টন চেজ, রভম্যান পাওয়েল ফিরে যাওয়ার পর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ক্যারিবিয়ান টিমকে নিয়ে। ৩০/৫ থেকেই চমৎকার ঘুরে দাঁড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেরফান রাদারফোর্ড নট আউট ৬৮ করে টিমকে খাদের কিনারা থেকে টিম ঘুরে দাঁড় করান। ৩৯ বল খেলে ৬টা ছয় ও দুটো চার দিয়ে সাজিয়েছেন ইনিংস। অন্য দিকে তাঁকে সঙ্গত করেন আকিলা হোসেন (১৫), আন্দ্রে রাসেল (১৪) ও রোমারিও শেফার্ড (১৩)। টার্বুবাতে কিন্তু কিউয়ি বোলাররা দুরন্ত বোলিং করেছেন। ট্রেন্ট বোল্ট ৩ উইকেট নেন। ২টি করে টিম সাউদি ও লকি ফার্গুসনের। তাতেও শেষ রক্ষা হল না। ৯ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে কিউয়িরা। ১৩ রানে হার কেন উইলিয়ামসনদের। এ বারের বিশ্বকাপে

নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়েই কথা হচ্ছে বারবার। কেউই টিমকে টানতে পারছেন না। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও তাই হল। ডেভন কনওয়ে, ফিন অ্যালান, রাচিন রবীন্দ্র, কেন উইলিয়ামসনরা আবার ব্যর্থ। ড্যারেল মিচেল, কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। তবে টিমকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন গ্লেন ফিলিপস। ৩৩ বলে তিনি ৪০ করেন। বাকি আর কেউই রান উপহার দিতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডকে মূলত ভাঙেন আলজারি জোসেফ। ৪ ওভার বল করে ১৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪টে উইকেট। বাঁ হাতি স্পিনার গুদাকেশ মোতি নিয়েছেন ৩ উইকেট। ম্যাচের পর উইলিয়ামসন টিমের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে বলেছেন, ''পাওয়ার প্লে-তে কিন্তু বোলাররা ভালো বোলিং করেছিল। এই রকম পিচে একটা দুটো খেলা ঘোরানো ওভার লাগে। সেটা আমরা বের করতে পারিনি।''

কোপার শেষ প্রস্তুতিতে হোঁচট ব্রাজিলের

ফ্লোরিডা, ১৩ জুনঃ কোপা আমেরিকার আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচটা জিততে পারল না ব্রাজিল। ফ্লোরিডায় ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০ জুন থেকে কোপা আমেরিকা শুরুর আগে এটাই ছিল ব্রাজিলের শেষ প্রীতি ম্যাচ। ১৭ মিনিটে রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। রাফিনিয়ার পাস থেকে বাঁ পায়ের নিচু শটে গোল করেন রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার। তাঁর গোলের ৯ মিনিট পরই সমতায় ফেরে যুক্তরাষ্ট্র। মিডফিল্ডার হোয়াও গোমেজ ফাউল করায় ফ্রি কিক পেয়েছিল আয়োজকেরা। মানবদেয়ালের নিচ দিয়ে মাটি কামড়ানো শটে ফ্রি কিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সমতাসূচক গোলটি এনে দেন এসি মিলান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ। কোপা আমেরিকা শুরুর আগে এটা যুক্তরাষ্ট্রেরও শেষ ম্যাচ। কলম্বিয়ার বিপক্ষে গত সপ্তাহে ৫-১ গোলে হেরেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেখান থেকে শুধু ঘুরে দাঁড়ানো নয়, ব্রাজিলের বিপক্ষে টানা ১১ ম্যাচ হারের পর ড্রয়ের মুখ দেখল আয়োজকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ১৮ জয়ের বিপরীতে এ পর্যন্ত একটি ম্যাচই হেরেছে ব্রাজিল। সেটি ১৯৯৮ কনকাক্যাফ গোল্ড কাপ সেমিফাইনালে। যুক্তরাষ্ট্রের গোলকিপার ম্যাট টার্নার আজকের ম্যাচে ১১টি সেভ করেন। ২০১৪ বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিপক্ষে টিম হাওয়ার্ডের ১৫ সেভের পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো গোলকিপারের এটাই সর্বোচ্চ সেভের নজির। তবে ক্যাম্পিং

ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে ৬০ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে যুক্তরাষ্ট্রই ব্রাজিলের আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এসি মিলান মিডফিল্ডার ইউনুস মুসা ম্যাচের ৫ মিনিটে ২৫ গজ দূরত্ব থেকে বুলেট গতির শট নিয়েছিলেন। বলটি ক্রসবারে লেগেছে। তবে ব্রাজিলের এগিয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারব্যাক টিম রিয়েমের ভুল খুঁজে পেতে পারেন অনেকে। গোলকিপার টার্নারকে ব্যাক পাস দিয়েছিলেন রিয়েম। ব্রাজিল মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেজ পাসটি ধরে রাফিনিয়াকে দেন। সেখান থেকে বল পান রদ্রিগো। ৮ গজ দূরত্ব থেকে গোল করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি রদ্রিগোর। ৭০ মিনিটের পর চার-পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন যুক্তরাষ্ট্রের গোলকিপার টার্নার। গিমারেজের বদলি হয়ে নামা ১৭ বছর বয়সী এনড্রিকের শট ৭০ মিনিটে রুখে দেন টার্নার। ৪ মিনি পরই রদ্রিগো এবং ৮৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট ঠেকান টার্নার। যোগ করা সময়ের ৬ মিনিটে ব্রাজিলের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আন্দ্রোস পারেইরার ফ্রি কিকও ঠেকান যুক্তরাষ্ট্র গোলকিপার। আলিসনও ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন। ৬৮ মিনিটে পুলিসিচ ও ৮০ মিনিটে ব্রেন্ডন অ্যারনসনের শট রুখে দেন ব্রাজিল গোলকিপার। গত শনিবার মেক্সিকোর বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল। সেই ম্যাচের একাদশে ১০টি পরিবর্তন আনেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র। ম্যাচ শেষে ব্রাজিল তারকা রদ্রিগো বলেছেন, ''ম্যাচটি কঠিন ছিল, তবে আমরা সব সময় জিততে চাই। আমরা যেন না হারি সেটা নিশ্চিত করতে হবে অনুশীলনে। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে ফেললেও আমরা কিন্তু প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছি, (গোল করার) অসংখ্য সুযোগও পেয়েছি।'' কোপা আমেরিকায় 'ডি' গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও কোস্টারিকা। ২৪ জুন কোস্টারিকার মুখোমুখি হয়ে কোপা আমেরিকায় শিরোপা অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল। 'সি' গ্রুপে যুক্তরাষ্ট্রের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী যথাক্রমে উরুগুয়ে, পানামা ও বলিভিয়া। ২৩ জুন বলিভিয়ার মুখোমুখি হয়ে কোপা আমেরিকা শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com